উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,৮১৮.১৩ (+৪২৬.৮৬)

নিফটি : ২৫,৮৯৮.৫৫ (+১৪০.৫৫)

এগিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা

পশ্চিমবঙ্গে ৯৯ শতাংশের কাছাকাছি পরিযায়ী শ্রমিক এসআইআর ফর্ম পূরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। » ৫

থাইল্যান্ডে গ্রেপ্তার লুথরাভাইরা

গোয়ার নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মালিক সৌরভ ও গৌরব লুথরাকে থাইল্যান্ডের ফুকেটে আটক করা হয়। দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে ভারতে ফেরানোর প্রক্রিয়া চলছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৫°	১২°

ট্রাম্পের উদ্যোগে গোল্ড কার্ড ভিসা » ৭

শিলিগুড়ি ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 12 December 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 203

উত্তরের খোঁজে

দাদা আর বাবুদের মানে বদল বাংলায়

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বাঙালির দাদা আসলে কে? আপনি সিনেমাভক্ত হলে বলবেন, দাদা অবশ্যই মিঠুন চক্রবর্তী। আপনি খেলাভক্ত হলে বলবেন, দাদা আসলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

মারাঠিদেরও দুই দাদা রয়েছেন। দুজনেই অভিনেতা। দাদা কোন্ডকে ও দাদা সালভি। হিন্দি বা উর্দুভাষীদের অনেকের কাছে দাদা মানে ঠাকুরদা বা দাদু!

এবং এই প্রজন্মের লোকেদের জন্য জানানো যাক, এঁরা কেউ আসলে আসল দাদা নন। যে বাঙালি ব্যক্তিত্ব মুম্বইয়ে যখন রাজত্ব করেছেন, তিনি তখন দাদা হয়ে উঠেছেন ভক্ত ও অনুগামীদের চোখে। কাছের লোকেদের কাছে।

বিমল রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, মান্না দে, কিশোরকুমার, বিশ্বজিৎ, প্রদীপকুমার সবাই নিজের নিজের বৃত্তে হয়ে উঠেছেন 'দাদা'। শুধু সৌরভের মতো কাগজের হেডলাইনে তাঁদের ক্ষেত্রে 'দাদা' শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। তাঁরা অবশ্য কেউই দৈনিক কাগজে খবরে আসেননি, তখন সেই প্রথাও ছিল না।

নরেন্দ্র মোদি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন একদিক দিয়ে। দ্বিতীয়বার চোখ খুলেছেন আরেকটি সংলাপে; ঠিক আছে, দাদা বলছি না।

বাবু বলি!

আমাদের ধুতি-পাঞ্জাবির মতোই 'বাবু' শব্দটাও প্রায় উঠে যেতে বসেছে বিধান থেকে বাঙালির অভিধান থেকে। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি বিয়েবাড়ি থেকে উধাও, এটায় যেন শুধু রাজনৈতিক নেতাদের অধিকার এখন। প্রধানমন্ত্রী এটা জানেন না বলে আরও সমস্যা। তাঁকে সব জানতে হবে, মানে নেই। তাঁর টিম তো অন্তত জানবে!

কোনও শব্দের মানে কী করে কখন যে পালটে যায়, তা আমরা নিজেরাই জানি না। মিঠুন বা সৌরভ যখন নিজেদের সাম্রাজ্যে নিজেকে প্রমাণ করছেন, তখন আমরা বলতাম, *এরপর দশের পাতায়*

- বাংলাদেশ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। সেদিনই জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট।
- সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ, রাত থেকেই শুরু হবে গণনা।
- দলীয় প্রতীকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে নিবন্ধিত ৫৬টি রাজনৈতিক দল।
- গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।
- বর্তমানে দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৮৩ জন।
- প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররাও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

গণতন্ত্র ফিরবে কি? নির্বাচন ঘোষণার পর কমিশনের কার্যালয়ের সামনে মোতায়েন পুলিশ। ঢাকায় বৃহস্পতিবার।

পরকীয়ার তত্ত্বে বাড়ি ভাঙচুর

বৃহস্পতিবার সকালে এক মহিলার মৃত্যু হয়। ক্ষিপ্ত এলাকাবাসী ও মৃতার পরিবারের লোকজন তাঁর স্বামীর প্রেমিকার বাড়িতে ভাঙচুর চালান। ভেতরে ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : বিষক্রিয়ার জেরে বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে এক মহিলার মৃত্যু হল। ওই মহিলার স্বামী এক বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িতে থাকার অভিযোগ তুলে ওই 'প্রেমিকার' বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে উত্তর শান্তিনগরের লক্ষ্মীনারায়ণ রোড এলাকার কিছু বাসিন্দা। অভিযুক্ত প্রেমিকার দেওর আবার পুলিশে কর্মরত। ওই বাড়িতে ৩০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে ভাঙচুর চালায় ক্ষিপ্ত জনতা। উত্তেজিত জনতাকে বাগে আনতে হিমসিম খেতে হয় পুলিশকে।

এদিন সকালে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় ওই মহিলার। মৃত্যুর পর পরিবারের তরফে ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও চিকিৎসায় কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নার্সিংহোমের সামনে উত্তেজনা তৈরি হয়। মহিলার এক আত্মীয় সুজন সরকার বলেন, 'বুধবার রাতে ওর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। চিকিৎসক বলেন একটি ইনজেকশন লাগবে। কিন্তু সেই ইনজেকশন নার্সিংহোমে ছিল না। বাইরে থেকেও আনতে দেওয়া হয়নি।' ওই আত্মীয়ের অভিযোগ, 'নার্সিংহোম থেকে প্রথমে বলা হয়েছিল ইনজেকশনের দাম ৬০০ টাকা। এদিন সকালে নার্সিংহোমে আসার পর বলা হয়, ওই ইনজেকশনের দাম পড়বে ৮০ হাজার টাকা। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের মেয়ের মৃত্যু হয়।' নার্সিংহোমের এক কর্তা বলেন, রোগীর পরিবারের তরফে অযৌক্তিক অভিযোগ করা হয়েছে। ৬০০ টাকার ইনজেকশন কোনওদিনই ৮০ হাজার টাকা হতে পারে না।

এদিকে, ওই মহিলার মৃত্যুর খবর আসতেই উত্তর শান্তিনগরের লক্ষ্মীনারায়ণ রোডে উত্তেজনা ছড়ায়। ওই মহিলার স্বামী পেশায় গাড়িচালক। তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমের গাড়ি চালান। সদ্য একটি চারচাকা গাড়ি কিনেছেন। অভিযোগ, সেই গাড়িতেও স্বামীর সঙ্গে দেখা গিয়েছিল তাঁর প্রেমিকাকে। গত ৮ তারিখ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় *এরপর দশের পাতায়*

উত্তর শান্তিনগরে পুলিশের সঙ্গে বচসায় স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার।

ডাক্তারকে চড়, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

১২ ঘণ্টা দেহের পাশে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : রোগীর মৃত্যুতে এক মহিলা চিকিৎসককে চড় মারার অভিযোগ উঠল আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। আর সেই ঘটনাকে ঘিরে চিকিৎসকদের সঙ্গে বচসার জেরে মৃতের আত্মীয়কে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে প্রায় ১২ ঘণ্টা আটকে রাখার অভিযোগ উঠল।

বুধবার গভীর রাত থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত বাগডোগরার ভুজিয়াপানির বাসিন্দা পুষ্পা সাহানি নামে ওই মহিলাকে তাঁর দিদির মৃতদেহের পাশে বসিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ। পুষ্পাকে বের হতে দেওয়া তো দূরের কথা, শৌচালয় পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিন দুপুরে আত্মীয়রা জোর করে পুষ্পাকে বের করে নিয়ে আসেন বলে দাবি করেছেন।

গোটা ঘটনা নিয়ে সাহানি পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। যদিও বিবাদের ঘটনায় পালটা নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন তুলে জুনিয়ার ডাক্তাররা মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিককে স্মারকলিপি দিয়েছেন। এদিকে সুপারের দাবি, মৃতার আত্মীয় এক মহিলা চিকিৎসককে রাতে চড় মারেন। তবে মৃতার আত্মীয়কে আটকে রাখার কোনও ঘটনা হয়নি।

যদিও চিকিৎসককে চড় মারার বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষ এদিন রাত পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল ফাঁড়িতে কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'ঘটনাটি শুনেছি। তবে লিখিত অভিযোগ পাইনি।'

বুধবার সকালে পেটে ব্যথা নিয়ে ভুজিয়াপানির বাসিন্দা পূজা সাহানিকে (২৭) প্রথমে বাগডোগরা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পূজাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ওই মহিলাকে মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু বুধবার রাত ১টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের অভিযোগ, পূজাকে ভর্তি করার পর থেকে সেভাবে কোনও চিকিৎসা হয়নি। মহিলার মৃত্যুর পর তাঁর বোন পুষ্পা চিকিৎসকদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনার খবর পেয়ে রাতে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে যায়।

পুষ্পার অভিযোগ, 'চিকিৎসকরা বসে মোবাইল ফোন দেখতে থাকলেও কোনও চিকিৎসা করেননি। এই কথা বলতে গেলে বিবাদ শুরু হয়। আমি কাউকে মারিনি। পুলিশ ফিরে গেলে আমাকে রাত থেকে আটকে রাখা হয়। বের হতে গেলে নিরাপত্তাকর্মীরা আমাকে ধমক দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেন। ১২ ঘণ্টা দিদির দেহের পাশে বসিয়ে রাখা হয়।'

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দেহ নিয়ে বেরোচ্ছেন পরিবারের লোকজন।

মেডিকেলে গণ্ডগোল

- বুধবার রাত ১টা নাগাদ ভুজিয়াপানির বাসিন্দা পূজার মৃত্যু হয়
- এরপরই চিকিৎসকদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন মৃতার বোন
- অভিযোগ, পুলিশ ফিরে গেলে তাঁকে ঘরে আটকে দেহের পাশে বসিয়ে রাখা হয়
- কর্তৃপক্ষের দাবি, এক মহিলা চিকিৎসককে চড় মারেন অভিযোগকারী

এডিশন স্পেশাল

চাল কম, গমের বেশি বরাদ্দ র‍্যাশনে

» দুইয়ের পাতায়

শা'র চোখ ভয়ংকর, বেনজির তোপ মমতার

'যা খুশি করো, কিচ্ছু করতে পারবে না'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : অমিত শা আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেন আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতই হোক বা তৃণমূল-বিজেপির বিবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবসময়ই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি টার্গেট। তিনি বরং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কিছুটা ছাড় দিয়ে থাকেন। কিন্তু সুযোগ পেলে শা'র ওপর সবসময়ই খড়্গহস্ত মমতা। বুধবার অমিত শা ও রাহুল গান্ধির বেনজির বাগযুদ্ধের সাক্ষী ছিল লোকসভা। সেই একই ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তুলোধোনা করেছিলেন তৃণমূলকে।

তিনি বলেছিলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের পাশে দাঁড়ালে বাংলা থেকে আপনারা (তৃণমূল) মুছে যাবেন।' ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেকথার প্রত্যাঘাত করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কৃষ্ণনগরের জনসভায় বৃহস্পতিবার কার্যত ব্যক্তিগত আক্রমণ করলেন তিনি। সেই ভাষা শালীনতা, সৌজন্যের গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়েছে বলে চর্চা শুরু হয়েছে। মমতার ভাষায়, 'এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন। তাঁর দুই চোখই ভয়ংকর। দেখলেই মনে হয় দুর্যোগের বার্তা। এমন কোনও কাজ নেই যে তিনি করতে পারেন না। তাঁর এক চোখে দুর্যোধন, অন্য চোখে দুঃশাসন।'

কৃষ্ণনগরের জনসভায় পথশ্রীর শিলান্যাস করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার।

তৃণমূলকে মুছে ফেলতে লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বুধবারের হুমকির পালটা মমতা বৃহস্পতিবার বললেন, 'আমি ফের বলছি, বাংলায় এনআরসি হবে না, ডিটেনশন ক্যাম্পও হবে না। বাংলার মানুষ নিশ্চিন্তে থাকুন। বাংলা থেকে কাউকে তাড়াতে দেব না। আর কাউকে তাড়ালে তাঁদের কীভাবে ফিরিয়ে আনতে হয়, তা আমি জানি।' বাংলায় বিহারের মতো পরিণতি হবে বলে শা'র আস্ফালনের জবাবও দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'বিহারে তোমরা যা পেরেছ, এখানে তা করতে দেব না। বিজেপির আইটি সেলের তৈরি করা ভোটার তালিকা দিয়ে ভোট করানোর পরিকল্পনা করছ তো? যা খুশি করো, *এরপর দশের পাতায়*

৩৫ হাজারি চেয়ার, বিতর্কে মহকুমা পরিষদ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : একটি চেয়ারের দাম নাকি ৩৫ হাজার টাকা। এমনই ৩৫ হাজারি ১৩৫টি চেয়ার বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অফিসে এসে পৌঁছেছে। অফিসের মিটিং রুম, কনফারেন্স হল সহ বেশ কয়েকটি ঘরে বসবে সেই সময় আরামকেদারা। পাটিগণিতের সহজ হিসাব করলে দেখা যাবে, চেয়ার কেনার খরচ ৪৭ লক্ষ টাকারও বেশি। সঙ্গে এদিন ১০টি ডাইনিং টেবিল এবং সেটির জন্য আলাদা চেয়ার এসেছে। হিসাব করলে দেখা যায়, একটি ডাইনিং টেবিলের সেটের দাম ৪৫ হাজার টাকা বেশি। যখন টাকার অভাবে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারছে না, তখন এত টাকা খরচ করে চেয়ার, টেবিল কেনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ বলেন, 'টিক কাঠের দামি চেয়ার মিটিং রুমে রয়েছে। তাছাড়া প্লাস্টিকের ভালো চেয়ার আছে। মিটিং রুম বা কনফারেন্স হলের জন্য ৩৫ হাজারি চেয়ারের কোনও প্রয়োজন নেই। নাগরিক পরিষেবা না দিয়ে এই সরকার জনগণের করের টাকার শ্রাদ্ধ করছে।' যদিও চেয়ারের দামের বিষয়টি জানা নেই বলে জানিয়েছেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তিনি বলেন, 'রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের থেকে মিটিং হল ও কনফারেন্স রুমের জন্য চেয়ার পাঠানো হয়েছে। সেই কারণে চেয়ারের দাম আমার জানা নেই।' *এরপর দশের পাতায়*

অপচয়ের অভিযোগ

- ৩৫ হাজার টাকার ১৩৫টি চেয়ার এসেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অফিসে
- অফিসের মিটিং রুম, কনফারেন্স হল সহ বেশ কয়েকটি ঘরে বসবে সেই সমস্ত আরামকেদারা
- এই চেয়ার কেনার মোট খরচ ৪৭ লক্ষ টাকারও বেশি
- ১০টি ডাইনিং টেবিল ও তার জন্য আলাদা চেয়ার এসেছে, সেটের দাম ৪৫ হাজার টাকার বেশি

থমকে পুরোহিত, ক্যামেরাম্যান বললেই সিঁদুর দান

বিয়েতে আগে পুরোহিতরাই শেষ কথা বলতেন। এখন অবশ্য ফোটোগ্রাফার আর ক্যামেরাম্যানরাই শেষ কথা। একবার মালাবদল হলেও তাঁদেরই নির্দেশে সেই পর্বের 'রি-টেক'। ফোটোসেশনের মাঝে বিয়ে হচ্ছে বলে মনে হয়, মন্তব্য পুরোহিতের।

বিয়াহ অভিযান

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১১ ডিসেম্বর : আগে বাঙালি বিয়ের আসরে পুরোহিতদের কথাই ছিল শেষ কথা। তাঁরা যা বলবেন সেটাই পাত্র-পাত্রী সহ সবাই মানতে বাধ্য। আর এখন? খোদ পুরোহিতরাই ব্যাকফুটে। ফোটোগ্রাফার আর ক্যামেরাম্যানরাই এখন শেষ কথা বলেন। শুভদৃষ্টি, মালা বদল, সিঁদুরদান থেকে কন্যাদান- সব রীতিতেই তাঁদেরই 'অ্যাকশন, কাট'। পরিস্থিতি বর্তমানে এমনই হয়েছে যে, বরের পাশে দাঁড়ানো পুরোহিতও আজকাল মাঝেমধ্যে খানিক থেমে তাকান ফোটোগ্রাফারের দিকে। পরবর্তী শটের নির্দেশ পেতে!

এই পরিস্থিতিতে পড়ায় তাঁদের কী অবস্থা তা দিনহাটার পুরোহিত কার্তিক চক্রবর্তীর কথাতেই স্পষ্ট। হাসতে হাসতে বললেন, 'আগে বরের ভুল হলে আমরা মন্ত্র থামাতাম, এখন থামাই ক্যামেরাম্যানের ডাকে! হঠাৎই নির্দেশ আসে, ''স্টপ! বরকে একটু বাঁদিকে করুন, ফ্রেমে আসছে না।' কার্তিকের স্বগতোক্তি, 'আমরা তো ভাবি, আসলে মন্ত্র কে দিচ্ছে- আমরা না উনি!'

শুভদৃষ্টি তো এখন আলাদা গল্প। পুরোহিত উত্তম চক্রবর্তীর কথায়, ''শুভদৃষ্টি যেমন তেমন হলে হবে না। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে, একটু হাসি হেসে, আবার একটু চোখ নামিয়ে করতে হবে। এসব করে একবার বর-কনে চোখ মিলিয়েই ফেলেছেন, 'না না, আবার করুন! আলো ঠিক ছিল না,' বলে ক্যামেরাম্যান গর্জে উঠলেন।'' ঠিক যেন ভালোবাসার রিটেক। মুখচন্দ্রিকা, মালাবদলও এই 'ডিরেকশন'-এর বাইরে নয়। পুরোহিত গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী বললেন, 'মালা পরানোর সময় স্লো-মোশনে তা করানোর নির্দেশ আসে।'

এসব ঠিক আছে, কিন্তু সবচেয়ে সমস্যা যে জায়গায় হয় সেটি হল বাসি বিয়ে। এখন আর দুপুরে বিয়েতে বসা যায় না। বাড়ির ছাদে, নইলে দূরের সবুজে ঘেরা মাঠে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোটোসেশন না করলে বাসি বিয়ে নাকি জমে না! বরের ধুতি সামলে ধরা, কনের ঘোমটা ঠিক করা, দুজনের হাত ধরে হাঁটা- সব ক্যামেরাম্যানই শিখিয়ে দেন। পুরোহিত মিলন চক্রবর্তী মজা করে বললেন, ''আমাদের তো মনে হয়, আজকাল ফোটোসেশনের মাঝখানে বিয়ে হয়। যতক্ষণ ক্যামেরাম্যান সন্তুষ্ট না হচ্ছেন, ততক্ষণ বিয়ের প্রধান রীতিগুলোও শুরু হয় না। এমনও হয়েছে- বাসি বিয়ের সময় বেলা ৩টে বেজে গিয়েছে, আমরা বসে আছি, আর বর-কনে তখনও দূর মাঠে সূর্যাস্তের ব্যাকগ্রাউন্ডে 'ক্যান্ডিড শট' দিচ্ছেন!''

পুরো ব্যাপারটাই এখন বিয়ের নতুন 'ট্রেন্ড'। তবে কেউ ক্ষুব্ধ নন, বরং হাসি-ঠাট্টা করেই মানিয়ে নিচ্ছেন সবাই। তবে পুরোহিতদের একটাই কথা- 'ঈশ্বর মন্ত্রে আছেন, কিন্তু বিয়ে কখন শুরু হবে তা ক্যামেরাম্যান ঠিক করছেন!'

ছবি : মানসী দেব সরকার

নতুন বছরে কেন্দ্রের পরিকল্পনা

চাল কম, গমের বেশি বরাদ্দ র‌্যাশনে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১১ ডিসেম্বর : নতুন বছরের শুরুতে র‌্যাশনে পরিবর্তন আনতে উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্র। খাদ্যমন্ত্রক সূত্রে খবর, র‌্যাশনের বিভিন্ন প্রকল্পে চালের পরিমাণ কমিয়ে গমের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকেই পরিবর্তিত র‌্যাশন দেওয়া হবে। এব্যাপারে ইতিমধ্যেই সরকারি নির্দেশ চলে এসেছে। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য প্রকল্পে পরিবার কিংবা কার্ড পিছু যত কেজি করে চাল কমানো হচ্ছে, ঠিক তত পরিমাণ গম বাড়ানো হবে। তবে গ্রাহকদের মতে, এরাজ্যে অধিকাংশ বাঙালিই ভাত খেতে পছন্দ করেন। সেক্ষেত্রে চালের পরিমাণ না বাড়িয়ে উলটে গমের পরিমাণ বাড়ানোর বিষয়টি ঠিক হল না।

তবে র‌্যাশনে রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার যে সমস্ত কার্ড রয়েছে, সেইসব উপভোক্তার মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণে কোনও পরিবর্তন করা হবে কি না তা এখনও জানা যায়নি। এনিয়ে কোচবিহার জেলা খাদ্য নিয়ামক পুরবা ভুটিয়া বলেন, ‘ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের (এনএফএসএ) অধীনে থাকা কার্ডগুলিতে জানুয়ারি মাস থেকে চালের পরিমাণ কমিয়ে গমের পরিমাণ বাড়ানো হবে। এবিষয়ে আমাদের কাছে নির্দেশ এসে গিয়েছে।’ র‌্যাশন কার্ড সবমিলিয়ে পাঁচ ধরনের। এর মধ্যে ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট (এনএফএসএ) অর্থাৎ কেন্দ্রের অধীনে তিন ধরনের কার্ড রয়েছে। আর রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার আওতায়-১ ও ২-এর আলাদা কার্ড রয়েছে।

জানা গিয়েছে, এনএফএসএ-র অধীনে কোচবিহার জেলায় ২১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৬৭টি কেন্দ্রের কার্ড রয়েছে। এর মধ্যে ২০২৫ সালে এএওয়াই কার্ডে পরিবার পিছু ২১ কেজি করে চাল ও ১৪ কেজি করে গম দেওয়া হত। ২০২৬ সাল থেকে ১৫ কেজি চাল ও ২০ কেজি করে গম দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। অপরদিকে পিএইচএইচ কার্ডে এতদিন কার্ড পিছু ৩ কেজি করে চাল ও ২ কেজি করে গম দেওয়া হত। এরপর থেকে ২ কেজি চাল ও ৩ কেজি করে গম পাবেন গ্রাহকরা। তবে এব্যাপারে রাজ্যের সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের জিরানপুরের বাসিন্দা রানা বর্মন বলেন, ‘আমরা মাসে ২১ কেজি করে চাল পাই। কিন্তু এখন চাল কমিয়ে দিলে অসুবিধা হবে। আমরা ভাত খেতেই পছন্দ করি।’

পরিযায়ী পাখির ভিড় জলঢাকা চরে

ময়নাগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই হাজির পরিযায়ী পাখির দল। সাইবেরিয়া, রাশিয়া, কাজাখস্তান থেকে ডুয়ার্সে হাজির অতিথি পরিযায়ী পাখিরা। তারা আস্তানা গেড়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের জলঢাকা নদীর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। রামশাই এলাকার জলঢাকা ও মূর্তির সংগমস্থল এদের কলরবে আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা। প্রতিদিনই পাখি দেখতে এলাকায় ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা।

ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বললেন, ‘পরিযায়ী পাখির আগমনে এই এলাকা একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছে। তবে এই পাখিগুলিকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে সেদিকেও নজর দিতে হবে।’

গরুমারার জঙ্গল ঘেঁষেই রয়েছে রামশাইয়ের জলঢাকা নদীর চর। এখানে শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখির ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে ডানা মেলে উড়ছে। আবার কখনও জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। রুডি শেলডাক, নর্দার্ন ল্যাপউইং সহ বিভিন্ন প্রজাতির কয়েকশো পরিযায়ী পাখির দেখা মিলছে এখানে।

বিগত কয়েক বছর ধরে শীতের কয়েকটি মাসে এখানে পরিযায়ী পাখির দেখা মিলছে।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেছেন, ‘পাখির সংখ্যা দেখে মনে হচ্ছে বন্যার কোনও প্রভাব পড়েনি। ওই পাখিগুলিকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে বনকর্মীদের সেটা দেখতে বলা হয়েছে।’

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী কল্যাণ আবাসন সংস্থা
(আবাসন এবং নগর বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকারের অধীন একটি স্বশাষিত সংস্থা)
দশম তলা, ‘বি’ ওইং, জনপথ ভবন, জনপথ, নিউ দিল্লি-১১০০০১
ফোন : ০১১-২৩৭১৭২৪৯/২৩৩৫৫৪০৮, ইমেল : cgewho@nic.in,
Website: www.cgewho.in

চাহিদা সমীক্ষা

নিম্নলিখিত স্থানগুলির জন্য চাহিদা সমীক্ষার শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হল। কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ), রাইপুর (ছত্তিশগড়), পণ্ডিচেরী, লখনউ (উত্তর প্রদেশ) এবং লুধিয়ানা (পাঞ্জাব)
কী করে আবেদন করবেন ঃ
সিজিইডব্লিউএইচও-এর ওয়েবসাইট ‘www.cgewho.in’-এ বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলি এবং আবেদনপত্রটি ডাউনলোডের জন্য পরিদর্শন করুন।
কোনও প্রকার প্রশ্নের জন্য আপনি নিম্নের ব্যক্তিবর্গের সহিত যোগাযোগ করতে পারেন ঃ
শ্রী রোশন কিশোর, (মোবাইল নং) : ৯৫৬০০২২২৩২
শ্রী নীতীশ গর্গ, (মোবাইল নং) : ৮৮২৬৪৬১১১৪
সিইও, সিজিইডাব্লিউএইচও কোনও কারণ না দর্শিয়ে প্রকল্পটি অথবা চাহিদা সমীক্ষাটি প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
মুখ্য কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা
সিজিইডব্লিউএইচও
cbc 20105/12/0014/2526

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে পার্কিং স্ট্যান্ডের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশন-এর অধীনে ফালাকাটা (এফএলকে), বামনহাট (বিএমটি), কোচবিহার (সিওবি), চ্যাংরাবান্ধা (সিবিডি), বানারহাট (বিএনকিউ), নিউ ময়নাগুড়ি (এনএমএক্স), বিন্নাগুড়ি (বিএনভি), নিউ মাল জংশন (এনএমজেড), মালবাজার (এমএলবিজেড) এবং ধুবড়ী (ডিবিবি) স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** সি-এপি-পার্ক-৪২-১০, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ২৪-১২-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৪-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন ঃ এএ/১-এর জন্য ঃ ৩৬৫ এবং এএ /২ থেকে এএ/১০ঃ ১০৯৬।

এসকিউ নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এফএলকে-এমএক্স-২৯-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান ফালাকাটা-এ দুই চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-বিএমটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বামনহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান মালবাজার-এ দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমজেড-এমএক্স-২৮-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান নিউ মাল জংশন-এ দুই চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৭	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বানারহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এএ/৮	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন প্রাঙ্গণে প্রবেশপথের ডানদিকে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/৯	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকা, তিনি চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট।
এএ/১০	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি-এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	ডিবিবি (ধুবড়ী) স্টেশনে মিক্সড পার্কিং।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

ইলা মা এবং আয়ুষীর গান **গুডমর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে** সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ আসছে বছর আবার হবে, দুপুর ১.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৪.০০ পাওয়ার, সন্ধে ৭.১৫ অচেনা অতিথি, রাত ১০.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, দুপুর ১.১৫ দুজনে, বিকেল ৪.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.০০ ছোট বউ, রাত ১০.১৫ ফিরিয়ে দাও

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ পরিণাম, দুপুর ১২.০০ মাটির মানুষ, ২.৩০ কমলার বনবাস, বিকেল ৫.০০ প্রাণের স্বামী, রাত ১০.৩০ গুরুদক্ষিণা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গান্ধর্বী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সিঁদুরের অধিকার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৭ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, দুপুর ২.০৬ এতরাজ, বিকেল ৪.৫৭ বাগি

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে, বিকেল ৩.৫০ সৈনিক, রাত ১০.০০ বিশ্বনাথ

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.৫০ জুমানজি : ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, ২.৫৪ রাজ, বিকেল ৫.১৩ মরজাওয়াঁ, সন্ধে ৭.৫২ ভুলভুলাইয়া-টু, রাত ১০.৩৪ ড্রাক্কেন মাস্টার

জি সিনেমা : বেলা ১১.০৮ ইন্ডিয়ান, দুপুর ২.১৬ গদর-টু, বিকেল ৫.৪৫ ভোলা, সন্ধে ৭.৫৫ সিকান্দর, রাত ১১.০৩ মিশন মজনু

গ্রেট স্পিসিস অফ আফ্রিকা রাত ১০.০০ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

ছোট বউ সন্ধে ৭.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

গদর-টু দুপুর ২.১৬ **জি সিনেমা**

e-Tender
Block Development Officer Alipurduar – I Development Block invites e-tender from the bonafide Contractors for various development works vide e-N.I.e.T. No. WB/APD/APD-I/BDO-ET/14/2025-2026. Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned or website (for E-tender). No notices regarding these will be published in the newspaper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar – I Development Block

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/42/BDO/MATIALI/2025-26 Last date of online bid submission : 19-12-2025 upto 18:00 hours. For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide. **e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-009/2025-26 (2ND CALL) and e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-010/2025-26 (2ND CALL)** Last date of online bid submission **30.12.2025 09:00 AM.** For further details you may visit https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
BDO, Banarhat Block

ভূমি নকশার হালনাগাদ, সমন্বয় সাধন, সত্যায়ন ও কম্পিউটারাইজেশন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১১২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৯-১২-২০২৫: নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং ঃ ৩০-এপি-II-২০২৫; কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার জং ডিভিশনের আসাম অংশের জন্য ব্লক সেকশন সহ স্টেশন ও রেলওয়ে কলোনির জন্য মিউটেশন সহ ভূমি নকশার হালনাগাদ, সমন্বয় সাধন, সত্যায়ন ও কম্পিউটারাইজেশন। টেন্ডার মূল্য: ৬১,১৮,১৩৪.০৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,২২,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-Tenders vide e-NIT No.: WBMAD/JM/APAS/E/eNIT-3/25-26 Memo No.: 4451/JM dt. 10.12.2025 Tender ID: 2025_MAD_972334_1 Last Date of bidding (online): 01.01.2026 up to 18.55 Hrs (6.55 P.M.) For details please visit: https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

ল্যান্ড প্ল্যানের উন্নীতকরণ, সমন্বয় সাধন, সার্টিফিকেশন এবং কম্পিউটারাইজেশন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১১১/ডব্লিউ-২এপিডিজে তারিখঃ ০৯-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ২৯-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের পশ্চিমবঙ্গ অংশের জন্যে ব্লক খণ্ড সহিত স্টেশন এবং রেলওয়ে কলোনির হেতু মিউটেশনের সঙ্গে ল্যান্ড প্ল্যানের উন্নীতকরণ, সমন্বয়সাধন, সার্টিফিকেশন এবং কম্পিউটারাইজেশন। টেন্ডার রাশিঃ ২,২৭,৩৯,২০২.১২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬৩,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্বয়ংক্রিয় টেনশনিং ডিভাইসের সাময়িক পুনঃ মেরামতের জন্যে প্রস্তাব
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_৫৪_২৫-২৬ তারিখঃ ১০-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে স্বয়ংক্রিয় টেনশনিং ডিভাইসের সাময়িক পুনঃমেরামতের জন্যে প্রস্তাব (ফেজ-II)। টেন্ডার রাশিঃ ২,২৮,৭৭,০৯৩.১৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬৪,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ৩১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Tender Notice
e-NIT No. 26/e-Chl-1/B/2025-26 Dated-08.12.2025, 27/e-Chl-1/B/2025-26 Dated- 09.12.2025, 28/e-Chl-1/B/2025-26 Dated-08.12.2025, 29/e-Chi-1/B/2025-26 Dated- 04.12.2025, 30/e-Chl-1/B/2025-26 Dated-06.12.2025, 31/e-Chl-1/B/2025-26 Dated-10.12.2025 Online applications for e-Tender are invited by the U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement website www.wbtenders.gov.in. Details may be seen in the office during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-I Dev Block and District Website, Malda in all working days.
Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-I Development Block

e-NIT No: 10/WBSRDA/DD/2025-26 (1st call) Dated- 09.12.2025 of the Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division
Vide Memo No. : 921/WBSRDA/DD, Dated : 09.12.2025
(E-Procurement)
Details of **eNIT NO:- 10/WBSRDA/DD/2025-26 (1st call) of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from website **https://wbtenders.gov.in** (under the following organization chain - ‘PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT ||WBSRDA||DAKSHIN DINAJPUR DIVISION’) on 10.12.2025 at 10.00 Hrs.
Executive Engineer
P&RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given to all concern that my client **Smt. Soma Ghosh Sengupta @ Soma Sengupta**, wife of Sri Abhijit Ghosh, residing at Devi Bari, Cooch Behar Town, Ward No. 19, P.S. Kotwali, P.O. & Dist- Cooch Behar is the absolute owner of the landed property measuring 3 katha 2 dhur more or less of R.S. Khatian No. 4598 appertaining to R.S. Plot No. 6034 corresponding to L.R. Khatian No. 18662, L.R. Plot No. 8087, of Mouza-Sahar Cooch Behar, J.L No. 130, situated at Ward No. 19 under Cooch Behar Municipality, Police Station - Kotwali, District -Cooch Behar and my client has lost one of her original Chain Deed of Sale being No: I- 6015 for the year 1982 dated 13/08/1982, Volume No: 67, Page No: 156 to 158, executed at the office of the District Sub-Registrar, Cooch Behar in the name of Sikha Sen Gupta, wife of Sri Chittaranjan Sengupta and the husband of my client Sri Abhijit Ghosh lodged a General Diary before the Kotwali P.S. Cooch Behar, vide G.D.E No: 1386 dated 23/11/2025 by declaring the said fact. If any persons, bank or financial institution having any claim/objection over the aforesaid property may contact the undersigned within 7 (seven) days from the date of publication of this notice and on failure thereof, the property will be treated as free from all encumbrances.
Sd/-
Kumardip Mukherjee
(Adovocate, Cooch Behar)
9851757579 (Cell)

অ্যাফিডেভিট

গত 11/12/2025 তারিখে J.M. 1st Class, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি সহদেব বসুনীয়া ও গোকুল চন্দ্র বসুনীয়া থেকে বকুল বসুনীয়া হলাম। গ্রাম+পোস্ট-পাটছড়া, কোচবিহার।

•

আমি, Krishna Barman আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 3/12/25 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Krishna Das থেকে Krishna Barman এবং বাবা M.Das থেকে Nripen Kumar Barman নামে পরিচিত হলাম। (C/119650)

•

আমি MD Mostafa, S/O Late Abdul Hamed Sarkar Alias Kandra Mohammed গ্রাম- পশ্চিম বিরনগর, পোঃ+থানা রায়গঞ্জ জেলা- উত্তর দিনাজপুর, আমার WBBSE ম্যাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেটে আমার নাম Md Mostafa S/o- Kandra Mohammad থাকায় ও আমার খতিয়ান No. 2689 : JL No-182, Mouza- Bara Barua, আমার নাম Mahammad Mostafa S/o- Abdul Hamed ও অন্য আর একটি খতিয়ান No.- 225, JL No- 187, Mouza ছোটোনারায়ণ পুর আমার নাম Mahammad Mostafa, S/o- Abdul Hamed Sarkar থাকায় ও ভোটার লিস্ট - 2002, 31 Raiganj (SC) পার্ট No -212, SL No-416 আমার নাম Mostafa Md, S/o- Abdul Hamed Md থাকায় গত 19/11/25 এ প্রথম শ্রেণী J.M রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Md Mostafa, S/o Kandra Mohammad, Mahammad Mostafa S/o- Abdul Hamed, Mahammad Mostafa S/o- Abdul Hamed Sarkar, Mostafa Md, S/o Abdul Hamed Md থেকে Md Mostafa, S/o Late Abdul Hamed Sarkar Alias Kandra Mohammed করা হলো যাহারা যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119654)

TENDER NOTICE
NIT No:76 TO 93 & 95 TO 97 fund: APAS/15th FC/RMC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid for NIT No: 76 to79 is 16/12/2025, NIT No:80 to 88 is 19/12/2025, NIT No:89 to 90 is 25/12/2025, NIT No:91 to 92 is 30/12/2025, NIT No:93 is 31/12/2025 (15th. FC), NIT No:95 is 05/01/2026, NIT No:96 is 15/12/2025 & NIT No: 97 is 01/01/2026(15th FC & RMC). The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and office notice board of the undersigned.
Sd/-
BDO & \Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

কর্মখালি

সারদা বিদ্যামন্দির (হাইস্কুল) (উঃমাঃ) হেমতাবাদ, উত্তর দিনাজপুর। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে M.A/M.Sc, B.Ed-Bengali-১ জন, English-১ জন, Physics-১ জন, Biology-১ জন, শূন্যপদ পূরণের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের সাক্ষাৎকার-24/12/2025 বুধবার, সকাল ১১টা। স্থান- বিদ্যালয় পরিসর। আবেদন জমা- 15/12/2025 থেকে 22/12/2025 (11টা-2টা)। মোবাইল নং- 9434580308 / 7430872274 / 9733068088. (C/119653)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৮৯২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৮৯৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
SHOLAY : THE FINAL CUT
*ing : Dharmendra, Amitabh, Hemamalini
Time : 1 P.M. (One Show)
KIS KISKO PYAAR KAROON-2
Time : 4.45 P.M. & 7.15 P.M.

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHURANDHAR (H)
(Ranbir Singh, Akshay Khanna, etc.)
Show Time : 2:15 P.M. & 6:00 P.M.
AC. with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

রান্না বাটি	SHOW TIME 10.45 AM, 1.15 PM BENGALI (U/A)
দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস	SHOW TIME 4.15 PM BENGALI (A)
TERE ISHK MEIN	SHOW TIME 7.00 PM HINDI (U/A)

From 12th December 2025
at
Dinabandhu Mancha
DEEP FRIDGE
Bengali
Time : 4.00 P.M. and 7.00 P.M.

কর্মখালি
উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে
শিলিগুড়ি অফিসের জন্য ডিটিপি অপারেটর
ডিটিপি অপারেটর
ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল ৫টা থেকে রাত ১টা।
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য উত্তেজনায় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে বিপদে পড়তে হতে পারে। মায়ের কাছ থেকে উপহারপ্রাপ্তি। বৃষ : আগে থেকে ঠিক করা কোনও কাজে সাফল্য পাবেন। বাড়িতে বন্ধু সমাগম। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। মিথুন : ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। সৎ কাজে অর্থব্যয় করে শান্তিলাভ। দাম্পত্যে সামান্য সমস্যা। অতি উচ্চাশায় সমস্যা। কর্কট : দাঁতের সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অতি আবেগে অপব্যয়। ঋণ শোধ করে স্বস্তি। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে বদলির খবর পেতে পারেন। জনকল্যাণে অর্থদানে মানসিক শান্তি। বাবার রোগমুক্তি। কন্যা : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে কাজ পণ্ড করে ফেলবেন। নতুন সম্পর্কে পড়বেন। তুলা : সংগীত ও অভিনয় শিল্পীদের জন্য আজ নতুন সুযোগ আসতে পারে। পথে চলতে সাবধান থাকুন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : ভ্রমণের ইচ্ছা পূরণ হবে। সন্তানের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায়িক সমস্যা মিটবে। ধনু : অকারণে কাউকে মানসিক আঘাত দিয়ে অনুতাপ। অতি আকাঙ্ক্ষায় দুর্ভোগ। নতুন গাড়ি কেনা হতে পারে। মকর : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা মিটবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। কুম্ভ : উচ্চশিক্ষায় সাফল্য মিলবে। হৃদরোগীরা সাবধানে থাকুন। আজ মূল্যবান কিছু পেতে পারেন। মীন : বাবার কথা মেনে চলুন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ২১ অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৫ অঘোন, সংবৎ ৮ পৌষ বদি, ২০ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৩, অঃ ৪।৫০। শুক্রবার, অষ্টমী রাত্রি ৭।১। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ৮।৪৬। প্রীতিযোগ অপরাহ্ণ ৪।৮। বালবকরণ প্রাতঃ ৬।৫৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।১ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- শিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৮।৪৬ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৩।১ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৮।৪৬ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ৭।১ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি ৮।৫২ গতে ১১।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১০ গতে ৯।৫১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।৪৬ গতে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ৩।১ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৭।১ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে ও উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৩।১ গতে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ৮।৪৬ গতে ৩।১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূপাষ্টকাশ্রাদ্ধ। মহাকাল ভৈরব দেবাবির্ভাব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪ মধ্যে ও ৭।৪৭ গতে ৯।৫৫ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২।৫৩ মধ্যে ও ৩।৩৫ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৪ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১২।৮ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৬।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কাজ শেষে বাড়ির পথে

মাঝেরডাবরি এলাকায় চা পাতা মাথায় ফিরছেন শ্রমিকরা। ছবি :আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ওয়ার্ড উৎসবের বরাদ্দ বৃদ্ধিতে প্রশ্ন

রাস্তা, মশায় নাজেহাল শিলিগুড়ি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি শহরের রাস্তা বেহাল। মশার দাপটে ঘরে-বাইরে নাস্তানাবুদ অবস্থা শহরবাসীর। এমন অবস্থায় উৎসবের আবহ। শুরু হচ্ছে শহরজুড়ে ওয়ার্ড উৎসব। এই উৎসবে আর্থিক বরাদ্দ বাড়িয়েছে পুরনিগম। ওয়ার্ড পিছু ৬০ হাজার টাকা বাড়িয়ে তিন লক্ষ টাকা করা হয়েছে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সামনেই বিধানসভা ভোট থাকায় টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে সবার মন রক্ষা করার চেষ্টা চলছে, উঠছে অভিযোগ। উৎসবের টাকা সময়মতো পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও সংশয়ে অনেক কাউন্সিলার। পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে শুধু বিরোধীরা নন, সাধারণ মানুষের একাংশ সরব হয়েছেন।

যদিও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের দাবি, 'শহরে নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে। একটা শহরের উন্নয়ন শুধু রাস্তাঘাট দিয়ে বিচার করলে চলে না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সবদিকের উন্নয়ন ঘটলে উন্নত হয় শহর।' বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তাঁর কটাক্ষ, 'বিরোধীরা টাকাও নেবে, আবার বিরোধিতাও করবে।'

প্রতি বছর ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে হয় ওয়ার্ড উৎসব। উৎসবে অর্থের জোগান দেয় পুরনিগম। গত বছর উৎসবে বরাদ্দ ছিল ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এবার তিন লক্ষ টাকা। যদিও পুরকর্তাদের দাবি, ওয়ার্ডের সামগ্রিক উন্নয়নে কাউন্সিলারদের খাতে এই বরাদ্দ দেওয়া হয়। বার্ষিক বরাদ্দ সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। তার মধ্যে ওয়ার্ড উৎসবও রয়েছে।

সমস্যা যেখানে

- ওয়ার্ড উৎসবের বরাদ্দ বৃদ্ধি পুরনিগমের, সময়ে টাকা পাওয়া নিয়ে সংশয়ে কাউন্সিলাররা
- বিধানসভা নির্বাচনকে নজরে রেখে বরাদ্দ বৃদ্ধি, অভিযোগ বিরোধীদের
- হতবাক নাগরিকদের প্রশ্ন, রাস্তা কবে মেরামত হবে

এই পরিস্থিতিতে শহরের অনুন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলছেন, 'রাস্তা চলাচলের অযোগ্য। প্রতিটি ওয়ার্ডে মশার দাপট। কিন্তু পুরকর্তাদের কোনও পরিকল্পনাই নেই। ওয়ার্ড উৎসবের বরাদ্দ কবে পুরনিগম দেবে, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে।' সামনে বিধানসভা ভোট থাকায় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুর বোর্ড ওয়ার্ড উৎসবের বরাদ্দ বাড়িয়েছে বলে অমিতের অভিযোগ।

সিপিএম কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরার কথায়, 'শুধু টাকা বাড়ালে হবে না, সময়মতো তা মেটাতে হবে। মে, জুন মাসে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা আয়োজনের খরচই এখনও মেটানো হয়নি।'

শুধু বিরোধীরাই নয়, শহরের মানুষের মধ্যেও উৎসব নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বৃহস্পতিবার হায়দরপাড়া বাজারে দাঁড়িয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সুবোধ চন্দ বলছিলেন, 'আবার একটা উৎসবের গেট তৈরি হয়েছে। কয়েকদিন ধরে নাচ, গান চলবে। কিন্তু শহরের রাস্তাঘাটগুলি দেখুন তো। ভাঙাচোরা রাস্তা, ধুলো উড়ছে। আগে তো এসব ঠিক করা প্রয়োজন।' আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা রঞ্জিত মিত্র বললেন, 'শীতকালেও এত মশার দাপট সহ্য করা যাচ্ছে না। নিকাশিনালাগুলি ভালোভাবে সাফাই হয় না, মশা মারতে সেভাবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আর উৎসবের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে।'

বিপদের শঙ্কায় নিগমের কর্মীরা

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা একটি তিনতলা ভবনকে ঘিরে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এনবিএসটিসি-র শিলিগুড়ি ডিপোয়। ডিপোর সীমানা প্রাচীর বরাবর ওই ভবনটি তৈরি হওয়ায় নিগমের তরফে শিলিগুড়ি পুরনিগমে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছিল। পুরনিগমের তরফে ওই অবৈধ নির্মাণের কিছুটা অংশ ভেঙে দেওয়া হয়। যদিও বর্তমানে ভগ্নদশায় থাকা ওই নির্মাণই নিগমের কর্মীদের কাছে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টা নিয়ে আশঙ্কিত হয়ে পড়েছেন নিগমের কর্মী থেকে শুরু করে নিগমের শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

বাম প্রভাবিত স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের কথায়, 'ওই নির্মাণের যা পরিস্থিতি, তাতে যে কোনও সময় বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারে। প্রশাসনের বিষয়টা দেখা উচিত।'একই বক্তব্য তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকারের। তাঁর কথায়, 'ওই নির্মাণটা শুধুমাত্র দুটো পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। অবশ্যই বিষয়টা খুবই আশঙ্কার। নির্মাণটা ভেঙে পড়লে ডিপোতে থাকা মানুষজন ক্ষতির মুখে পড়বে।' এক নম্বর বরো চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'ওই নির্মাণের অবৈধ অংশ ইতিমধ্যেই ভেঙে দিয়েছি। এরপর কী হয়েছে, আমরা দেখিনি। বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ডিপোর সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন ওই এলাকায় যেতেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি নজরে পড়ল। ভগ্নদশায় থাকা নির্মাণ ঘিরে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন নিগমের কর্মীরা। এক কর্মীর কথায়, 'নির্মাণের ওই অংশটায় বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পার্টি অফিস রয়েছে। এছাড়া ডিপোর ওই অংশটায় আমরা সবসময়ই কাজ করি। তাই ওই নির্মাণটা এভাবেই যদি থাকে, তাহলে বিপদ হতে পারে।' নিগম সূত্রে খবর, ওই নির্মাণের অবৈধ অংশ ভাঙার পর, বাকি অংশ ঠিক করতে বলা হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে ওই নির্মাণ কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

বাড়িতে চুরি

চোপড়া, ১১ ডিসেম্বর : চোপড়া থানার তিনমাইল-ধন্দুগছ এলাকায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। বাড়ির মালিক ভীষ্মদেব বিশ্বাস জানান, পরিবারের লোক তিনমাইলে কীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে একটি ঘরে তাঁর স্ত্রী ও বোন ছিলেন। কে বা কারা সেই ঘরের বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে অন্য ঘর থেকে গয়না সহ নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

গাড়ি চলাচলে বাধা নয়, বার্তা বৈঠকে

খুশি সমতল, হতাশ পাহাড়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : পাহাড়-সমতলের সমস্ত পর্যটকবাহী গাড়ি সর্বত্রই চলাচল করতে পারবে। কোথাও কোনও বাধা এলে প্রশাসন আইনানুগ পদক্ষেপ করবে। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের ডাকা বৈঠকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র বলেছেন, 'পাহাড় ও সমতলের সমস্ত পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে। সবাইকে স্পষ্টভাবে আমরা জানিয়ে দিয়েছি, সব গাড়ি সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারবে। আশা করছি, আর কোনও সমস্যা হবে না।' এদিনের বৈঠকে সমতলের পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা খুশি হলেও পাহাড়ে হতাশা লক্ষ করা গিয়েছে। দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল অপারেটরস (ডাটা)-এর সভাপতি প্রদীপ লামা বলেন, 'বৈঠক থেকে কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি।'

বেশ কয়েকদিন ধরে পাহাড় ও সমতলে পর্যটকবাহী গাড়ি চলাচল নিয়ে বিরোধ চলছে। কয়েকদিন পাহাড়ের গাড়িচালকরা সমতলের গাড়িগুলিকে টাইগার হিল, সিটং, লামাহাটার মতো গন্তব্যে যাওয়ার সময় মাঝপথে আটকে দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে সমস্যা মেটাতে সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির তরফে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়। কিন্তু মাঝে বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও প্রশাসন কার্যকরী পদক্ষেপ না করায় মঙ্গলবার তাঁরা শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের অফিসে বিক্ষোভ দেখান। সেখানে তাঁরা প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেন। তারপরই বৃহস্পতিবার দু'পক্ষকে নিয়ে বৈঠকের ব্যবস্থা করে জেলা প্রশাসন।

দার্জিলিংয়ে পরিবহণকর্মীদের নিয়ে বৈঠকে জেলা শাসক।

> স্পষ্টভাবে আমরা জানিয়ে দিয়েছি, সব গাড়ি সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারবে। আশা করছি, আর কোনও সমস্যা হবে না।
>
> **মণীশ মিশ্র**
> *জেলা শাসক, দার্জিলিং*

বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক এবং শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের অফিসে বৈঠক হয়। বৈঠকে দার্জিলিংয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) সুমিত রাই, আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাস সহ সেখানকার পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলি ছিল। শিলিগুড়ি থেকে বৈঠকে ভার্চুয়ালি মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা, শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ সহ সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। প্রশাসনের তরফে দু'পক্ষকেই স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, একই জেলার মধ্যে সমস্ত গাড়ি সমস্ত জায়গায় চলাচল করতে পারে। কোথাও কোনও সমস্যা হলে দ্রুত পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনকে জানাতে হবে। বৈঠকের পরে পর্যটন ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্রাট সান্যাল ও দেবাশিস মৈত্র জানিয়েছেন, প্রশাসনের ভূমিকায় তাঁরা খুশি। শুক্রবার থেকে পাহাড় ও সমতলে স্বাভাবিকভাবে গাড়ি চলাচল করবে।

যদিও দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল অপারেটরস (ডাটা)-এর সভাপতি প্রদীপ লামা বলেছেন, 'বৈঠকে ধৈর্য ধরে আমাদের কথাই শোনা হয়নি। তাড়াতাড়ি বৈঠক শেষ করার জন্য তোড়জোড় চলেছে। তাই সমাধানসূত্র কিছুই বের হয়নি।' তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি থেকে প্রচুর গাড়ি পর্যটকদের নিয়ে প্যাকেজ টুর করছে। তারা পাহাড়ে এসে সমস্ত দর্শনীয় স্থানে চলে যাচ্ছে। ফলে পাহাড়ের গাড়িচালকরা ভাড়া পাচ্ছেন না। এতে তাঁদের রুটিরুজির সমস্যা হচ্ছে। আমাদের এই বক্তব্যটা প্রশাসন যদি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করত, তাহলে ভালো হত।'

মাদকচক্রের পান্ডা গ্রেপ্তার

খড়িবাড়ি, ১১ ডিসেম্বর : মাদক পাচারের কাজে যুক্ত এক মহিলা ক্যারিয়ারকে জেরা করে পুলিশের জালে ধরা পড়ল চক্রের পান্ডা লেবুয়া ওরফে হলধর বর্মন। মাদক কারবারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগে বুধবার রাতে খড়িবাড়ি পুলিশ নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে লেবুয়াকে গ্রেপ্তার করে। লেবুয়া পানিট্যাঙ্কির গৌরসিংজোতের বাসিন্দা। এদিকে, বুধবার রাতে বিহার থেকে খড়িবাড়িতে এসে মাদকের প্যাকেট হাতবদলের আগেই এসএসবি-র জালে ধরা পড়ে যান মহম্মদ সামিম নামে এক তরুণ।

মঙ্গলবার রাতে পানিট্যাঙ্কির গণ্ডগোলজোতের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে খড়িবাড়ি পুলিশ ৩০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ সাদিকা খাতুন নামে এক মহিলা মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। সাদিকাকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পানিট্যাঙ্কির মাদকচক্রের অন্যতম পান্ডা লেবুয়া ওরফে হলধর বর্মনের নাম জানতে পারে পুলিশ। এরপরই লেবুয়াকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। লেবুয়াকে আগেও একাধিক মাদক সংক্রান্ত মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পানিট্যাঙ্কিতে দুটি মোটর সাইকেল গ্যারাজ ও একটি পুরোনো গাড়ির শোরুমের আড়ালে বড়সড়ো মাদক ব্যবসা চালান লেবুয়া।

এদিকে, খড়িবাড়ির ডুমরিয়া এলাকায় মাদকের প্যাকেট হাতবদলের ছক কষেছিলেন মহম্মদ সামিম নামে এক তরুণ। গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে এসএসবির জওয়ানরা ওই তরুণকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই ১০৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। এসএসবি-র অভিযোগের ভিত্তিতে সামিমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই তরুণ বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা।

খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য বলেন, 'ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক দুজনকেই ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত

খড়িবাড়ি, ১১ ডিসেম্বর : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে খড়িবাড়ি কল্যাণপুর এলাকায় সর্বস্বান্ত দুই পরিবার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ললিত বর্মন ও লালবাবু বর্মনের বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে। ঘটনায় দুটি বাড়ির মোট ৬টি ঘর ভস্মীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি দমকলকেন্দ্রের দুটি ইঞ্জিন ও খড়িবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। শর্টসার্কিট অথবা ধূপকাঠির আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে দমকলের প্রাথমিকভাবে অনুমান।

ঘরের সমস্ত জিনিস, নগদ টাকা এবং ৫টি গবাদিপশু পুড়ে গিয়েছে। স্থানীয়রা জানান, প্রথমে লালবাবুর বাড়িতে আগুন লাগে। ঘটনার সময় পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ছিলেন না। পাশের বাড়িতে থাকা পরিবারের এক ছোট্ট শিশু আগুন জ্বলতে দেখে চিৎকার শুরু করে। তার চিৎকারে পাড়ার লোকজন ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। এরমধ্যেই ঘরের ভেতরে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিকট শব্দে ফেটে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, আগুন লেগে যায় ললিতের বাড়িতে। কোনও জিনিসই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। দমকল পৌঁছোনোর আগেই অধিকাংশ জিনিস ভস্মীভূত হয়ে যায়।

স্থানীয় বিট্টু জয়সওয়াল বলেন, 'খড়িবাড়িতে দমকলকেন্দ্র না থাকায় প্রায় একঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে আসে ইঞ্জিন।' অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ ও বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনীতা রায় ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্যের আশ্বাস দেন।

মূর্তি উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : একটি বাড়ির মন্দির থেকে চুরি যাওয়া এক কেজি ওজনের রুপোর লোকনাথমূর্তি উদ্ধার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে মূর্তি উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে প্রকাশনগরের বাসিন্দা বিজয় মাহাতোকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

Ministry of Culture
Government of India

BIRLA INDUSTRIAL & TECHNOLOGICAL MUSEUM
(A Unit of National Council of Science Museums)
Ministry of Culture, Government of India
19A, Gurusaday Road, Kolkata – 700 019

Advertisement No. 09/2025

Applications are invited from the eligible candidates having Masters' Degree in Science for engagement of **'Science Communicators'** at North Bengal Science Centre, Siliguri for a period of one year and further extendable for another year subject to satisfactory performance on a consolidated monthly stipend of ₹35,000/-. Last date of receipt of application is **04.01.2026**. For details, visit **www.bitm.gov.in > Notice > Recruitment**. Interim enquiries will not be entertained.

শুনানিতে ডাক ৭৬ হাজারকে

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে সবচেয়ে বেশি ম্যাপিং হয়নি

জলপাইগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলায় এসআইআর প্রক্রিয়ায় এনুমারেশন ফর্ম পূরণে প্রায় ৭৬ হাজার ভোটারের ম্যাপিং (প্রয়োজনীয় তথ্য এনুমারেশন ফর্মে উল্লেখ করতে পারেননি ভোটার) করতে পারেনি জেলা নির্বাচন দপ্তর। ১৬ তারিখ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর তাঁদের নোটিশ পাঠিয়ে শুনানিতে ডাকা হবে। তাঁদের মধ্যে জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি ৩২ হাজারের মতো ভোটারের ম্যাপিং করা সম্ভব হয়নি। ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৬৬ হাজারের মতো মৃত ভোটারের নাম কাটা গিয়েছে। অন্যদিকে, প্রায় ২৯ হাজারের মতো ভোটারের কোনও খোঁজ পাননি বিএলও-রা। স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন প্রায় ৩৪ হাজার ভোটার। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯ লক্ষ ১৪ হাজারের মতো।

বৃহস্পতিবার কমিশন নিযুক্ত স্পেশাল অবজার্ভার পঙ্কজকুমার যাদব জেলা শাসকের অফিসে জেলা শাসক সহ অন্য নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে প্রথমে বৈঠক করেন। দ্বিতীয় দফায় সর্বদলীয় বৈঠক করেন। সেখানেই এই তথ্য তুলে ধরা হয় নির্বাচন দপ্তরের তরফে।

জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি বিধানসভার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতেই খোঁজ মেলেনি ১৯ হাজারের বেশি ভোটারের। অন্যদিকে, মৃত ভোটার সবচেয়ে বেশি মাল বিধানসভায় রয়েছে ১২ হাজার ৬০০ জন। তারপরেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে মৃত ভোটার পাওয়া গিয়েছে ১২ হাজার ২৬৬ জন।

কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে ৩২ হাজার ৪০০, ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি বিধানসভায় ৬ হাজারের মতো, জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভায় ৭৮০০, রাজগঞ্জে ৭৪০০, মালবাজারে ৯০০০ এবং নাগরাকাটায় ৭৪০০ জনের মতো ভোটারের ম্যাপিং হয়নি। এঁদেরই পরবর্তীতে শুনানিতে ডাকা হবে।

এসআইআর পর্ব

- ভোটার তালিকা থেকে ৬৬ হাজারের মতো মৃতের নাম বাদ
- ২৯ হাজার ভোটারের খোঁজ পাননি বিএলও-রা
- অন্যত্র চলে গিয়েছেন প্রায় ৩৪ হাজার ভোটার
- নিখোঁজ ভোটারের মধ্যে ১৯ হাজারের বেশি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির
- এখনও পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত ১৯ লক্ষ ১৪ হাজারের মতো নাম

সর্বদলীয় বৈঠকে জেলায় যে ৭৬ হাজারের বেশি ভোটারের ম্যাপিং হয়নি তাঁদের নোটিশ পাঠিয়ে নির্দিষ্ট দিনে শুনানিতে ডাকা হবে জেনে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা কিছু ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়েছেন। তৃণমূলের প্রতিনিধি অঞ্জন দাস বলেন, 'আমরা স্পেশাল রোল অবজার্ভারকে প্রস্তাব দিয়েছি শুনানির সময় বাড়ানো নিয়ে। কারণ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অফিসের সময়ে শুনানিতে অনেকেই আসতে পারবেন না। জেলার চা বাগানের শ্রমিক, কলকারখানার মজুর থেকে দিনমজুরদের ওই নির্দিষ্ট সময়ে শুনানিতে আসা অসম্ভব।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'এত সংখ্যক নো-ম্যাপিংয়ের সঙ্গে নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যা রীতিমতো উদ্বেগজনক। আমার কেন্দ্রে রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশকারী প্রচুর রয়েছে। এদের ঝাড়াই-বাছাই করতে হবে। নইলে ভোটার তালিকা স্বচ্ছ হবে না।' সিপিএমের প্রতিনিধি প্রদীপ দেব বলেন, 'কোথায় শুনানি হবে এখনও বলেনি।' জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'স্পেশাল রোল অবজার্ভার প্রশাসনিক বৈঠক করেন। রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 74E 90686 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "কে ভেবেছিল যে আমি এই বয়সে এসে একজন কোটিপতি হয়ে উঠবো? এই সময় যখন আমি অন্যের সাহায্যপ্রার্থি, ঠিক সেই সময় আমার ভালবাসার মানুষদের সাহায্য করতে পারব বলে আমি নিজে গর্বিত বোধ করছি। ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা বিবিজান বিবি - কে 11.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রায়গঞ্জের বাতাসে বিষ

রায়গঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর : রাস্তায় পা দিলেই কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা উঠে যায়। আর ছোটদের তো সর্দি-কাশি সারছেই না। রায়গঞ্জের বাতাস যেন বিষময় হয়ে উঠেছে। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) রোজই বেড়ে পাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ দূষণ। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে ডাক্তারদের চেম্বারে শিশু-রোগীদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ভিড় বাড়ছে সরকারি হাসপাতালেও। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন চিকিৎসক মহল। তবে শুধু যে ছোট শিশুরাই ভুগছে এমনটা কিন্তু নয়। মাঝবয়সি থেকে বৃদ্ধ সকলেই কাশির প্রকোপে অতিষ্ঠ।

শহরের বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'শীতকালে এমনিতেই হাসপাতালে শিশুদের ভর্তি থাকার সংখ্যাটা কম হয়। তবে এই মুহূর্তে যে শিশুরা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে তাদের অধিকাংশই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে। দূষণ যে এক্ষেত্রে একটা বড় বিষয় একথা অনস্বীকার্য। সাধারণ মানুষ সচেতন হলেই দূষণ মোকাবিলা সম্ভব।' রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই বিষয়ে আমরা মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দূষণ কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

বিশেষজ্ঞদের মত, বায়ুতে পিএম ২.৫, পিএম ১০, ওজোন গ্যাস, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড সহ বিভিন্ন গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতির ফলে রায়গঞ্জের বাতাসের একিউআই বৃদ্ধি পাচ্ছে রোজ। দূষণে উপস্থিত যে কণাগুলোর ব্যাস ২.৫ মাইক্রোমিটারের কম বা মানুষের একটি চুলের চেয়ে একশো গুণেরও বেশি পাতলা সেগুলোই পিএম ২.৫। বায়ুতে জ্বালানি পোড়ানোর ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে তৈরি হয় এই বিষ। অন্যদিকে পিএম ১০ হল ধুলো, ধাতু এবং মূলত অ্যাসিড ফোটার মিশ্রণ। এই কণাগুলোর ব্যাস ১০ মাইক্রোমিটারের কম, যা মানুষের চুলের ব্যাসের এক পঞ্চমাংশ। মূলত যানবাহন, ধুলো ইত্যাদি থেকেই তৈরি হয় এই পিএম ১০। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের বাতাসের একিউআইয়ের সর্বোচ্চ মান ছিল ২০৮। বুধবার তার সর্বোচ্চ মান ছিল ১৮৪। মঙ্গলবার তা ছিল ২০০-এর অধিক। প্রতিটি মানই কিন্তু বিপজ্জনক শারীরিক অবস্থার নির্দেশক। শহরের মধ্যে গাড়ি চলাচল যেমন বেড়েছে, তেমন দূষণ সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি তীব্র কানফাটানো শব্দে বিশেষ কিছু বাইকের শহরের মধ্যে দিয়ে অবাধ যাতায়াত। সেগুলোর কারণে শব্দ দূষণ বাড়ছে। পাশাপাশি শহরের মধ্যে দিয়ে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে মাটি, বালি নিয়ে যাওয়া সাধারণ বিষয়। ফলে বাতাসের মধ্যে ধুলো মিশে তৈরি করছে এই ধরনের বিষ।

পথশ্রী, রাস্তাশ্রী প্রকল্পের গুচ্ছ শিলান্যাস

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১১ ডিসেম্বর : পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পে শিলিগুড়ি মহকুমার নানা প্রান্তে রাস্তার কাজের শিলান্যাস হল।

প্রায় এক কোটি টাকায় মাটিগাড়া অঞ্চল–২'এর অন্তর্গত মাটিগাড়া বাজারে থানা মোড় থেকে হনুমান মন্দির সহ মাটিগাড়া জাতীয় সড়ক পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হবে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস, মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ, মাটিগাড়া থানার ওসি অরিন্দম ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি খড়িবাড়ি ব্লকে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাড়ে ৫ কিমি রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন। বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গুজোত থেকে বৈরাগীজোত পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটারের রাস্তার জন্য ব্যয় করা হবে এক কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোটিয়াজোত থেকে দক্ষিণ কোটিয়াজোত পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার রাস্তা তৈরিতে ব্যয় করা হবে এক কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।

অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে রাস্তার কাজের শিলান্যাস হয়েছে। হেটমুড়ি সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধীমালছাটে পৌনে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তা

মহকুমাজুড়ে কর্মসূচি

নির্মাণের শিলান্যাস করেন বিডিও বনানী মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জগন্নাথ রায় সহ বিশিষ্টরা। অন্যদিকে, ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতে চাউমিন দোকান থেকে তেতলিগুড়ি পর্যন্ত আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে সাড়ে ৩ কিলোমিটার পাকা রাস্তার শিলান্যাস হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা, স্থানীয় প্রধানের উপস্থিতিতে নির্মাণকাজের শিলান্যাস করা হয়। ১৭টি পাকা রাস্তা এবং কালভার্ট তৈরি হবে।

বিধাননগর–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়ন্তিকা ৩ নম্বর সংসদের ডাকুগছে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে পৌনে ২ কিলোমিটার রাস্তার শিলান্যাস করা হয়। চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের খুদিগছে সাড়ে ৪ কিলোমিটার ২টি রাস্তা মেরামত হবে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে। বিধাননগর–২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পৌনে ৩ কিলোমিটার রাস্তা মেরামত হবে। এছাড়াও, ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতে পিডব্লিউডি রাস্তা থেকে বিওপি পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে দেড় কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজের শিলান্যাস করা হয়।

ইসলামপুর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ভদ্রকালী রাস্তা তৈরির কাজের শিলান্যাস করা হয়। ৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৩১ হাজার টাকায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা তৈরি করা হবে। চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকার জন্য ৩৭টি রাস্তার সংস্কার ও কাজের ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। হাতিঘিসা থেকে চোপড়াহাট হয়ে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের শিলান্যাস করেন বিধায়ক হামিদুল রহমান।

পথ দুর্ঘটনায় আহত তিন

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : ফুলবাড়ির আমাইদিঘি এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর একটি গাড়ির সঙ্গে টোটোর সংঘর্ষে আহত হলেন তিনজন। বৃহস্পতিবার বিকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বাঁদরামি। কোচবিহারের রসিকবিলে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক চক্রবর্তী।

বাড়ি ভাঙচুর সামলাতে মাত্র এক সিভিক

কোথায় মহিলা পুলিশ!

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি শহরে মহিলা পুলিশকর্মীর অভাব। বৃহস্পতিবার তা ফের একবার প্রমাণ হয়ে গেল। পুরুষ পুলিশকর্মীদের সামনেই একটি বাড়িতে দেদার ভাঙচুর চালালেন মহিলারা। অভিযোগ ছিল, স্বামীর সঙ্গে এলাকারই এক বিবাহিত মহিলার পরকীয়া সম্পর্কের কথা জানতে পেরে ওই ব্যক্তির স্ত্রী আত্মঘাতী হয়েছেন। অভিযোগ সামনে আসতেই ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ওই ব্যক্তির প্রেমিকার বাড়িতে ভাঙচুর চালানো শুরু করেন।

এমনকি তাঁর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেন উত্তর শান্তিনগরের লক্ষ্মীনারায়ণ রোড এলাকার উত্তেজিত বাসিন্দারা। সেখানে একজন মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার এলাকার ক্ষিপ্ত মহিলাদের সামলানোর চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু প্রশ্ন উঠল, মহিলা পুলিশকর্মীরা কোথায় ছিলেন? এর আগে গত শনিবার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট শহরে তাণ্ডব চালানোর পর তরুণীকে আটক করতে এসেছিলেন মহিলা পুলিশকর্মীরা। আর এদিন প্রায় ৩০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে উত্তেজিত জনতা বাড়িতে ভাঙচুর চালালেও প্রথমে কোনও মহিলা পুলিশকর্মীকে দেখা যায়নি। অনেকক্ষণ পর মহিলা পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

শনিবারের ঘটনায় পুলিশের তরফে সাফাই দেওয়া হয়, রাত

উত্তর শান্তিনগরে এক মহিলার বাড়ির সামনে উত্তেজিত জনতা।

দশটা পেরিয়ে যাওয়ায় পিঙ্ক ভ্যানের কর্তব্যরত মহিলা পুলিশকর্মীদের ডিউটি শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের ঘটনাস্থলে দেখা যায়নি। কিন্তু বাস্তবে বৃহস্পতিবারের ঘটনাতেও মহিলা পরিচালিত পিঙ্ক ভ্যানকেও পরিস্থিতি সামলাতে আসতে দেখা যায়নি। অভিযোগ উঠছে, আশিঘর ফাঁড়িতে আরও মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার থাকলেও তাঁদের ঘটনাস্থলে আনা হয়নি। যদিও দেরি করে মহিলা পুলিশ পাঠানোর বিষয়টি মানতে চাইছেন না ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং।

তিনি বললেন, "দেরির 'ডেফিনেশন'-টা কী, তা আমি বলতে পারব না। তবে ঘটনাস্থলে মহিলা পুলিশকর্মীরা ছিলেন। এমনকি সেবক রোডের নার্সিংহোমে মহিলার দেহ নিয়ে যাওয়ার পর সেখানেও অশান্তি শুরু হয়। মহিলা পুলিশকর্মীরা সেখানেও পৌঁছেছিলেন।"

শিলিগুড়ি শহরের প্রতিটা থানাতেই মহিলা পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবলের অভাব রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কনস্টেবল, অফিসার ও সিভিক ভলান্টিয়ার মিলিয়ে শহরের প্রতিটা থানাতে ছয় থেকে সাতজন মহিলা কর্মী রয়েছেন। বড় দুর্ঘটনা ঘটলে সেই সংখ্যাটা যথেষ্ট নয়। রাত দশটার পর থানাগুলিতে মহিলা পুলিশকর্মীর সংখ্যা দুইয়ে নেমে যায়। এদিনের ঘটনার পর মহিলা পুলিশকর্মীদের অভাবের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হল বলেই মনে করছেন শহরের নাগরিকরা।

এরমধ্যেই মহিলা থানার আইসি-কে বদলি করা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। আইসির বদলে ওই থানা পরিচালনার জন্য একজন এসআই পদমর্যাদার মহিলা পুলিশকর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বড় ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনারেট থেকে মহিলা পুলিশকর্মীদের ফোর্স আসতে অনেকটাই সময় চলে যায় বলে অভিযোগ।

অভিযোগ

- কনস্টেবল, অফিসার ও সিভিক ভলান্টিয়ার মিলিয়ে শহরের প্রতিটা থানাতে ছয় থেকে সাতজন মহিলা কর্মী রয়েছেন
- বড় দুর্ঘটনা ঘটলে সেই সংখ্যাটা যথেষ্ট নয় বলে জানা গিয়েছে
- রাত দশটার পর থানাগুলিতে মহিলা পুলিশকর্মীর সংখ্যা দুইয়ে নেমে যায়, মহিলা থানার আইসি-কে বদলি করা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে
- থানা পরিচালনার দায়িত্ব এসআই পদমর্যাদার মহিলা পুলিশকর্মীকে দেওয়া হয়েছে

এদিকে, শনিবার ও এদিনের ঘটনায় মহিলা থানারও সেরকম কোনও ভূমিকা নজরে পড়ল না। যদিও ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের আশ্বাস, 'যে কোনও ঘটনা ঘটলেই সেটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। পরিস্থিতি হিসেবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

সারের আকাশছোঁয়া দামে ক্ষোভ

মনজুর আলম

চোপড়া, ১১ ডিসেম্বর : রবিশস্য চাষের মরশুমে চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় রাসায়নিক সারের কালোবাজারি নিয়ে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে। এব্যাপারে প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। এদিকে, অতিরিক্ত খরচ চাপছে কৃষকদের মাথায়। ফসল বাঁচাতে তাই ক্ষতির মুখে পড়ছেন তারা। সারের বস্তায় ছাপানো দামের চেয়ে ১০০-৩০০ টাকা পর্যন্ত বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। এক্ষেত্রে সার ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, অনেক সময় ডিলারের কাছ থেকে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে।

ব্লক কৃষি অধিকর্তা মৌমিতা বড়ুয়া অবশ্য বলছেন, 'এব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ নেই। অভিযোগ পেলে অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে।'

কৃষিপ্রধান এই ব্লকে সারা বছর প্রচুর রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে কোনও ফসলের মরশুম শুরু হলেই সারের কালোবাজারি শুরু হয়ে যায় বলে অভিযোগ। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আলমারা বেগম বলেন, 'আলু চাষের মরশুমে সারের কালোবাজারির অভিযোগ কানে এসেছে। ব্লক কৃষি দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার উদ্যোগ নিতে বলা হবে।'

চড়া মূল্য

- এখন ইউরিয়া সারের বস্তার দাম ২৬৬ টাকা, সেই বস্তা কিনতে হচ্ছে ৩৭০ টাকা দরে
- ডিএপি বস্তার দাম ১৩৫০ টাকা, কিনতে হচ্ছে ১৯৫০ টাকায়
- সারের বস্তায় ছাপানো দামের চেয়ে ১০০-৩০০ টাকা পর্যন্ত বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা
- খোলাবাজারে কেজি দরে আরও বেশি দাম দিতে হচ্ছে
- এখন গম ও আলু চাষের সময়, তাই চোপড়ায় রাসায়নিক সারের চাহিদা প্রচুর

এখন গম ও আলু চাষের সময়। তাই চোপড়ায় রাসায়নিক সারের চাহিদা প্রচুর। খোলাবাজারে তো তার দাম অনেক বেশি। আলুচাষি মতিলাল দাস বলছেন, 'চোপড়ায় এটা এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারও বস্তা পিছু ৫০-১০০ টাকা বেশি দিয়ে সার কিনতে হচ্ছে।' ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে প্রত্যুষ সিংহের মন্তব্য, 'চা বাগানের ক্ষেত্রে তো সারা বছরই সারের দরকার হয়। কিন্তু কোনওদিনই সঠিক দামে সার কিনতে পাওয়া যায় না। সব সময় চড়া দামে সার কিনতে হয়।'

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এখন ইউরিয়া সারের বস্তার দাম ২৬৬ টাকা। সেই বস্তা কিনতে হচ্ছে ৩৭০ টাকা দরে। ডিএপি বস্তার দাম ১৩৫০ টাকা। কিনতে হচ্ছে ১৯৫০ টাকায়। খোলাবাজারে কেজি দরে আরও বেশি দাম দিতে হচ্ছে।

এদিকে এলাকার সার ব্যবসায়ীদের দাবি, বস্তায় যে দাম ছাপানো থাকে সেই দামে সার তাঁরা নিজেরাই কিনতে পারছেন না। ডিলারের থেকে সার বেশি দামে কিনতে হচ্ছে বলেই তাঁরা বেশি দামে বিক্রি করছেন।

কিষান খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান শংকর বৈদ্য রাসায়নিক সারের কালোবাজারি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরে জানানো হচ্ছে।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ১১ ডিসেম্বর : বাতাসি সুকারুজোত এলাকায় দোকান থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম গৌরাঙ্গ মণ্ডল (৫৫)। পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তি ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করেছেন। খড়িবাড়ি পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। মৃতের শ্যালিকা মালতী মণ্ডল জানিয়েছেন, গৌরাঙ্গ একটি ঋণপ্রদানকারী সংস্থার থেকে ধার নেন। কিন্তু সেই টাকা পরিশোধ করতে পারছিলেন না। তিনদিন আগে তিনি ব্যক্তিগত কাজে ডালখোলা যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি। এদিন বাড়ির পাশের বন্ধ দোকান থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

চল মেরে ঘোড়া... *রায়গঞ্জে দিবাকর সাহার তোলা ছবি।*

বিদ্যুতের খরচ বাঁচাতে জোর রাজ্যের

তিন ভবনে সোলারের প্রস্তাব

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের সর্বত্র সরকারি ভবনগুলিতে বিদ্যুৎ খরচ হ্রাসে সোলার প্যানেল বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে প্রথম দফায় বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। সৌরবাতির জন্য প্রত্যেক পুরসভা, গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিজস্ব এলাকার তিনটি ভবনের তথ্য দিতে বলা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সেই তথ্য সংগ্রহ করছে রাজ্য। সেইমতো দার্জিলিং জেলা প্রশাসন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাছেও তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম ইতিমধ্যে তিনটি ভবনের তথ্য পাঠিয়েছে জেলা প্রশাসনের কাছে। ওই তালিকায় রয়েছে কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাট, ২ এবং ৩ নম্বর বরো অফিস (নির্মীয়মাণ)। এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিদ্যুৎ বিভাগের মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'আমাদের কাছে তালিকা চাওয়া হয়েছিল। যে যোগ্যতামান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সেই মোতাবেক আমরা তিনটি বিল্ডিংয়ের তথ্য পাঠিয়েছি জেলা প্রশাসনের কাছে।'

যে সমস্ত সরকারি ভবনে সোলার প্যানেল বা সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা সম্ভব, সেই সংক্রান্ত তালিকা জেলা প্রশাসনের তরফে রাজ্যের কাছে পৌঁছাতে শুরু করেছে। দার্জিলিং জেলার ক্ষেত্রে মোট ৩৫ হাজার বর্গফুট বা ৩,২৫১.৬ বর্গমিটার এলাকায় সোলার প্যানেল বসবে। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় মোট ৬৪৫ বর্গমিটার ছাদে সোলার প্যানেল বসবে। সোলার প্যানেল বসানোর ক্ষেত্রে ভবনে ৭০০ বর্গফুটের ছাদ থাকা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি, ছাদ ছায়ামুক্ত থাকতে হবে। ছাদে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত সিঁড়ি থাকতে হবে। এসডিও অফিস, বিডিও অফিস, স্টেট গেস্টহাউস, থানাতেও সোলার প্যানেল বসানো যাবে। শিলিগুড়ি পুরনিগম যে তিনটি ভবনের নাম পাঠিয়েছে, তার মধ্যে কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটের জন্য ১৪০ বর্গমিটার এলাকা, ২ নম্বর বরোর জন্য ২৭৫ বর্গমিটার এলাকা এবং ৩ নম্বর বরোর জন্যে ২৫০ বর্গমিটার এলাকার কথা বলা হয়েছে। কিরণচন্দ্র শ্মশানে ১২৫ কেভিএ লোডের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

২ নম্বর বরোর জন্যে ৪০ কেভিএ এবং ৩ নম্বর বরোর জন্যে ৩০ কেভিএ লোডের প্রস্তাব পাঠিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। বর্তমানে ৩ নম্বর বরোতে ৪.৭ কেভিএ, দুই নম্বর বরোতে ২.৩৫ কেভিএ এবং কিরণচন্দ্র শ্মশানে ১০০ কেভিএ বিদ্যুতের লোড রয়েছে। সোলার প্যানেল বসালে বিদ্যুতের খরচ যেমন কমবে, তেমনই এখনকার তুলনায় অনেকটাই বাড়তি বিদ্যুৎ মিলবে।

বিকল্প ব্যবস্থা

- সরকারি ভবনগুলিতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে খরচ বাঁচাতে চাইছে রাজ্য সরকার
- কিরণচন্দ্র শ্মশান, ২ ও ৩ নম্বর বরো অফিসের নাম জেলা প্রশাসনকে পাঠাল পুরনিগম
- কিরণচন্দ্র শ্মশানে ১২৫ কেভিএ, ২ নম্বর বরোতে ৪০ কেভিএ এবং ৩ নম্বর বরোর জন্যে ৩০ কেভিএ লোডের প্রস্তাব

গাঁজা সহ ধৃত তৃণমূল নেতা

কোচবিহার, ১১ ডিসেম্বর : গাঁজা পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য তাপস মোদক (৩৩)। তিনি দিনহাটার ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। বুধবার রাতে কোচবিহার শহর লাগোয়া হরিণচওড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। তাপস একসময় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। বিজেপির টিকিটে তাপস পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হলেও লোকসভা নির্বাচনের পর তিনি তৃণমূলে যোগ দেন।

বুধবার রাতে হরিণচওড়া এলাকা থেকে তাপসকে গ্রেপ্তার করা হয়। দিনহাটা থেকে কোচবিহারের দিকে তিনি একটি ছোট গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে ২৬ কেজি ৭৮০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার তাঁকে কোচবিহার আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

তাপসকে ফাঁসানো হতে পারে বলে দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। ভেটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রিয়াংকা দে সরকারের বক্তব্য, 'মনে হচ্ছে ওঁকে ফাঁসানো হতে পারে।' যদিও বিজেপির দাবি, অসামাজিক কাজকর্ম করার জন্যই অভিযুক্ত বিজেপি থেকে গিয়ে তৃণমূলে আশ্রয় নিয়েছে। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি বিরাজ বসুর বক্তব্য, 'তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থেকে মাদক পাচারকারীদের রমরমা বাড়ছে।'

নাবালিকা উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : সিকিম থেকে শিলিগুড়িতে চলে আসা দুই নাবালিকাকে পরিবারের হাতে তুলে দিল এনজেপি থানার পুলিশ। গরিব পরিবারের দুই নাবালিকার বাড়ি মালবাজারের ডামডিমে। তারা সিকিমে একটি বাড়িতে বাচ্চা দেখাশোনার কাজ করত। সেই কাজ ছেড়ে শিলিগুড়িতে এসে বৃহস্পতিবার তিনবাত্তি মোড় এলাকায় টোটোতে চেপেছিল। বিষয়টি জেনে তাদের ট্রাফিক পুলিশের হাতে তুলে দেন টোটোচালক। এনজেপি থানার পুলিশ তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেয়।

দার্জিলিংয়ে শুরু মেলো টি ফেস্ট

মহাকাল মন্দিরে যেতে বিশেষ গাড়ি জিটিএ'র

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : বয়স্ক পুণ্যার্থীদের মহাকাল মন্দিরে যাতায়াতের জন্য ব্যাটারিচালিত বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা করল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং মেলো টি ফেস্টের মঞ্চ থেকে মহাকাল মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে এই গাড়ির চাবি তুলে দেওয়া হয়। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অনেক বয়স্ক মানুষ দার্জিলিংয়ে এসে মহাকাল মন্দির দর্শন করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু ম্যালের চৌরাস্তা থেকে মন্দির এতটা চড়াই যে তাঁরা উঠতে পারেন না। তাঁদের জন্যই বিনামূল্যে এই গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত গাড়িটি চালু থাকবে। জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগে মহাকাল মন্দির পরিদর্শনে এসে বয়স্কদের জন্য বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মতোই আমরা গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। গাড়িটি মহাকাল মন্দির ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছে। তারাই এটির পরিচালনা করবে।'

এদিকে, দার্জিলিং পুলিশের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে ম্যালের চৌরাস্তায় দার্জিলিং মেলো টি ফেস্ট শুরু হয়েছে। রবিবার পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। এদিন উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পর্যটক এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জিটিএ চিফ ছাড়াও দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র, পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের উৎসবে বিশিষ্ট নেপালি শিল্পী পূর্ণ রাই সংগীত পরিবেশন করেন। এছাড়া স্থানীয় শিল্পীরাও নাচ, গানের অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

এই উৎসবে এবার পাহাড়ের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য স্টল তৈরি হয়েছে। প্রায় ৩৫টি স্টলে পাহাড়ের মহিলাদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ বলেন, 'স্থানীয় ও বাইরের বিভিন্ন ব্যান্ডের অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতার পাশাপাশি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে রবিবার ম্যারাথন হবে। সেখানে দেশ-বিদেশের প্রচুর মানুষ অংশ নেবেন।'

দার্জিলিং ম্যালে মেলো টি ফেস্টের জমকালো মঞ্চ।

পরীক্ষার খাতায় 'ট্রমা' কাহিনী খুদেদের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১১ ডিসেম্বর : এমন কিছু ঘটনা যা নাড়িয়ে দিয়েছে শিশুমনকে। তার প্রতিফলন পরীক্ষার খাতাতেও। নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু টিজি-৩ প্রাথমিক স্কুলে তৃতীয় পার্বিক মূল্যায়নে প্রথম ভাষা হিন্দিতে একটি প্রশ্ন ছিল, তোমার পছন্দের একটি গল্প নিজের ভাষায় লেখো। তাতে সেখানকার চার খুদে যা লিখেছে তা পড়ে চমকে উঠেছেন শিক্ষকরাও। কারও লেখায় ফুটে উঠেছে তাদের বাগানে গত ৫ অক্টোবর বিধ্বংসী প্লাবনে চোখের সামনে একের পর এক মানুষের ভেসে গিয়ে মারা যাওয়ার কথা। কেউ আবার লিখেছে, গত বছরের ১ অক্টোবর স্কুলের গেটের বাইরে চিতাবাঘ চলে আসার হাড়হিম করা কাহিনী। শিশুমনের অন্দরে ওইসব ঘটনা যে গভীর দাগ কেটে রেখে গিয়েছে, তা দেখে চিন্তিত শিক্ষকরাও।

সবাই চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। তাদের শ্রেণিশিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ বলছেন, 'প্লাবনের পর থেকে ছেলেমেয়েরা যে ট্রমার মধ্যে রয়েছে, তা বহুবার বুঝেছি। পরীক্ষার খাতাতেও ওরা সেকথা তুলে ধরবে তা কস্মিনকালেও ভাবিনি। কচি হাতের ওই লেখাগুলি পড়ে নিজের আবেগ সংবরণ করা আর সম্ভব ছিল না। সবাইকে ৫-এর মধ্যে ৫-ই দিয়েছি।' ওই শিক্ষকের সংযোজন, 'একটা-দুটো বানান ভুল ছিল। জীবনের সার সত্যের কাছে ওসব তো ঠুনকো।'

লেখা হল প্লাবন, চিতাবাঘের গল্প

টন্ডু টিজি-৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে পড়ুয়ারা।

টন্ডু টিজি-৩ প্রাথমিক স্কুলে বৃহস্পতিবার ছিল প্রথম ভাষার পরীক্ষা। তাতে ৫ নম্বরের নিজের প্রিয় গল্প লেখার একটি প্রশ্নে রিয়া ওরাওঁ নামে বাগানের মডেল ভিলেজের এক ছাত্রী পরিষ্কার হাতের লেখায় লিখেছে, '৫ অক্টোবরের সেদিন। হঠাৎ জল বাড়তে শুরু করে। ঘরের ভেতরও জল ঢোকা শুরু হয়। আগে কিছুই বোঝা যায়নি। বাবা সবাইকে নিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে। আমার মাসি ভেসে যায়।' ডায়না লাইনের সন্দীপ মুন্ডা নামে এক ছাত্রের পরীক্ষার খাতার বয়ানেও শুধু প্লাবনের কথা। সে লিখেছে, 'কত লোক ভেসে গেল। কেউ কেউ কোনওরকমে পালিয়ে বাগানের গুদামে আশ্রয় নিল। ঘরবাড়ি ভেঙে যায় অনেকের। আমরা কোনওরকমে বেঁচে যাই।' একই কথা লিখেছে মনজিৎ মাহালি নামে এক খুদে।

ওই শ্রমিক মহল্লারই আজাতি লোহারের খাতায় আবার স্কুলের বাইরে চিতাবাঘ এসে দাঁড়িয়ে থাকার চাক্ষুষ বর্ণনা। সে লিখেছে, 'আমরা গেটের বাইরে খেলছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি ছাগল জঙ্গলের দিক থেকে ছটফট করে ছুটে আসছে। পেছনে বনশুয়োরের মতো কোনও জন্তু। পরে বুঝতে পারি ওটা শুয়োর নয়, চিতাবাঘ। দৌড়ে এসে গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে পড়ে। কোনওরকমে পালিয়ে স্যরকে জানাই। তিনি ফরেস্টবালাদের ফোন করেন।'

বামনডাঙ্গা চা বাগান বরাবরই নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বুনোদের উপদ্রবের জন্য পরিচিত। তবে ৫ অক্টোবরের ঘটনা আগের সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে যায়। মডেল ভিলেজ থেকে জলের তোড়ে ভেসে মারা যান ১১ জন। তাঁর মধ্যে টন্ডু টিজি-৩ প্রাথমিক স্কুলের প্রাকপ্রাথমিক শ্রেণির নিবৃতি নায়েক নামে এক ছাত্রীও ছিল। সেদিন নিবৃতি সহ তার মা মঞ্জু ও ছোট ছেলে নিব্যাংশেরও সলিলসমাধি হয়। সেদিনের ক্ষত ঘটনার দু'মাস পরও এখনও তাড়া করে বেড়ায় সেখানে।

প্রথম জামিন

শিলদায় পুলিশ ক্যাম্পে মাওবাদী হানায় হাইকোর্টে প্রথম জামিন। শর্তসাপেক্ষে ধৃতিরঞ্জন মাহাতোকে ১০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন দিল আদালত। তবে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।

গালি, হুমকি

কলকাতার অভিজাত আবাসনের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে বিএলও-কে গালিগালাজ করা ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ওই ভোটারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নির্বাচন কমিশন।

মেট্রো জট

চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজের জন্য জট কাটাতে ফের বৈঠকের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে।

লাঠিচার্জ

বিজেপির নারকেলডাঙা থানা ঘেরাওকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বিজেপির দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে।

লেগেছে গুঁড়ের পরশ... বৃহস্পতিবার বীরভূমের নলহাটিতে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

এগিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা

৯৯ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম জমা, চিন্তা কম তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করেছিল তৃণমূল। কারণ, অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিকই এসআইআর ফর্ম পূরণ করার জন্য এই রাজ্যে আসতে পারবেন না বলে তাদের ধারণা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল, ৯৯ শতাংশের কাছাকাছি পরিযায়ী শ্রমিক এসআইআর ফর্ম পূরণ করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ফলে মালদা-মুর্শিদাবাদ-দুই দিনাজপুর- কোচবিহার সহ বিস্তীর্ণ এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট নিয়ে তৃণমূলের যে আশঙ্কা ছিল, তা অনেকটাই দূর হয়েছে বলে মনে করছেন দলের নেতারা। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে প্রায় ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে কর্মরত। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ২১ লক্ষ ২ হাজার ৫৪ জন পরিযায়ী শ্রমিক এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, এসআইআর আবহে সংখ্যালঘুদের মধ্যে নাগরিকত্ব নিয়ে যে আশঙ্কার মেঘ তৈরি হয়েছিল, প্রথম থেকে তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে সেই মেঘ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের পক্ষ থেকে এই শ্রমিকদের এসআইআর ফর্ম পূরণ করা নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কোনও শ্রমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ফিরতে না পারলেও তাঁদের নিকট আত্মীয় ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন। কমিশনের নির্দেশ মেনে প্রয়োজনীয় নথিও তাঁরা জমা দিয়েছেন।

ফলে তাঁদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করছেন না তৃণমূল নেতারা। পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অনেক অত্যাচার বিজেপি সরকার করেছে। এখনও চারজন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু বিজেপির যাবতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে পরিযায়ী শ্রমিকরা রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের নাম বাদ গেলে আন্দোলন তীব্র হবে।'

পরিসংখ্যান

- রাজ্যে ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক
- ২১ লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিক এসআইআর ফর্ম পূরণ করেছেন
- পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ড গোটা বিষয়ে তদারকি করেছে

ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ নিয়ে আগেই সরব হয়েছিল তৃণমূল। তা নিয়ে রাজপথেও নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম যাতে বাদ না যায়, তার জন্য প্রথম থেকেই বুথস্তরে দলীয় কর্মীদের নামিয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তার ফলে বিএলওরা যখন ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে ফর্ম দিতে গিয়েছেন, তখন তৃণমূলের বিএলএরা তা পূরণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। তার ফলেই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে দুশ্চিন্তা তৃণমূলের কেটেছে বলে মনে করছেন দলের নেতারা।

গাড়ি দুর্ঘটনায় এখনও অধরা অভিযুক্তরা

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহানের মামলার অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়িতে ট্রাকের ধাক্কার ঘটনায় পরতে পরতে রহস্য দানা বাঁধছে। ঘটনার দীর্ঘ ৩৬ ঘণ্টা পর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভোলানাথ ঘোষ। জানা গিয়েছে, ন্যাজাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগপত্রে প্রথমেই শেখ শাহজাহান, তাঁর স্ত্রী তসলিমা বিবি, গফফর শেখ, সাবির আলি মোল্লা, ছয়রাপ মির, আবুল কাহার মোল্লা, আবদুল আলি মোল্লা ও নজরুল মোল্লার নাম রয়েছে। এই ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ভোলানাথ নিজেই। তাই ঘটনার দীর্ঘক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও কেন তাঁদের তরফে মামলা রুজু করা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল।

সূত্রের খবর, খুন ও খুনের চেষ্টার ধারাতেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, শেখ শাহজাহানের পরিকল্পনাতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। শাহজাহানের স্ত্রীর নাম উল্লেখের কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে, শাহজাহান তাঁর স্ত্রীকে প্রথমে এই পরিকল্পনার কথা জানান। তারপরই বাকিদের সঙ্গে মিলে পরিকল্পনা সাজান। যদিও এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তবে ঘাতক লরির চালক আবদুল আলি মোল্লা, নজরুল মোল্লা সহ বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, গাড়িটিতে ধাক্কা মারার পর নজরুল মোল্লার বাইকে চেপেই পালিয়ে যায় আবদুল। সূত্রের খবর, জেলবন্দি শাহজাহানের সমস্ত কিছু দেখাশোনা করতেন আলি। এদিকে ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ এখন তদন্তের মূল হাতিয়ার পুলিশের। অকুস্থলে কোনও সিসি ক্যামেরা নেই তাই মালঞ্চ থেকে সরবেরিয়া পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ন্যাজাট থানার পুলিশ ও ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে যায়। সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ভোলানাথের চার চাকার গাড়ি ও ঘাতক লরিটির ফরেন্সিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। কোন কোন অংশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। ইতিমধ্যে ভোলানাথের ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, গুরুতর আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

ইডি-সিবিআইয়ের মামলায় অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ। তাঁর বয়ান থেকেই বেশ কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়েছিল তদন্তকারীদের কাছে। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, ২০১৬ সালে আসানসোলের কয়লা ব্যবসায়ীর থেকে কয়লা কিনে ইট-ভাটায় বিক্রির ব্যবসা শুরু করেছিল শাহজাহান। ২০১৭ সালে পার্টনারশিপে মাছের ব্যবসা, ২০১৮ সালে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেছিল শাহজাহান। কীভাবে শাহজাহানের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছিল, তা খোলসা করেন ভোলানাথ। একসময় শাহজাহানের সমস্ত হিসেবনিকেশ থাকত তাঁর কাছে।

লরির চালকই দেখাশোনা করতেন সব, অভিযোগ

বিডিও'র শুনানি ঝুলেই

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : শূন্য পেয়েও বিডিও হয়েছেন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। এই সংক্রান্ত মামলা দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতা হাইকোর্টে ঝুলে রয়েছে। একাধিকবার মামলাটি শুনানির জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে তালিকাভুক্ত হলেও তা শুনানির জন্য ওঠেনি। বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলেও তা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের তরফে। যদিও মূল মামলাকারীর তরফে আইনজীবী আগামী সপ্তাহেই শুনানির জন্য আবেদন করেন। তবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানুয়ারিতে ফের মামলাটি শুনানির আশ্বাস দিয়েছে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ সহ একাধিক বিষয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল বহু বছর আগে। সেই সূত্রেই বিতর্কিত বিডিওর নিয়োগের বিষয়টিও উঠে আসে। অভিযোগ, সাদা খাতায় চাকরি হয়েছিল প্রশান্তর। শূন্য পেয়েও ডব্লিউবিসিএস উত্তীর্ণদের তালিকায় নাম ছিল তাঁর। মামলাটি বহু বছর শুনানির জন্য ওঠেনি। কিন্তু দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনের ঘটনার পর নতুন করে বিডিওর নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাটি শুনানির জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। তারপর একাধিক বার শুনানির তালিকা ভুক্ত হলেও আদালত নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ায় শুনানি হয়নি। এদিন মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে।

নিয়োগে অনিয়মের মামলা

মূল আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, 'এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অপরাধীরা স্বস্তি পেয়ে যাচ্ছেন।'

বারাসত আদালত থেকে বিডিওর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তাঁর আগাম জামিন বাতিল চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ সম্প্রতি এই মামলাটি শুনানিতে উঠলে কেস ডায়েরি তলব করেছেন। ১৬ ডিসেম্বর মামলাটির শুনানিও হবে।

অনিকেত আরজি করেই, সুপ্রিম নির্দেশ

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টেরই নির্দেশ বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ নয়, অনিকেতকে পোস্টিং দিতে হবে আরজি করেই। দু-সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে নির্দেশ কার্যকর করার কথা বলেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চ। তারপরই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন অনিকেত সহ আরজি কর আন্দোলনের অন্য প্রতিবাদী চিকিৎসকরা।

কাউন্সেলিং অনুযায়ী পোস্টিং না পাওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনিকেত। একক বেঞ্চ ও ডিভিশন বেঞ্চ উভয়পক্ষই অনিকেতকে আরজি করে বহাল রাখার নির্দেশ দেয়। তার

পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি ফাইল করে রাজ্য। তবে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি শীর্ষ আদালত। তবে এখনই পোস্টিং পাবেন বলে মনে করছেন না অনিকেত। বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা হবে বলেও সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, রাজ্য প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাই তিনি আশা করছেন দেরিতে হলেও বোধোদয় হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে তাঁকে আরজি করের অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগে পোস্টিং দেওয়ার দাবি করেছেন অনিকেত। তিনি বলেন, 'প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে। এর আগে কোনও মামলায় এরকম ঘটনা নিয়ে রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বলে আমার মনে পড়ছে না।' সুপ্রিম নির্দেশকে সাধুবাদ জানিয়েছেন চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া। তিনি বলেন, 'রাজ্যের উচিত, এই ধরনের অন্যায় যেন ভবিষ্যতে না ঘটে সেদিকে নজর দেওয়া।'

বিধানসভার শীত অধিবেশন এখনও অনিশ্চিত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : রাজ্যে এসআইআরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত শাসক ও বিরোধী বিধায়করা সকলেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং তাঁর মন্ত্রী-বিধায়কদের এসআইআর-এর কাজ দেখতে নিজের এলাকাতেই থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই অবস্থায় রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শীতকালীন অধিবেশন ডাকা হয়। অথচ এবার ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহও প্রায় শেষ হতে চলল। কিন্তু শীতকালীন অধিবেশন নিয়ে কোনও সাড়াশব্দ নেই। এমনিতেই রাজ্য সরকার অধিবেশনের জন্য বিল, প্রস্তাব ও অন্যান্য কোনও বিষয় থাকলে বিধানসভার অধ্যক্ষকে জানালে অধিবেশন ডাকা হয়। এবার এখনও রাজ্য সরকার অধ্যক্ষকে কিছু জানায়নি। ফলে এবার শীতকালীন অধিবেশন ডাকার বিষয়টি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অনিশ্চিতই থেকে গিয়েছে।

এই নিয়ে এদিন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও মন্তব্য করেননি। তৃণমূল পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষও জানিয়েছেন, শীতকালীন অধিবেশনের প্রস্তুতি শুরু করার ব্যাপারে তাঁর কাছে এখনও কোনও নির্দেশ আসেনি।

অথচ আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে এই শীতকালীন অধিবেশনই শেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হওয়ার কথা। আগামী জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে কয়েকদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট অধিবেশন হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে শীতকালীন অধিবেশন এবার না বসলে সপ্তদশ বিধানসভার আর কোনও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হবে না।

এই নিয়ে অবশ্য সরকার, বিরোধীপক্ষ ও বিধানসভার সচিবালয়ের কেউই কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। বিধানসভার সচিবালয়ের দু-একজন আধিকারিক অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, এসআইআর-এর কাজ শেষ হয়ে এলে দু-তিন দিনের জন্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন ডাকা হলেও হতে পারে।

রানি আমার... বৃহস্পতিবার কলকাতার মল্লিকঘাটে। ছবি- রাজীব মণ্ডল

যৌন সম্পর্কে নাবালিকার সম্মতি নয়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : 'প্রেমের সম্পর্ক থাকলেই যৌন সম্পর্কে সম্মতি দিতে পারে না নাবালিকা', একটি পকসো মামলায় এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। তবে নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে যৌন সঙ্গমের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রেমিকের যাবজ্জীবন সাজা বহাল রেখেছে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'নিযাতিতা নাবালিকা। তাই সে বৈধ ও আইনত প্রয়োগযোগ্য সম্মতি দিতে অক্ষম ছিল।' একজন নাবালিকা যৌন সম্পর্কের পরিণতি সম্পর্কে নাও জানতে পারে। অভিযুক্তের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল নাবালিকার। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়ে নাবালিকা। এই ঘটনাতেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ও পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। এই নির্দেশের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিযুক্ত।

আদালত সূত্রের খবর, নাবালিকার সঙ্গে অভিযুক্ত প্রেমিক ২০১৪ সালে সম্পর্কে জড়ান। ২০১৬ সালে তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। তখন নাবালিকার বয়স মাত্র ১৪ বছর। ২০১৭ সালে নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। বিষয়টি প্রকাশ্যেই আসতেই অভিযুক্ত গর্ভস্থ সন্তানের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। পরবর্তীতে নিযাতিতা একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। তারপরই নাবালিকা ও তাঁর পরিবার থানায় মামলা দায়ের করে। হাইকোর্টে এই মামলায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, অভিযুক্ত যে নিযাতিতার সন্তানের বাবা নয়, তা অস্বীকার করা যায় না। নিযাতিতার বয়ান ও ডিএনএ রিপোর্ট সহ একাধিক প্রমাণ স্পষ্ট করেছে, নিযাতিতার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল অভিযুক্তের। যদিও অভিযুক্তের আইনজীবীর দাবি, নিযাতিতার বয়স স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়নি। কিন্তু আদালতের যুক্তি, মামলা চলাকালীন অভিযুক্ত বয়স নিয়ে কোনও আপত্তি তোলেনি। তাই নিম্ন আদালতের রায়কেই বহাল রেখে হাইকোর্টের তরফে স্টেট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিতে বলা হয়েছে। অভিযুক্তকেও অতিরিক্ত ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ওই রায়ে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত যদি জামিনে মুক্ত থাকে. তাহলে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করে যাবজ্জীবনের সাজা কার্যকর করতে হবে।

পকসো মামলায় পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

গোয়ালপোখরের ডাক্তারি পড়ুয়াকে অবিলম্বে ভর্তি করতে নির্দেশ

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : 'দরিদ্র কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা প্রান্তিক শ্রেণির অন্তর্গত পড়ুয়ার মেধাকে উৎসাহিত করতে হবে', উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের এক ডাক্তারি পড়ুয়ার মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর পর্যবেক্ষণ, 'প্রান্তিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা পড়ুয়ার এগিয়ে আসার লড়াইকে উৎসাহিত করতে হবে। আদালত এই বিষয়টি গুরুত্ব দেয়।' আবেদনকারী ওই পড়ুয়াকে অবিলম্বে তাঁর বরাদ্দ আসনে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। তিনি নির্দেশ দেন, ওই পড়ুয়ার ভর্তির পর ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল কমিটি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ করবে। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন ও মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটি এই বিষয়ে যথোপযুক্ত সহযোগিতা করবে।

ইসলামপুর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে আবেদনকারী নাহিদ আলমের বাড়ি। কৃষক পরিবারে বেড়ে ওঠা নাহিদের ছোট থেকেই লড়াই ছিল আর্থিক সংকটের বিরুদ্ধে। চলতি বছর নিটে বসে জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তির সুযোগ পান তিনি। কিন্তু ভর্তি ও পড়াশোনার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ধার্য ছিল। সুদূর গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে জানতে পারেন, বজবজ নয়, তাঁকে এসএসকেএমে একলপ্তে ২৫ লক্ষ টাকা ড্রাফটে দিতে হবে। কিন্তু চেকের মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে আসনটি সংরক্ষণ রাখতে চান তিনি। কিন্তু তা না হওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নাহিদ। তাতেই এদিন রায় দিয়ে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'একজন যোগ্য প্রার্থী কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের কারণে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারেন না। সংবিধানের অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল অংশের উত্থান ঘটানো। তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আবেদনকারী সাংবিধানিক সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।'

প্রান্তিক শ্রেণির মেধাকে উৎসাহ দেওয়ার পরামর্শ হাইকোর্টের

বিক্ষোভে পর্যবেক্ষক

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : ফের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় এসআইআর-এর কাজ সরেজমিনে দেখতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগান। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ফলতায় গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মুরুগান। ফিরে এসে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলকাতায় সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি। তবে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানা বা মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে এখনও পর্যন্ত লিখিত কোনও অভিযোগ জানাননি মুরুগান। সন্ধ্যায় ফলতার ঘটনা সম্পর্কে রাজ্যে রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশ। মানুষ বিক্ষোভ দেখাতেই পারে। সেটা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার। দেখতে হবে আমরা কাজটা করতে পাচ্ছি কি না?'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার এসআইআরের কাজ দেখভাল করার দায়িত্ব মুরুগানের। সেই সূত্রেই বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ ফলতা বিডিও অফিসে যান তিনি। বিডিও অফিসে বসেই ভোটার তালিকা নিয়ে বিডিও শানু বক্সীর সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে বিডিওকে সঙ্গে নিয়েই দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি বুথ পরিদর্শনে যান। এই সময়ই স্থানীয় কিছু মহিলা তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

৩০ লক্ষ ভোটারের 'নো ম্যাপিং'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : রাজ্যে এসআইআর-এর নাম নথিভুক্তিকরণের শেষদিনে ভোটার তালিকা থেকে ৫৮ লক্ষের কিছু বেশি নাম বাদ পড়তে চলেছে। তবে এর বাইরেও পারিবারিক সম্পর্কে কোনওরকম যোগসূত্র খুঁজে না পাওয়ায় আরও ৩০ লক্ষ নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা। এরই সঙ্গে সেলফ ম্যাপিং ও প্রোজিনি ম্যাপিংয়ের সূত্রে যে ৮৮ শতাংশের বেশি নাম নথিভুক্ত হয়েছে, তা থেকেও যাচাইয়ের পর কয়েক লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করছে কমিশন। সব মিলিয়ে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ১ কোটির মতো নাম বাদ পড়তে পারে। এদিনও উলুবেড়িয়ায় দলীয় সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ১ কোটি নাম বাদ যাচ্ছে বলে ফের দাবি করেছেন।

বৃহস্পতিবার রাত ১২টার পর বিএলও অ্যাপে নতুন করে আর কোনও নাম নথিভুক্ত করা যাবে না। তবে নথিভুক্ত নামের তথ্য সংশোধনের সুযোগ থাকবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা। মানুষ জানতে চায় খসড়া ভোটার তালিকা থেকে কত নাম শেষ পর্যন্ত বাদ পড়তে চলেছে? শুনানিতে ডাক পাবেন কারা? কমিশনের সাফ কথা, মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট এবং নিখোঁজ বলে চিহ্নিত মোট ৫৮ লক্ষের কিছু বেশি খসড়া ভোটার তালিকায় থাকবে না। যারা শুরুতেই 'নো ম্যাপিং' হয়ে গিয়েছেন, সেই ৩০ লক্ষ ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হতে পারে। এমনকি যাঁরা ইতিমধ্যেই সেলফ ম্যাপিং ও প্রোজিনি ম্যাপিংয়ে চিহ্নিত, তাঁদের নথিতে কোনও গণ্ডগোল থাকলে তাঁদেরকেও শুনানিতে ডাকা হতে পারে। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা ৪০ লক্ষের বেশি লোক ডাক পেতে পারে এমনটাই মনে করছে কমিশন।

কাদের শুনানি

- যারা শুরুতেই 'নো ম্যাপিং' হয়ে গিয়েছেন, সেই ৩০ লক্ষ ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হতে পারে
- যাঁরা ইতিমধ্যেই সেলফ ম্যাপিং ও প্রোজিনি ম্যাপিংয়ে চিহ্নিত, তাঁদের নথিতে কোনও গণ্ডগোল থাকলে তাঁদেরকেও শুনানিতে ডাকা হতে পারে
- সব মিলিয়ে ৪০ লক্ষের বেশি লোক ডাক পেতে পারে এমনটাই মনে করছে কমিশন

ফর্ম জমা কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় এই মুহূর্তে কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্বাচনি দপ্তরে দফায় দফায় জমা পড়া নথি যাচাইয়ের কাজ চলেছে। দফায় দফায় এই তথ্য যাচাইয়ে নাকাল হতে হচ্ছে বিএলওদেরও। বুধবারই বিএলও অ্যাপে নথুন একটি অপশন যুক্ত হয়েছে। যার নাম 'বিএলও মম'। এরপর এদিন আরও একটি নতুন অপশন যোগ করে পূরণ করা ফর্মের তথ্য আবার যাচাই করে দেখতে বিএলওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এই নির্দেশে ক্ষুব্ধ বিএলওদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, বারবার এই তথ্য যাচাই করার নির্দেশ দিয়ে কমিশন তাঁদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করছে।

যদিও এ ব্যাপারে সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'আমরা চাই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে নির্বাচন কর্মী যেন বিপদে না পড়েন। সে কারণেই এই সংশোধন করার সুযোগ। তবে তারপরেও যদি ভুল থাকে তার জন্যে আইনানুযায়ী শাস্তি পেতে হবে।'

লাভ-ক্ষতির রিপোর্ট

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : রাজ্য সরকারের প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও কর্পোরেশনের গত তিন আর্থিক বছরের লাভ ও লোকসানের হিসাব পেতে চায় নবান্নের অর্থ দপ্তর। চলতি মাসের ২৪ তারিখের মধ্যে তাদের এই আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থ দপ্তরকে পেশ করতে বলা হয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট পোর্টালে আয়-ব্যয়ের হিসাব আপলোড করার পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্য পরিসংখ্যান দিতে সক্ষম একজন নোডাল অফিসারের নামও জানাতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নবান্নে অর্থ দপ্তরের এই সংক্রান্ত সার্কুলার (নম্বর ১৩০৬-এফবি) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রধান সচিব ও সচিবদের পাঠানো হয়েছে।

এদিন জারি করা সার্কুলারে এও জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির আগামী ২০২৬-২০২৭-এর বাজেট পরিকল্পনায় এই হিসাবনিকাশকে কাজে লাগানো হবে। অর্থাৎ, প্রধান ৩০টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আগামী পরিকল্পনা কীভাবে স্থির করা হবে, তার ওপর তাদের গত তিন আর্থিক বছরের লাভ-লোকসান নির্ভর করবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২০৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

থারুর-কাঁটা

চার বছর পর ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফর নিয়ে যত না হইচই, তার দশগুণ বেশি শোরগোল হচ্ছে রুশ প্রেসিডেন্টের সম্মানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নৈশভোজ নিয়ে। বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ভারতে এলে তাঁর সম্মানে রাষ্ট্রপতির নৈশভোজের আয়োজন দীর্ঘদিনের প্রথা। কিন্তু শোরগোলের কারণ অন্য। ওই নৈশভোজে বিরোধী নেতাদের কাউকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বিরোধী মহলের মধ্যে একমাত্র আমন্ত্রিত ছিলেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে কিন্তু নৈশভোজের আমন্ত্রণ পাননি। স্বভাবতই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা পদমর্যাদার দিক থেকে একজন পূর্ণমন্ত্রীর সমান। বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান এলে সরকারের কর্মসূচিতে বিরোধী নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ রাখার প্রথা আছে। কিন্তু রুশ প্রেসিডেন্ট ভারতে থাকাকালীন রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাতের কর্মসূচি রাখা হয়নি ও রাষ্ট্রপতির নৈশভোজে নিমন্ত্রণ জানানো হয়নি। একইভাবে ব্রাত্য রাখা হয়েছে রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা খাড়গেকে।

রাহুল-মল্লিকার্জুন যেখানে ব্রাত্য, সেখানে শশী থারুরকে এত খাতির নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। থারুরের বক্তব্য, সংসদের বিদেশ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কেন আর কেউ আমন্ত্রণ পাননি, তিনি জানেন না। তবে তাঁরা থাকলে ভালো হত।

থারুর যাই বলুন, আদতে তিনি বহুদিন ধরে মোদির পছন্দের মানুষ। লন্ডনে জন্ম, মুম্বইয়ে মানুষ, ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলের প্রাক্তনী তিনি। থারুর শুধু ২০০৯ থেকে লোকসভার সদস্য নন, তিনি একাধারে প্রাক্তন আমলা, আন্তর্জাতিক কূটনীতিক, বিশিষ্ট লেখকও। নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, গার্ডিয়ান সহ আন্তর্জাতিক মানের পত্রপত্রিকার কলামনিস্ট তিনি। রাষ্ট্রসংঘের গুরুত্বপূর্ণ পদেও কাজ করেছেন। অপারেশন সিঁদুরের পর কেন্দ্র প্রচারের উদ্দেশ্যে যে ক'টি সাংসদ দল তৈরি করেছিল, তার মধ্যে থারুরের দলটিকে দেওয়া হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিতে যাওয়ার ভার।

রাহুলের অভিযোগ, অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা এলে সরকারই বিরোধী নেতার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের আয়োজন করত। মোদি জমানায় সেই প্রথার লঙ্ঘন হচ্ছে। এই আমলে রাহুল কখনও বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি। বিজেপি অবশ্য রাহুলের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিজেপির দাবি, মোদি জমানাতেই শেখ হাসিনা সহ চার বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ রাহুল পেয়েছিলেন। আবার আমন্ত্রণ পেয়েও সরকারি বহু অনুষ্ঠানে রাহুল গরহাজির থেকেছেন।

রাষ্ট্রপতি পদে রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি পদে কেপি রাধাকৃষ্ণনের শপথে আসেননি রাহুল। সুতরাং রাহুলের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মনে করে বিজেপি।

রাষ্ট্রপতির নৈশভোজে হাজির থাকার পর পুরো অনুষ্ঠান এবং রুশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন থারুর। তবে কেন্দ্রের আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ এবং পবন খেরা। অতীতে এমন নজির নেই বলে তাঁদের অভিমত। একইসঙ্গে থারুরের নিন্দা করেছেন তাঁরা। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়েও তাঁরা সন্দিহান।

বেশ কিছুদিন ধরে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদের প্রতি মোদি সরকারের দুর্বলতা লক্ষ করা যাচ্ছে। থারুরও কখনও প্রকাশ্যে মোদির প্রশংসা করছেন, আবার কখনও কোনও ইস্যুতে কংগ্রেসের সমালোচনা করছেন। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিদেশে প্রচারের পর মোদির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন থারুর। শশী থারুর বলেই এআইসিসি এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

প্রতিনিয়ত থারুরের আচরণে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিড়ম্বনায় পড়লেও তাঁকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। কারণ একটাই, কংগ্রেস কোনও ব্যবস্থা নিলে থারুর হয়তো বিজেপিতে চলে যাবেন। তাই চরম অপমান হজম করেই থাকতে হচ্ছে কংগ্রেস হাইকমান্ডকে। কিন্তু তাতেও কি শেষ রক্ষা হবে?

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই একমাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

শোক এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি

সময়ের সঙ্গে শোকজ্ঞাপনের রীতি বদলায়। শোকবিস্মৃত হতে পারে বলেই মানুষ পুনরায় কাজে ফিরতে পারে।

সন্দীপন নন্দী

বিংশ শতাব্দীতে শোকের আয়ু বড়জোর এক বছর। আমি জানি দুঃখের ডালি আজও উজাড় হয়নি কিন্তু একদিন হবে।

-- নাজিম হিকমত

আসলে শোক এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিসম। অতর্কিতে গলে যেতে পারে, অচিরে ভেঙে যেতে পারে। তবু শোক যে প্রকাশ পাবেই ইহাও অনিশ্চিত, সম্ভবের অতীত। কারণ শোক দোকানশোভিত পণ্য নয় বরং একান্ত ব্যক্তিগত। পরম সন্তাপে অনন্য আত্ম অনুভূতিই শোক। যা সহসা প্রচ্ছন্ন, কদাপি প্রকট। যার উন্মেষে ফালাফালা হয় আনন্দ, উৎসব ও উপলব্ধি। অথচ শোকপ্রকাশের ন্যারেটিভ নিয়েও সমাজে সমালোচনা অশেষ, অব্যাহত, অন্তহীন। দেখা যায় সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত শোকপালনও পারিপার্শ্বিক অভিযোগে বৃহৎ এবং বড় হয়ে ওঠে, 'লোকে কী বলবে'! শ্মশানফেরত ক্রন্দনহীন আশ্চর্য জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও জিজ্ঞেস করা হয়, 'বাবার জন্য দুঃখ হয় না?' আর এভাবেই সদ্য শোকের বাড়িতে অনুতাপের মহৎ ইন্টারভিউ চলে। অথচ শোকজ্ঞাপনও যে এক পাক্ষিক অভিব্যক্তি এবং যার ক্ষণিক বিচ্যুতিতেই দুঃখরা মুহূর্তে ফাঁপা ও ফাঁকা নিয়মরক্ষার নাটক হয়ে যায়, এ তো মনস্তত্ত্বের গহন বিষয়। কিন্তু শোককালে কাউকে জোর করে কাঁদানো যেমন অনভিপ্রেত, তেমন কেউ অঝোর নয়নে কাঁদছেন, তাঁকে বিরত করাও বিশেষ বীরত্ব নয়। অথচ প্রতিটি মৃত্যুপরবর্তী সময়ে কাছের মানুষেরা দূরের মানুষেরই অংশ হয়ে যান, যা সর্বৈব সত্য এবং জন্মমৃত্যুর মাঝে অপেক্ষমাণ নিয়তির এক অদৃশ্য সেতুমাত্র। কিন্তু কালে কালে শোক সম্পর্কে মানুষের প্রভূত ভাবা প্র্যাকটিসের অন্ত নেই।

তাই গভীর শোক প্রাপ্তির পল অণুপল পেরিয়ে স্বাভাবিক হতে হবে, মূলস্রোতে ফিরতেই হবে বলে পাড়াপড়শি, অফিস কলিগের যে দাবি ওঠে তা ক্রমে অমানবিক, অসহনীয় হয়ে যায়। আদতে অনুপস্থিতির শিল্পে কেউ তো কারও বিকল্প হতে পারে না। ফলে দিনশেষে বিপুল পৃথিবীর সকলেই অপূর্ব একা হয়ে রয়।

এখন প্রশ্ন, শোক অস্তিত্বের কী বিশিষ্ট সময়সারণি হয়? নাকি শোকের উদযাপন এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকম? আসলে শোককে সময়ের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকতার তত্ত্বে বাঁধা অর্থহীন। বরং দুঃখ-ভয়-সংকট হতে প্রত্যাবর্তনের পরও যদি জীবনে শোক ফিরে ফিরে আসে, যদি নবফাল্গুনের প্রথম দিনে চলে যাওয়া মানুষটিকে বেশি বেশি তবু মনে পড়ে, তাঁদের আসতে দাও। কিন্তু এভাবে বলপূর্বক শোক উদযাপনে হৃদয় বিক্ষিপ্ত পাপই দিয়ে যায়, যা একপ্রকার ট্র্যাজেডি। কেননা আমাদের জীবনে ছোট ছোট সুখ আছে আনন্দ নেই। দুঃখ আছে গভীর বিষাদ নেই। তাই মিলন ও বিচ্ছেদের মাঝে যে সুর বাজে, তাহার নাম হয়তো অ্যাডজাস্টমেন্ট।

এদিকে, অযুত জিজ্ঞাসা অতুল শোকেও মুহ্যমান অবলীলায় প্রশ্নবাণ ছুড়ে দেয়। কী? বন্যার পর নাগরাকাটায় অলিগলি বাড়িতে কী দীপাবলির মোম জ্বলেছিল এবার? মিরিক, সুখিয়াপোখরির ধসবিধ্বস্ত পাহাড়ি গ্রামে নেপালিদের ঢাইসু পরব হল কী প্রবল সমারোহে? তমান্নার গ্রাম কালিগঞ্জে কী গত মহরমে তাজিয়া বেরিয়েছিল? এই নিত্যশোকের পরিমার্জন আদৌ সম্ভব নাকি স্রেফ মরণকে 'তুঁহু মম শ্যামসমান' ভেবেই স্বর বদলায় নীরবতা? তাই উৎসবঋতু এলেই সকলের বেশি বেশি প্রিয়মুখ মনে পড়ে। যেমন গত দশমীর বিসর্জনসন্ধ্যায় নদীর পাঁকে ডুবল বান্টি। বিনিদ্ররজনীর জলযুদ্ধে ডুবুরি বডি দিলেন আত্মীয়ের হাতে। সেই থেকে 'অমর রহে' লেখা বান্টির বাঁধানো ছবির তলেই দুর্গাপুজোর ক'দিন জ্বলে ওঠে অনির্বাণ মোম। শুধু দুর্ঘটনার বছর পুজোয় মাইক বাজেনি বান্টির পাড়ায়। তারপর যে-কে-সেই। বরং সে পাড়ায় আজ এক বিধুর বিস্মৃতির অতীব এক স্বাভাবিক নাম বান্টি। আসলে শোকের উৎসব এমনই। 'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'। কেউ লেখেন 'ন হন্যতে'। তবে অধিকতর চোখে পড়ে 'তুমি রবে নীরবে' লাইনখানি।

বেনারসের মণিকর্ণিকা ঘাটে শেষকৃত্যের ছবি। -ফাইল চিত্র

তো উৎসব মরশুমেও ঘরে ঘরে ফ্রেমবন্দি চিত্রগুলো এভাবেই মৃত মানুষদের বাঁচিয়ে রাখে। যে গোপন সন্তাপের উচ্ছ্বাস নেই উদযাপন আছে, আশ্বাস নেই আগ্রহ আছে। তাইতো শীতের সকাল হয়, খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রাদ্ধের বিজ্ঞাপন দর্শনে। সেদিন সে মৃত্যুই যেন বিশেষ সংবাদ হয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। শোকসংবাদেও মানবের আত্মগৌরব ঘোষিত হয়। তারপর বরষ ফুরায়ে যাবে, ভুলে যাবে। আর এসব দেখতে দেখতেই নিভৃতে শোকের বাজার তৈরি হয়েছে। যেথায় ক্রমে শোক বিক্রি হয় আর প্রাত্যহিক প্রাণের লাভ ও ক্ষতিরা জুড়ে যায় মরণগণিতে।

তবু জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে স্টিফেন কোর্টে অগ্নিদগ্ধ নাগরিকরা অনাত্মীয়ের মতো যেন দাঁড়িয়ে থাকে আজও। হে সহনশীল চারপাশ 'তাহাদের কথা' মনে পড়ে? অথবা লালকেল্লা বিস্ফোরণে শিরোনামহীন মর্গে প্রাণ গেল যে কন্যার অথবা আপেল বিক্রিরত সেই অখ্যাতভাই, যার হাত-পা ঝড়ের মতো উড়ে এল নিরুপদ্রব সন্ধ্যায়! মনে পড়ে? আচ্ছা একদা রেল দুর্ঘটনার গাইসাল, দোমোহনি বা রাঙ্গাপানির মৃতদেহের ভিড় থেকে একটি লাশের নামও কী মনে আছে আপনার? নেই। আসলে এককথায় প্রকাশিত নির্লিপ্ত উত্তরগুলো এভাবেই অহেতুক আছড়ে পড়ে। এটাই শোকবিস্মৃতির পরম ম্যাজিক ও রিয়ালিজম।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোকজ্ঞপনের রীতি ও শিরোনাম বদলায়। যে শোকের চিৎকার নেই, ছবি নেই, কলরব নেই, দখল নেই তার দৃশ্যমানতাও কমতে কমতে একসময় বিস্মৃতির ধূসরে মিশে যায়। তাই এতসব মৃতমুখের ছবিসারিরা ঘরের দেওয়ালে ঝুলে থাকে স্রেফ শোককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

কিন্তু মহৎ গ্লানি এই যে, পণ্যসামগ্রীর ন্যায় শোকেরও এক্সপায়ারি ডেট হয়। তথাপি বিস্ময় জাগে, যখন দেখি প্রিয়জন বিয়োগ পরবর্তী মাসেই বীতশোক পরিবারটি ডাল লেকের শিকারায় ভাসতে ভাসতে সেলফি তুলছে অহরহ। আসলে বিরল এ অস্বাভাবিকতাই তো স্পিরিট অফ লাইফ, জীবন ফেরতে উচ্চস্বরের জয়গান। যাকে আমরা মানতেই পারিনি আজীবন।

তবু এটাই সামগ্রিক বিস্মৃতিতে শোক ভুলে অনন্ত ভালো থাকার পাসওয়ার্ড। যে কাজ পারতেই হয় এবং যা ক্রিকেটে ছয় বলে তিরিশ রান করার মতো কঠিন ও অনিশ্চিত। তবু সেই অলৌকিক ব্যাটিং আমরা প্রতিদিন করছি তো করছিই। শুধু পার্থক্য এই যে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড পেরিয়ে কেউ শোক ভুলতে পারে কেউ বয়ে বেড়ায় চিরতরে।

তাই প্রতিটি শোকের আয়ু কেটেছেঁটে ওই ন'মাস ন'দিন। কারণ শোকবিস্মৃত হতে পারে বলেই মানুষ পুনরায় কাজে ফিরতে পারে, গুজরাটের মচ্ছু নদীতে সেতু বিপর্যয়ে বহু মানবের মৃত্যুর সাঁঝবেলাতেও পরকীয়ার আইনি অধিকার নিয়ে প্যানেল ডিবেটে বসতে পারে। হ্যাঁ ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই বাঁচার বিশল্যকরণী ও সন্তাপ হরণের অবিকৃত সঞ্জীবনী সুধা।

অথচ এর পরও মৃত্যু পরবর্তী নেপথ্যে লেখা হয় দুর্দান্ত এপিটাফ, গাঁথা হয় গান, মালা পায় মৃতপ্রেয়সীর ছবিরা। আর দেখতে দেখতে একদিন উন্মুখ প্রতিমা বিসর্জনের মতো শোকও জলে ডুবে যায়, দুঃখরা দ্রবীভূত হয়। সঙ্গে অনাদিকালের ওপার হতে সুভাষ-কাকিমারা বলে ওঠে, 'দুঃখকে স্বীকার কোরো না, মরে যাবে। মরতে হলে আনন্দের হাত ধরে মরো'।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

উৎসবঋতু এলেই সকলের বেশি বেশি প্রিয়মুখ মনে পড়ে। যেমন গত দশমীর বিসর্জনসন্ধ্যায় নদীর পাঁকে ডুবল বান্টি। বিনিদ্ররজনীর জলযুদ্ধে ডুবুরি বডি দিলেন আত্মীয়ের হাতে। সেই থেকে 'অমর রহে' লেখা বান্টির বাঁধানো ছবির তলেই দুর্গাপুজোর ক'দিন জ্বলে ওঠে অনির্বাণ মোম। শুধু দুর্ঘটনার বছর পুজোয় মাইক বাজেনি বান্টির পাড়ায়। তারপর যে-কে-সেই। বরং সে পাড়ায় আজ এক বিধুর বিস্মৃতির অতীব এক স্বাভাবিক নাম বান্টি। আসলে শোকের উৎসব এমনই।

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে জন্ম জনপ্রিয় অভিনেতা রজনীকান্তের।

২০০৫

সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আজকের দিনে প্রয়াত হন।

আলোচিত

আন্তর্জাতিক পড়ুয়াদের অনেকেই ক্লাসে সেরা হওয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর অভিবাসন সংক্রান্ত নানা বাধার মুখোমুখি হন। কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর তাঁদের ভারতে, চিনে কিংবা ফ্রান্সে ফিরে যেতে হয়। এটা খুবই লজ্জার বিষয়। হাস্যকরও বটে। আমরা এটা নিয়ে ভাবছি।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

উত্তরাখণ্ডের পাহাড়কে জঞ্জালমুক্ত করলেন রাশিয়ার এক তরুণী। চন্দ্রশিলা ট্রেকে গিয়ে হিমালয়ের নৈসর্গিক পরিবেশে পর্যটকদের ফেলে যাওয়া আবর্জনা দেখে তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি ট্রেক থেকে নামার পথে সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করেন। বললেন, 'এই দেশটাকে আমি খুব ভালোবাসি।'

ভাইরাল/২

ক্যানসারের কারণ ডিম? প্রশ্নের মুখে ভারতের নামকরা ডিম বিক্রয়কারী সংস্থা। ওই সংস্থার ডিমে ক্যানসারের রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে বলে সামাজিক মাধ্যমে দাবি একটি চ্যানেলের। যদিও সংস্থাটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তাদের পণ্য দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নির্ধারক কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত।

জনমন জনমত

সম্বোধনের সহজ শর্টকাট

সম্বোধনেরও স্বভাব থাকে একথা আমরা বহুদিন আগেই ভুলে গিয়েছি। আজকাল যাকে সামনে পাওয়া যায়, তাকে 'দাদা' বলে দেওয়া যেন এক অদ্ভুত সামাজিক শর্টকাট। ভাবনা নেই, বিচার নেই- মুখের ডগায় উঠে আসা এক আধিপত্যবোধের সম্বোধন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেরোসিন-শিখার যে মূর্খামির কথা লিখেছিলেন, সেটিই যেন আমাদের এই সময়ের রীতির নিখুঁত প্রতিচ্ছবি- 'কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে/ ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।/ হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা/
কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা!'

শিখার আলো এক, অথচ অহংকারের মাত্রা আকাশ-পাতাল। প্রদীপকে ভয় দেখায়, আর চাঁদকে দেখেই হঠাৎ আত্মীয়তা জাহির- এই দ্বিচারিতা আজও আমাদের কথাবার্তায় অমলিন।

আমাদের সমাজে 'দাদা' শব্দটি যেন সাংস্কৃতিক জাদুচাবি। বাঙালি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র না দেখলেও তাঁকে 'মানিকদা' বলতে পারলেই মনে করে এবার শিল্পের পরীক্ষায় আর আলাদা পড়াশোনা লাগবে না। দেবব্রত বিশ্বাস হয়ে যান 'জর্জদা', সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হয়ে যান 'পুলুদা'। আর গুণী নারীরা স্বভাবতই হয়ে ওঠেন 'মোহরদি', 'রিনাদি'।

এই সম্বোধনের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক ধরনের অলস আত্মতৃপ্তি - গুণের সাধনায় অংশ না নিয়েও গুণীর সঙ্গে কৃত্রিম আত্মীয়তা সাজিয়ে নেওয়া। কেবল নাম ধরে ডাকলেই মনে হয়, যেন তাঁর মহিমার একটু অংশ নিজের গায়ের উপর লেপে নিলাম।

আজকাল আবার এই অভ্যাস বাঙালির প্রথাগত বেড়া টপকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মুখ দেখে বিচার তো বহুকাল আগেই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। এখন সুযোগ পেলেই 'দাদা' আর ভুল করলে 'দাগা' - দুটোই প্রায় সমান সহজ।

গুণ, যোগ্যতা, চরিত্র এসবের বদলে সম্বোধনের সহজ শর্টকাটেই এখন অনেকের সামাজিক পরিচয় তৈরি হচ্ছে। যেন বললেই হল 'তুমি দাদা' এবং সেই মধ্যবর্তী হাওয়া-ভরা সম্বোধনের ভেতরেই নিজের মর্যাদা কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া।

অলোক দাস, ক্রান্তিহাট, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

আরব্য রজনীর সেই খুদে পাঠকের সন্ধানে

ছোটরা আজও কল্পনার জগতের বাসিন্দা হতে ভালোবাসে। শুধু তাদের সেখানে পৌঁছানোর রাস্তাটা দেখাতে হবে।

সাহানুর হক

'এই ছেলেটা/ নাম কিরে তোর?/ আমি বললাম/ ফুসমন্তর।'— কবি জয় গোস্বামীর লেখা 'মেঘবালিকার জন্য রূপকথা' কবিতার থেকে এই স্তবকটি খাপ খাওয়ানো যায় এক প্রজন্ম পিছনে কোচবিহার জেলার একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নিয়মিত কিছু শিশু-কিশোর পাঠকদের ক্ষেত্রেও। যারা রোজ সেই গ্রন্থাগারে এসে গ্রন্থাগারিকের কাছে একটিমাত্র বইয়ের খোঁজ করত আর বলত, 'আরব্য রজনী'র গল্প বইটি কোথায় রেখেছেন স্যর? একদিন গ্রন্থাগারিক জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রন্থাগারের এতসব বইয়ের মধ্যে থেকে তোরা এই বইটিই কেন পড়িস বল তো? কি এমন আছে এতে?' প্রশ্নে ওদের প্রত্যুৎপন্ন উত্তর ছিল, 'এখানে উড়ন্ত গালিচা আছে, জিন আছে, গুহার ভিতর গুপ্তধন আছে, আর আছে বিশালাকার দৈত্যদের রূপকথা। তাই আমাদের এই বইটিই ভালো লাগে পড়তে।'

আরব্য রজনী'র এইরকম খুদে পাঠক সেই সময়ে শুধু কি কোচবিহারের একটিমাত্র গ্রন্থাগারেই ছিল? আজ এক প্রজন্ম পেরিয়ে বর্তমান সময়ে গ্রন্থাগারের ভিতরে থেকে মনে হয়, নিশ্চয়ই এইরকম খুদে পাঠক ছিল গোটা জেলাজুড়ে, জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারে, দুই দিনাজপুরে, মালদা-মুর্শিদাবাদে, অথবা ছিল নদিয়া-কলকাতাও কিন্তু প্রশ্ন হল, এখন তারা কোথায়? সহজ কথায় কেন নেই বর্তমান প্রজন্ম গ্রন্থাগারে? কেন নেই 'আরব্য রজনী' নিয়ে বর্তমান সময়ের শিশু-কিশোরদের মধ্যে সেই উত্তেজনা? কেন নেই সেকেলে খুদে পাঠক আজ কোথাও?

আজকের শিশুকুল জন্ম থেকেই প্রযুক্তি পরিবেষ্টিত। মোবাইল, ট্যাব, অনলাইন গেমস ও শর্ট ভিডিও— এগুলোই তাদের জীবনে প্রধান বিনোদনের উৎস হয়ে উঠছে দিন-দিন। ৩০ সেকেন্ড অথবা ১ মিনিটে যা পাওয়া যায়, তার জন্য ৩০০ পাতার গল্প পড়ার ধৈর্য শিশুদের মধ্যে নেই এখন। কল্পনার জগত ফিকে হয়ে আসছে ধুমকেতু বেগে। আমেরিকার সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (এপিএ)-এর একটি গবেষণা বলছে, ২০ শতাংশেরও কম মার্কিন কিশোর-কিশোরী নিজেদের আনন্দ ও মন ভালো রাখার জন্য বই পড়ে। পরিসংখ্যান দেখে ভয় হয়— মার্কিন দেশের পড়াশোনায় গ্রন্থাগার থেকে স্কুলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নত হওয়ার পরেও যদি ৮১.৬% স্মার্টফোন ব্যবহারকারী পরিবারের কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের বই আবদ্ধ করতে পারছে না, তাহলে ভারতের প্রায় ৮৬% স্মার্টফোন ব্যবহারকারী পরিবারের কিশোর-কিশোরীর মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্স কী হতে পারে?

তবে পরিবারের প্রতিটি মানুষের মধ্যেও তো বই পড়ার অভ্যাস কমেছে। অথচ সবাই চাই সন্তানের মধ্যে দ্রুত তথ্য-জ্ঞানের সঞ্চার হোক। একদিকে সন্তানের মধ্যে গল্পপাঠের ধৈর্য ও অনুভূতির বিকাশ নিয়ে ভাবার সময় নেই। অন্যদিকে স্কুলের পরীক্ষামুখী ও প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা 'গল্প সংস্কৃতি'কে আংশিক দুর্বল করে তুলছে রীতিমতো। এমনকি গ্রন্থাগারকর্মীর অভাব বহু সংখ্যক গ্রন্থাগারের সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতি দুটোই কেড়ে নিয়েছে সমানভাবে। এই মুহূর্তে একটি প্রশ্ন অবশ্যই উঠে আসে, তাহলে কি আর গ্রন্থাগারে আরব্য রজনী'র পাঠক পাওয়া যাবে না কখনোই? উত্তর হল, যাবে। তবে তার জন্য দরকার প্রতিটি সচল গ্রন্থাগারে গল্প বলার আসর, শিশু-কিশোরদের জন্য গল্প অথবা কবিতা পাঠ অনুষ্ঠান, 'আরব্য রজনী' নিয়ে অভিনয় বা নাট্যরূপ, 'অডিও বুক' ও 'ডিজিটাল স্টোরি টেলিং' ইত্যাদির সুব্যবস্থা। তাহলেই হয়তো আবার কোনও গ্রন্থাগার হয়ে উঠতে পারে কোনও খুদে পাঠকের কাছে 'আরব্য রজনী'র ঠিকানা।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১৬

পাশাপাশি : ১। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি ৩। আকাশের চাঁদ ৫। নির্বিবাদে কষ্ট সহ্য করা ৬। অপবিত্র বস্তু ৮। বাঁকা কথা, উপহাস, আড় চাহনি ১০। নদী পার হওয়ার মাশুল ১২। দোষ ত্রুটি বা অপরাধ ১৪। তবলার সহযোগী বাদ্যযন্ত্র ডুগি ১৫। পরিমাণে অর্ধেক ১৬। জাঁকজমকপূর্ণ, কঠিন, জরুরিও হতে পারে।

উপর-নীচ : ১। পিশাচের মতো আচরণ ২। পদ্মফুলের মতো টানা চোখ ৪। যে ফুলের ফলে কাঁটা আছে ৭। ঘরের ঝুল, কালি বা কলঙ্ক ৯। বাকশক্তিহীন, যে কথা বলতে পারে না ১০। ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ১১। বাছবিচার বা বিচারবিবেচনা ছাড়া ১৩। কোনও বিষয়ের সমাধান হওয়া।

সমাধান ■ ৪৩১৫

পাশাপাশি : ১। বাইশ ৩। কোটনামি ৪। তলবি ৫। দাবিদার ৭। রফা ১০। দস্তা ১২। মিনমিন ১৪। কৌরব ১৫। ছাড়াছাড়ি ১৬। নামতা।

উপর-নীচ : ১। বাহুডোর ২। শতক ৩। কোবিদার ৬। দায়াদ ৮। ফাল্গুন ৯। পানকৌড়ি ১১। স্তাবকতা ১৩। দাবনা।

বিন্দুবিসর্গ

ভারতকে শুল্ক ধাক্কা মেক্সিকোরও

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : দ্বিপাক্ষিক যৌথ অংশীদারি নিয়ে বৃহস্পতিবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গভীর আলাপে যখন মগ্ন ছিলেন নরেন্দ্র মোদি, ঠিক তখনই খারাপ খবরটা এল মেক্সিকো সিটি থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর মেক্সিকোও ভারত, চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানির ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসিয়েছে। এর আগে, মোদি-ট্রাম্প ফোনালাপে দুই নেতা ভারত-মার্কিন কৌশলগত অংশীদারির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। বাণিজ্য, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি,

মোদি-ট্রাম্প ফোনালাপ

জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। 'কমপ্যাক্ট' কাঠামোর আওতায় নতুন যৌথ উদ্যোগ জোরদারের প্রতিশ্রুতিও দেন দু'পক্ষ। আঞ্চলিক-বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় হয়। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে ভারতে এসেছে মার্কিন প্রতিনিধি দল। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক চলছে দফায় দফায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক এবং ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি নিয়ে কথার সঙ্গে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনা করেছি আমরা।'

এদিকে মেক্সিকোর সেনেট ৭৬-৫ ভোটে নতুন শুল্ক কাঠামো পাস করে। ১,৪০০-র বেশি পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়বে—গাড়ির যন্ত্রাংশ, টেক্সটাইল, প্লাস্টিক, ধাতু, ফুটওয়্যার সহ বিভিন্ন শিল্পপণ্য তার মধ্যে। বেশিরভাগ পণ্যে শুল্ক হবে ৩৫ শতাংশ, কিছুতে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত। নতুন শুল্কে ভারতের টেক্সটাইল, অটো পার্টস ও ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের প্রতিযোগিতা কমবে, বাড়বে উৎপাদন ও আমদানির খরচ।

অরুণাচলে ট্রাক দুর্ঘটনা, মৃত ১৮

ইটানগর, ১১ ডিসেম্বর : অরুণাচলপ্রদেশের হায়ুলিয়াং-চাগলাগাম সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। ১৮ জনের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেলেও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য এখনও বাকি দেহগুলি উদ্ধার করা যায়নি।

৮ ডিসেম্বর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাকটিতে চালক ছাড়াও ছিলেন ২১ জন পরিযায়ী শ্রমিক। ট্রাকটিকে নির্মাণস্থলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ট্রাকটি খাদে পড়ে গেলে ২১ জনের মৃত্যু হয়। একমাত্র জীবিত ব্যক্তি দু-দিন পর খবর দিলে দুর্ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। ১১ ডিসেম্বর থেকে উদ্ধারকার্য শুরু করেছে সেনাবাহিনী, পুলিশ, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং জেলা প্রশাসন। প্রায় খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নেমেছেন উদ্ধারকারীরা। পরে একটি জঙ্গল ঘেরা জায়গায় ১৮টি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়। বাকি তিনটি মৃতদেহ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। মৃতরা মূলত তিনসুকিয়ার পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন।

বিমান হানায় নিহত ৩৩

ইয়াঙ্গন, ১১ ডিসেম্বর : সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে জুন্টা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ চলছে মায়ানমারে। হচ্ছে বিমান হামলাও। এবার সেই হামলা থেকে রক্ষা পেল না হাসপাতালও। রাখাইন প্রদেশে ম্রাউক-ইউ শহরে এক রাষ্ট্রায়ত্ত হাসপাতালে যুদ্ধবিমান থেকে ৫০০ পাউন্ড বোমা ফেলেছে জুন্টা সরকারের সেনা। তাতে ৩৩ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁদের মধ্যে বহু স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যার ওই ঘটনাকে যুদ্ধাপরাধের শামিল বলে অভিহিত করেছে সামরিক সংগঠনগুলি। হাসপাতালকে সাধারণত নিরাপদ স্থান হিসেবেই দেখা হয়। স্বভাবতই গতকালের ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে। সামরিক সরকারের তরফে এমন হামলায় মানুষের সংকট বাড়ছে।

ভারতীয়দের সতর্কবার্তা

ব্যাংকক, ১১ ডিসেম্বর : থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া সীমান্তে সম্প্রতি সংঘর্ষ ও উত্তেজনা বাড়ায় বৃহস্পতিবার ভারতীয়দের জন্য সতর্কতা জারি করল থাইল্যান্ডের ভারতীয় দূতাবাস। বলা হয়েছে, থাইল্যান্ডের কোনও জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে থাই কর্তৃপক্ষের দেওয়া আপডেটগুলি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নিতে। প্রয়োজনে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উত্তেজনাপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলতে ও স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কেও খোঁজ নিতে বলা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে গার্ড অফ অনার দেওয়া হচ্ছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নগেন্দ্র সিংকে। বৃহস্পতিবার দেরাদুনে।

ফেলো কড়ি, থাকো আমেরিকায়

ট্রাম্পের উদ্যোগে গোল্ড কার্ড ভিসা

ওয়াশিংটন, ১১ ডিসেম্বর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে মোড় ঘোরানো পরিবর্তন আনলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করলেন নতুন অভিবাসন প্রকল্প 'ট্রাম্প গোল্ড কার্ড' নামে একটি কর্মসূচি, যার মাধ্যমে আমেরিকায় দ্রুত স্থায়ী বসবাস এবং পরবর্তীতে নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ পাবেন ধনী বা মেধাবী পড়ুয়ারা। এর জন্য ব্যক্তি হিসাবে আবেদন করতে হলে প্রায় ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার (প্রায় ৯ কোটি টাকা) 'উপহার' বা অর্থ দিতে হবে মার্কিন সরকারকে। তবে কোম্পানির তরফে কোনও কর্মীর ক্ষেত্রে আবেদন করলে খরচ দাঁড়াবে প্রায় ২০ লক্ষ ডলার।

এই ভিসার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল আগেই। গত সেপ্টেম্বরে এই সংক্রান্ত নির্দেশে সই করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বুধবার ওই ভিসা কার্যকর করল মার্কিন প্রশাসন। ওইদিন থেকে গোল্ড কার্ড ভিসার জন্য আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে।

ট্রাম্প বলেন, এই গোল্ড কার্ড 'গ্রিন কার্ডের মতো হলেও আরও শক্তিশালী'। এই কার্ডের জোরে আবেদনকারী দ্রুত স্থায়ী বসবাস এবং পাঁচ বছর পর নাগরিকত্বের আবেদন করার সুযোগ পাবেন। নতুন পরিকল্পনাটি আগের বিনিয়োগভিত্তিক ভিসা (ইবি-৫)-র জায়গায় আসছে। আগে এই ভিসা পেতে শুধু টাকা দিলেই হত না, অন্তত ১০ জনের চাকরি তৈরি করতেও হত। গোল্ড কার্ডে সেই কঠিন নিয়ম নেই। এখানে প্রথমে ১৫ হাজার ডলার প্রসেসিং ফি দিতে হবে, এরপর যাচাইপর্ব পেরোলেই মূল বিনিয়োগের টাকা জমা দিলে আবেদন সম্পূর্ণ হবে।

এই উদ্যোগকে যুক্তরাষ্ট্রে 'আন্তর্জাতিক মেধা আকর্ষণ ও ধরে রাখার' সেরা উপায় হিসাবে দাবি করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ভারত, চিন ও অন্যান্য দেশ থেকে উচ্চমানের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন, সেটা খুব লজ্জার। নতুন নীতি এই সমস্যার সমাধান দেবে।

তবে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, নতুন নীতি ধনী অভিবাসীদের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও গরিব ও মেধাবী অভিবাসীদের জন্য সুযোগ সংকুচিত করবে। ফলে আমেরিকা মেধাবী ও দক্ষ কর্মীদের একটা বড় অংশকে হারাতে পারে। এছাড়া দক্ষতা বা চাকরির ভিত্তিতে নয় বরং অর্থের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের পথ খুলে দেওয়ায় তা আইনি জটিলতা তৈরি করতে পারে। ইতিমধ্যে এ নিয়ে সতর্ক করেছেন ব্যবসায়ী ও আইনজীবীরা।

কোন পথে

- ভারত-চিনের মেধাবী পড়ুয়াদের দেশে ফিরতে বাধ্য হওয়া 'লজ্জাজনক'। তাঁদের ধরে রাখতেই গোল্ড কার্ড।
- ১৫ হাজার ডলার ফি এবং ১০-২০ লক্ষ ডলার অর্থ দিলে দ্রুত মার্কিন বসবাস ও পরে নাগরিকত্বের পথ সুগম হবে।
- কোম্পানিগুলি কার্ড কিনে কর্মীর নামে ব্যবহার করতে পারবে
- এতে দক্ষ নিয়োগ সহজ হবে এবং সরকার বড় অঙ্কের রাজস্ব পাবে।
- নতুন নীতিতে মেধার বদলে অর্থ গুরুত্ব পাওয়ায় মার্কিন বাজারে মেধা সংকট দেখা দিতে পারে।

বাস্তব বুঝে ভোট করুন, বার্তা জেলেনস্কিকে

ওয়াশিংটন, ১১ ডিসেম্বর : রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ এখনও চলছে। সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধ থামাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট একাধিক প্রচেষ্টা চালিয়েও সফল হননি। ইউক্রেন রাশিয়াকে জমি ছাড়বে না। রাশিয়াও অধিকৃত জায়গা ইউক্রেনকে ফেরত দেবে না। একসময়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছিলেন, যুদ্ধ শেষ হলেই তিনি ইস্তফা দেবেন। নির্বাচনে জেতা তাঁর লক্ষ্য নয়। ট্রাম্পের অভিযোগ, যুদ্ধকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে নির্বাচন এড়াচ্ছে ইউক্রেন।

এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের প্রশ্ন, দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনে নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন না হলে ইউক্রেন কীভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক দেশ বলবে? রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য জেলেনস্কিকে 'বাস্তবধর্মী' হয়ে ভোটের প্রস্তুতি নিতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির প্রেসিডেন্ট পদে থাকার পাঁচ বছরের মেয়াদ ২০২৪ সালের মে মাসে শেষ হয়েছে। ইউক্রেনে সামরিক আইন চলছে।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাশিয়া শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। ভূখণ্ড ছাড়তে হতে পারে ইউক্রেনকে।

ট্রাম্পের ধমকে চাপে পড়ে কিছুটা সুর নরম করে মঙ্গলবার জেলেনস্কি জানিয়েছেন, তিনি নির্বাচন করতে প্রস্তুত যদি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, যা নিয়মিত ঘটছে। তিনি এও বলেন, 'আমি আইনপ্রণেতাদের নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংশোধনের প্রস্তাব তৈরি করতে বলেছি। আমি নির্বাচনের জন্য তৈরি।'

থাইল্যান্ডে গ্রেপ্তার মালিক লুথরাভাইরা

পানাজি, ১১ ডিসেম্বর : গোয়ার বার্চ বাই রোমিও লেন নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ড মামলায় মালিক সৌরভ ও গৌরব লুথরাকে থাইল্যান্ডের ফুকেটে আটক করেছে পুলিশ। ভারত সরকারের অনুরোধে দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

বুধবার লুথরাভাইদের পাসপোর্ট বাতিল করে দেওয়া হয়। তারপরই বৃহস্পতিবার ভোরে তাঁদের আটক হওয়ার খবর আসে।

এদিকে এই দুর্ঘটনা রাজ্যে নাইট ক্লাবগুলির নিরাপত্তার মানদণ্ড নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। এই আবহে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গোয়ার উত্তর জেলা প্রশাসন বুধবার ঘোষণা করেছে, 'নাইট ক্লাব, বার, রেস্টুরেন্ট, হোটেল ও অন্যান্য পর্যটন স্থানে আতশবাজি, স্পার্কার ও পিরোটেকনিক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।' গোয়া সরকার জানিয়েছে, দোষীদের দেশে ফিরিয়ে এনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিহতদের পরিবারকে সাহায্য এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও চলছে।

সময় বাড়ল ছয় রাজ্যের, বাদ বাংলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে এবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার ছিল এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। মেয়াদ ফুরোনোর আগেই কমিশন জানিয়ে দিল, পশ্চিমবঙ্গে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার দিনক্ষণে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখেও (১৬ ডিসেম্বর) কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং আন্দামান ও নিকোবরের ক্ষেত্রে এসআইআরের সময়সীমা বাড়ছে।

নির্বাচন কমিশনের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, তামিলনাড়ু ও গুজরাটে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ১৪ ডিসেম্বর করা হয়েছে। ওই দুই রাজ্যে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে ১৯ ডিসেম্বর। অপরদিকে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং আন্দামান ও নিকোবরের ক্ষেত্রে এনুমারেশন ফর্ম জমার সময়সীমা বাড়িয়ে ১৮ ডিসেম্বর করা হয়েছে। ওই দুটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৩ ডিসেম্বর। তবে এসআইআরে সবথেকে বেশি সময় দেওয়া হয়েছে বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশকে। যোগীরাজ্যে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬ ডিসেম্বর। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ৩১ ডিসেম্বর। কেরলে এনুমারেশন ফর্ম জমার শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর এবং খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৩ ডিসেম্বর।

আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের

এসআইআর

নির্বাচন কমিশনের হাতে বাংলার মানুষের রক্ত। অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর করার ফলে আতঙ্কে বিএলও সহ বহু মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। অনেকে লিখে গিয়েছেন, তাঁদের আত্মহত্যার জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। সাধারণ মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবেন।

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশাপাশি তামিলনাড়ু এবং কেরলেও বিধানসভা ভোট। অথচ দুটি রাজ্যকেই অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা ২০২৭ সালে। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে ভোট হওয়ার কথা ২০২৮ সালে। বাংলার ক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম কেন তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদের বাইরে বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের হাতে বাংলার মানুষের রক্ত। অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর করার ফলে আতঙ্কে বিএলও সহ বহু মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। অনেকে লিখে গিয়েছেন, তাঁদের আত্মহত্যার জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। সাধারণ মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবেন।'

ভোটের আগে রাজ্যে যেভাবে হুড়োহুড়ি করে এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ চলছে, তা নিয়ে গোড়া থেকেই প্রশ্ন তুলেছে শাসক তৃণমূল। এত কম সময়ে এই বিপুল কর্মযজ্ঞ শেষ করার সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং রাজ্যের পক্ষে অস্বস্তিকর বলে সুর চড়িয়েছিল জোড়াফুল শিবির। কিন্তু কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোয়া, পুদুচেরি, লাক্ষাদ্বীপ ও রাজস্থানের ক্ষেত্রেও এসআইআরের সময়সীমায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের সিইও দপ্তর সূত্রে অবশ্য খবর, এরাজ্যে যেভাবে এসআইআরের কাজ এগিয়েছে তাতে অতিরিক্ত সময় লাগবে না। এসআইআরের মূল কাজ প্রায় শেষ। সামনেই ভোট। কমিশনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ হবে এই রাজ্যে। সেই কারণে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়নি বাংলাকে।

বার্ষিক কেক প্রদর্শনীতে কান্তারা থিমের কেক তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পীরা। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে।

বাংলাদেশে ভোট ১২ ফেব্রুয়ারি

ইস্তফার ইচ্ছাপ্রকাশ রাষ্ট্রপতির

এএইচ খদ্দিমান

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ১ বছর ৬ মাস পর সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে বাংলাদেশে। ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং দেশের ইতিহাসে প্রথম গণভোট। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসিরউদ্দিন এই ঘোষণা করেন। তিনি জানান, একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের আয়োজন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পথচলায় নতুন মাইলফলক। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনে ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ করা হবে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত। সংসদ নির্বাচনের ব্যালট হবে সাদা-কালো, আর গণভোটের ব্যালট হবে গোলাপি রঙের।

সিইসি যে তফসিল ঘোষণা করেছে তাতে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের ১১ জানুয়ারি ও আপিল নিষ্পত্তি হবে ১২ থেকে ১৮ জানুয়ারি। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা ও প্রতীক বরাদ্দ করা হবে ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনি প্রচার শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। শেষ হবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটায়। এবার মোট ভোটার ১২ কোটি ৭৬ লক্ষেরও বেশি।

এর আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে নির্বাচন ও গণভোটের সার্বিক প্রস্তুতি তুলে ধরে। এবারের ভোটে প্রথমবারের মতো প্রবাসীরাও পোস্টাল ব্যালটের সুযোগ পাচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে তিন লক্ষেরও বেশি প্রবাসী অনলাইনে নিবন্ধন করেছেন।

নির্বাচন ঘোষণার দিনই পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন। আন্তর্জাতিক একটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, প্রতি মুহূর্তে অপমানিত হতে হচ্ছে বলে তাঁর এই সিদ্ধান্ত।

ই-সিগারেট খাওয়া নিয়ে নালিশ লোকসভায়

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার সংসদের নিম্নকক্ষে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছিল। আচমকা সভার অন্দরে এক তৃণমূল সাংসদের ই-সিগারেট খাওয়া নিয়ে স্পিকার ওম বিড়লার কাছে সরাসরি নালিশ ঠোকেন বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর। তিনি অবশ্য কারও নাম নেননি। যদিও কোনও কোনও মহলের দাবি, তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের উদ্দেশে ওই নালিশ ঠুকেছেন অনুরাগ।

বিজেপি সাংসদ স্পিকারকে বলেন, 'স্যর, সারা দেশে ই-সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ। আপনি কি সভায় এটি খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন?' জবাবে স্পিকার বলেন, 'না তো, কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি।' বিজেপি সাংসদ বলেন, 'স্যর আপনি কি দেখেছেন? কিছু তৃণমূল সাংসদ ধূমপান করছেন।' নালিশ পেয়ে অভিযুক্ত সাংসদদের তিরস্কার করেন স্পিকার। তিনি বলেন, যদি লিখিত অভিযোগ আসে এবং অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সাংসদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংসদের বাইরে তৃণমূলের সাংসদ দোলা সেন বলেন, 'সংসদের অন্দরে যেভাবে নেতারা মিথ্যা কথা বলেন সেটা দুর্ভাগ্যজনক।'

প্রণব-স্মরণ

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস যথাযথ সম্মানের সঙ্গে পালিত হল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ শ্রদ্ধা জানান প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে। প্রধানমন্ত্রী এক্সে লিখেছেন, 'প্রণব মুখোপাধ্যায়কে জন্মজয়ন্তীর শ্রদ্ধা। উনি ছিলেন একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক এবং গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত। বহু দশক ধরে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবা করেছিলেন। প্রণববাবুর বুদ্ধিমত্তা ও স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা আমাদের গণতন্ত্রকে প্রতিটি পর্যায়ে সমৃদ্ধ করেছে। এত বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আলাপের সুবাদে এত কিছু শিখতে পারাটা আমার সৌভাগ্য।'

পদ্ম নেতার মুখে 'মাতা গিনি'

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার তাঁর দলের সাংসদ দীনেশ শর্মার মুখে বাংলার বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা হয়ে গেলেন 'মাতা গিনি হাজরা'। যা নিয়ে বৃহস্পতিবার লোকসভায় তৃণমূলের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপিকে বাংলাবিরোধী বহিরাগত বলে তুলোধোনা করেছে বাংলার শাসকদল। বিজেপি নেতাদের মুখে বাংলা ও বাঙালি বিপ্লবীদের এহেন নাম বিভ্রাট নিয়ে এবার বিস্তর সমালোচনা চলছে।

এদিন লোকসভায় দীনেশ শর্মার কীর্তির সমালোচনা করে

নাম বিভ্রাটে মাতঙ্গিনীও

তৃণমূলের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'বিজেপি সাংসদ সংসদে দাঁড়িয়ে মাতঙ্গিনী হাজরার নাম একেবারে কচুকাটা করে ফেলেছেন। লজ্জার বিষয়। বাংলার সঙ্গে যে তাঁদের যোগাযোগহীনতার বহর আরও বাড়ছে, এটাই তার প্রমাণ। বাংলাবিরোধী বহিরাগতরা যখন অভিনয় করতে যান তখন এরকমই হয়।' তৃণমূলের তোপ, 'দীনেশ শর্মা একদা উত্তরপ্রদেশ সরকারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান মোটেই তেমন নয়। বহিরাগতরা বাংলার একজন শহিদের নামও ঠিক করে জানেন না। উচ্চারণ করতে পারেন না। বাংলার বীর কন্যার কথা বলতে গিয়ে এত উদাসীনতা!'

'ভারতহীন' সার্কের সন্ধানে পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ১১ ডিসেম্বর : খুঁড়িয়ে চলা অর্থনীতিকে ফের নিজের পায়ে দাঁড় করাতে দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট তৈরির ফন্দি এঁটেছে পাকিস্তান। তারা জানিয়েছে, চিন ও বাংলাদেশের সঙ্গে যে ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা কাঠামো তৈরি হয়েছে, তা আরও বাড়িয়ে বড় বহুপাক্ষিক জোট গঠন করতে চায়, যা কার্যত নিষ্ক্রিয় 'সার্ক'-এর বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে। তবে এই নতুন জোটে ভারতকে রাখা হবে না বলেই ইঙ্গিত দিয়েছে ইসলামাবাদ।

পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইশাক দার জানিয়েছেন, আঞ্চলিক রাজনীতির 'জিরো-সাম মানসিকতা' (একপক্ষের লাভ হলে অন্যপক্ষের লোকসান) থেকে বেরিয়ে 'উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আঞ্চলিকতা' গড়াই তাদের লক্ষ্য। জুনে কুনমিং-এ ঢাকা ও বেজিংয়ের সঙ্গে প্রথম বৈঠকের পরই দার এর বিস্তৃত রূপ দেওয়ার কথা বলেন।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ভারসাম্য যেহেতু ভারতের উপস্থিতিতেই নির্ভরশীল, তাই ভারতকে বাদ দিয়ে কোনও আঞ্চলিক জোট টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা কম।

২০১৪ সালের পর থেকে সার্ক কার্যত নিষ্ক্রিয়। ২০১৬ সালে ইসলামাবাদে নির্ধারিত শীর্ষ সম্মেলন উরি হামলার পরে বাতিল হয়। ভারত জানিয়ে দেয়, সন্ত্রাস দমনের দাবি না মানা পর্যন্ত সার্কে ফিরবে না। এ অবস্থায় পাকিস্তান শূন্যস্থান পূরণের সুযোগ দেখছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তর্বাঞ্চলিক বাণিজ্য এখনও মাত্র ৫ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত-পাকিস্তান সহযোগিতা ছাড়া সত্যিকারের আঞ্চলিক সংহতি বাস্তবে আসা কঠিনই হবে।

ক্যাম্পাস

ক্যাম্পাস-কাহিনী

আমাদের বলতে দিন, ভাবতে দিন, বাঁচতে...

সমান অধিকার, নারী নিরাপত্তা নিয়ে তো কতই কথা হয়। সেমিনার হয়। মিছিলে হাঁটে, স্লোগান তোলে মানুষ। কিন্তু বাস্তব যে বড় রূঢ়। প্রায় রোজই দুনিয়ার কোনও না কোনও কোনা থেকে ভ্রূণ হত্যা, নারী নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি না হলে রোগ সারানো যাবে না।

সেই লক্ষ্যে নারী সুরক্ষা ও তাদের অধিকার নিয়ে আলোচনা হল দেবীনগর কেসিআর বিদ্যাপীঠে। উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস, জেলা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর শুভ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিলা সমিতির সদস্য সুদর্শনা ঘোষ, সিনির ব্লক কোঅর্ডিনেটর সুব্রত সাহা প্রমুখ।

আলোচনার মূল বিষয় ছিল, 'সেভ দ্য গার্ল চাইল্ড'। শিশুকন্যাদের প্রতি বৈষম্য দূর করা, নির্যাতন ও অন্য ক্ষতি থেকে তাদের সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি সমাজে মেয়েদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন বক্তারা। কন্যাসন্তানদের জন্য চালু সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়। 'গুড টাচ' আর 'ব্যাড টাচ'-এর মধ্যে ফারাক বোঝানো হয় পড়ুয়াদের।

নবম শ্রেণির পড়ুয়া অপর্ণা দাসের মতে, 'কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে সরকারকে। কড়া আইনের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। যদি এমন কয়েকটি উদাহরণ তৈরি করা যায়, তবে আশা করি এধরনের ঘৃণ্য কাজ করার আগে মানুষ দু'বার ভাববে। এছাড়া কন্যাসন্তান বোঝা- এমন মানসিকতা বদলাতে হলে শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের জন্য আরও বেশি সুযোগসুবিধা চালু করলে ভালো হয়।' মৌসুমি ধর, দীপিকা দত্ত আর শ্রীমতী রায়েরও এক কথা।

রাজ্য-কেন্দ্র সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে মেয়েরা কী কী আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন, তা নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আলোচনায় জোর দিতে হবে বলে মনে করে পড়ুয়া কৌশলী রায়, স্বপ্না বর্মনরা।

অন্যদিকে, বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতার বার্তা দিলেন বিএসএফ জওয়ানরাও। হিলি বিওপি'র 'আহতু' ইউনিটের উদ্যোগে বাউল পরমেশ্বর হাইস্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির হয়। সেখানে বক্তাদের বার্তা ছিল, বাল্যবিবাহ শুধু কিশোরী-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে না, সমাজের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাবও ফেলে।

প্রশাসনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও গত এক বছরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কয়েক হাজার বাল্যবিবাহ ও নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। তবে, পুলিশের সক্রিয়তার সুবাদে একবছরে ১০০টিরও বেশি নাবালিকার বিয়ে আটকানো সম্ভব হয়েছে। বিএসএফের উদ্দেশ্য, পড়ুয়ারা যেন বিষয়টি নিয়ে সজাগ হয়। নিজের পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশীদের ঠিক আর ভুলের মধ্যে পার্থক্য বোঝায়। এমন ঘটনা জানতে পারলে আগেই পুলিশকে খবর দেয়।

শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ

প্রস্তুতির পাঠ

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন উপাচার্য, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

দীর্ঘ অপেক্ষার পর পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আয়োজিত স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্টের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এরপর মৌখিক পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় ছিল ৬০ নম্বর, অ্যাকাডেমিক স্কোর হিসেবে ১০, পূর্ব অভিজ্ঞতায় ১০ এবং ইন্টারভিউ ও লেকচার ডেমনস্ট্রেশনে ২০ নম্বর থাকছে। বেশিরভাগ নিয়োগপ্রার্থী হয়তো এর আগেও ইন্টারভিউ বোর্ডের মুখোমুখি হয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন এবারের প্রস্তুতিতে। আমি আজ ক্যাম্পাসের পাতায় দু'-চারটে কথা বলতে চাই। আশা করি, সামান্য হলেও আপনাদের সাহায্য হবে।

ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষায় শুধুমাত্র আপনার বেছে নেওয়া বিষয়ের ওপর প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষায় সেই নির্দিষ্ট বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আপনার ব্যক্তিত্ব যাচাই করে দেখা হয়। এখানে পরীক্ষিত হবে আপনার শিক্ষাদান পদ্ধতি, নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর জ্ঞান, শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস। তাই বোর্ডের সামনে নিজের 'বেস্ট ভার্সন'-কে তুলে ধরতে হবে।

স্বচ্ছ ধারণা ও উপস্থাপনা

নিজের বিষয়ের সিলেবাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বোর্ডের সামনে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে ডেমো ক্লাস নিতে হবে। ধরে নিতে হবে, যাঁরা সামনে বসে আছেন, সেসময়ের জন্য প্রত্যেকেই আপনার ছাত্র বা ছাত্রী। তবেই সাবলীলভাবে ক্লাসটি নিতে পারবেন। পড়ুয়াদের সঙ্গে ঠিক যেমনভাবে কথা বলা, প্রশ্ন করা কিংবা কেউ অমনোযোগী হল কিনা খেয়াল রাখা উচিত। ডেমো ক্লাসেও এসবের যা প্রয়োজন, সবটা করবেন। পুরো বিষয়টি যেন একদম ক্লাসের মতো হয়। তবেই জড়তা কাটিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে।

ডেমো ক্লাসে বোর্ডওয়ার্ক করতে

হলে হাতের লেখা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। এখন অধিকাংশ বিদ্যালয়ে স্মার্টক্লাস খুলেছে। সেই সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা উচিত একজন শিক্ষক পদপ্রার্থীর। নিত্যনতুন প্রযুক্তি ও তার ব্যবহার জেনে রাখুন। ডেমনস্ট্রেশনের নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থাকে। ব্ল্যাক বা হোয়াইট বোর্ডের সামনে কোথায় দাঁড়াতে হবে, কোথায় লিখবেন, চক/মার্কার কীভাবে ধরবেন ইত্যাদি। এসবই বিএড কোর্সে শেখানো হয়।

দর্শনধারী

প্রথমেই বলি পোশাকের কথা। লোকে বলে, আগে দর্শনধারী এবং তারপর গুণবিচারী। তাই মৌখিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। ছেলেরা ফর্মাল ড্রেস পরবেন। ইস্ত্রি করা জামা, প্যান্ট। হালকা রংয়ের উলের সোয়েটার বা ডার্ক রংয়ের ব্লেজার পরা যেতে পরে। ক্লিন শেভ করলে ভালো। চটি বা চপ্পল নয়। ফর্মাল জুতো পরুন। মেয়েদের ক্ষেত্রে শাড়ি নয়তো সালোয়ার কামিজ (খুব বেশি জাঁকজমকপূর্ণ নয়) এবং সঙ্গে মানানসই জুতো।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই ইন্টারভিউ বোর্ডের সকলকে সম্ভাষণ (Greeting) করুন। তাঁরা বসতে বললে তবেই বসবেন। পরীক্ষকরা দেখবেন, আপনি ক্লাসে কতটা সাবলীল। কতটা সহজভাবে, সঠিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পারছেন। কোনও একটি বিষয়কে ছোটদের সামনে কীভাবে ব্যাখ্যা করছেন। পড়ুয়াদের সামনে নিজের জ্ঞান জাহির না করে, ভারী শব্দের বদলে সহজ ভাষায় অনেকটা গল্পের ছলে বোঝানো দরকার। মনে রাখতে হবে, একটি ক্লাসে যেমন মেধাবী ছাত্র থাকে, তেমন মধ্য ও সাধারণ মানের পড়ুয়াও থাকে। এই সমস্ত দিক ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যদের যাচাই করে নেওয়ার কথা।

পাঠ পরিকল্পনা

ক্লাসে শুধুমাত্র বক্তৃতা দিয়ে গেলে পড়ুয়ারা অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তাই চেষ্টা করতে হবে পাঠ্য বিষয়কে যতটা বেশি আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। বিএড কোর্সের সময় লেসন প্ল্যান তৈরি করা শেখানো হয়। সেটা একবার ঝালিয়ে নিন। পড়ানোর সঙ্গে এর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এব্যাপারে আপনার কতটুকু ধারণা আছে, তাও কিন্তু যাচাই করে দেখা হয়।

নিজের পরিকল্পনা ঠিক করুন। ক্লাসের সিলেবাস কত মাসের মধ্যে শেষ করে রিভিশন শুরু করবেন, একটি নির্দিষ্ট চ্যাপ্টার শেষ করতে কতদিন সময় লাগতে পারে কিংবা প্র্যাকটিকাল বা প্রোজেক্ট নিয়ে কী ভাবছেন ইত্যাদি বিষয়ের পরিষ্কার ধারণা অবশ্যই একজন শিক্ষকের মাথায় থাকা দরকার। এসব নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন বোর্ডের সদস্যরা।

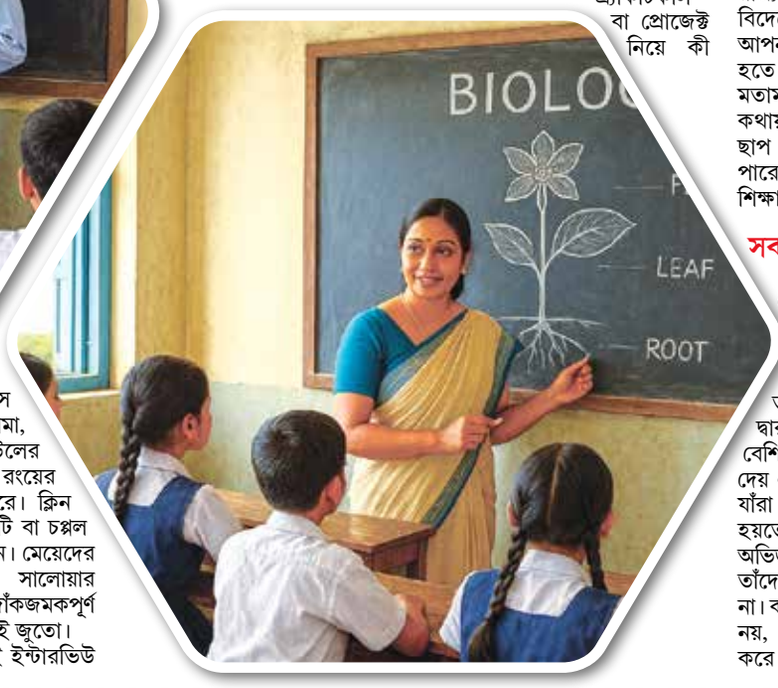

বড় দায়িত্ব

শিক্ষক হিসেবে আরও একটি দিকে খেয়াল রাখতে হবে। পড়ুয়াদের পাঠদানের পাশাপাশি তাদের মানসিক গঠনের বিস্তার ঘটাতে হবে। শুধু তোতাপাখির মতো পড়িয়েই গেলাম, তেমন চলবে না। কারও বুঝতে সমস্যা হলে- আবারও বোঝানো, প্রয়োজনে আলাদাভাবে গাইড করা, তার বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করা, তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া একজন মানুষ গড়ার কারিগরের কর্তব্য।

সজাগ মস্তিষ্ক

সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান যাচাই করা হতে পারে। নিজের সম্পর্কে, পরিবার-গ্রাম/শহর-ব্লক-মহকুমা-জেলা-রাজ্য সম্পর্কে খুটিনাটি তথ্য, দেশ-বিদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাওয়া হতে পারে। আপনার কোনও মতামত যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। কথায় যেন নিজস্ব ভাবনাচিন্তার ছাপ থাকে। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে বিভিন্ন সময়ে তৈরি হওয়া শিক্ষানীতি নিয়েও।

সবশেষে...

শিক্ষকতা আর পাঁচটি পেশার থেকে আলাদা। সম্পূর্ণ চাকরিজীবনে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের ভীত তৈরি করবেন আপনি। তারা মূল্যায়িত হবে আপনার দ্বারা। অনেক বড় দায়িত্ব, অনেক বেশি কর্তব্যপালনের সুযোগ করে দেয় এই চাকরি। ইন্টারভিউ বোর্ডে যাঁরা থাকেন, তাঁদের বেশিরভাগই হয়তো শিক্ষক এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তাই, ভুলেও তাঁদের সামনে ছলনার আশ্রয় নেবেন না। কারও পক্ষে সবকিছু জানা সম্ভব নয়, তাই সেটা খোলাখুলি স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

অজানাকে জানা।। মালদা কলেজস্থিত আইইউকা সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর তত্ত্বাবধানে ও মালদা বিজ্ঞান মঞ্চের সহযোগিতায় সায়েন্স সেমিনার ও রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ হল চাঁচলের সদরপুর উচ্চবিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন মালদা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডঃ শ্যাম দাস, প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক ডঃ অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশে চাঁদের গহ্বর, শনির বলয় ও একাধিক নক্ষত্র দেখানো হয় পড়ুয়াদের।

বিশেষ দিন।। ইংরেজবাজার শহর ও শহর ১ সার্কেলের উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। ৫০টি প্রাথমিক স্কুলের ৫০ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশুকে নিয়ে হইহই করে কাটল একটি দিন। কেক কেটে শুরু উদযাপন, তারপর একে একে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যোগব্যায়াম, আঁকা প্রতিযোগিতা ও শেষে মধ্যাহ্নভোজ হল জমিয়ে। সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে দুই শিশুর জাতীয় সংগীত পরিবেশন মন কেড়ে নেয় সকলের।

সহানুভূতিই সম্প্রীতির চাবিকাঠি

'ধর্মীয় উগ্রবাদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক মেরুকরণ আর ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি- এসবই সম্প্রীতির জন্য বিপজ্জনক', একসুরে বললেন রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়া রূপা দত্ত ও মহিদুল ইসলাম। মহিদুল মনে করেন, 'বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও একে অপরের আচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পাঠ যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই দেওয়া হয়, তবে হিংসা-দ্বেষ কমে আসবে। শিশুমনে সম্প্রীতির চাষ সবথেকে ভালো হয়। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ভীষণ জরুরি।'

মহাবিদ্যালয়ের ইন্টার্নাল কমপ্লেইন্টস কমিটি, আইকিউএসি ও রায়গঞ্জ মহিলা সম্মিলনির সহযোগিতায় 'জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ মহিলা সম্মিলনির সম্পাদক পারমিতা রায়, কালিয়াগঞ্জ কলেজের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ সোনালি চক্রবর্তী, বিশিষ্ট আইনজীবী তথা কলেজের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সদস্য অনন্যা ঝা, অধ্যাপক প্রণতি

মজুমদার ও সোহিনী রায় প্রমুখ।

অনন্যা ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় অখণ্ডতা, সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোকপাত করেন নারীদের অধিকার ও নিরাপত্তার। এছাড়া, প্রত্যেক বক্তা আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের মতামত তুলে ধরেন পড়ুয়াদের সামনে। অধ্যাপক সোহিনীর কথায়, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হল একটি সমাজে নানা ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির মানুষের সহাবস্থান। তাদের মধ্যে শান্তি, ঐক্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়া। বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক সংহতি, জাতীয় একতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।'

তাঁর মতে, 'প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এধরনের সেমিনার মাঝেমধ্যেই আয়োজন করা উচিত। সাম্প্রদায়িক হানাহানির কারণ ও তার কুপ্রভাব, ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব ও কীভাবে সমাজে সম্প্রীতি তৈরি করা যায়- তা নিয়ে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা হওয়া দরকার।' প্রত্যেক বক্তা একমত হয়েছেন, ক্লাসরুমের প্রতিটি পড়ুয়ার মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহানুভূতিমূলক মনোভাব তৈরি করতে পারলেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়বে। ওরা বাড়িতে গিয়ে পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশীদের সচেতন করবে। এভাবেই একটি সমাজ সুস্থ থাকবে।

সিলেবাসের বাইরে ইতিহাসের ক্লাস

ক্যাম্পাস কথা

কল্লোল মজুমদার

ঘড়ির কাঁটা সবে ১১টা পেরিয়েছে। এমন সময় নরহাটা গোপেশ্বর সাটিয়ার হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির একঝাঁক পড়ুয়া শিক্ষকদের সঙ্গে পা রাখল মালদা শহরের মিউজিয়ামে। মারুফা খাতুন একটা মূর্তির সামনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চাউনিতে মিশে বিস্ময় আর প্রশ্ন। খানিকক্ষণ পরে মারুফা তার ইতিহাসের শিক্ষক দীপঙ্কর দাসকে প্রশ্ন করল, 'স্যর এটা তো সরস্বতীর মূর্তি। কিন্তু, সরস্বতীর বাহন তো রাজহাঁস। তাহলে এখানে ভেড়া কেন?'

ছাত্রীর কৌতূহল দেখে অল্প হেসে দীপঙ্কর বললেন, 'কিছু প্রাচীন ও আঞ্চলিক ঐতিহ্য অনুসারে সরস্বতীর বাহন ভেড়া বা মেষ। জৈন ধর্ম অনুসারে সরস্বতীর বাহন ময়ূর। আবার বৌদ্ধ মত প্রভাবিত কিছু সরস্বতীর বাহন সিংহ।'

ক্লাস বা বোর্ডের সিলেবাসের বাইরে এই পৃথিবীকে জানার যে বিশাল সিলেবাস আছে, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই নরহাটা

গোপেশ্বর সাটিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষকরা দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের মিউজিয়ামে নিয়ে এসেছিলেন।

সেখানে ছোটরা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখল অবাক চোখে। আর জানতে পারল, ইতিহাসের নানা অজানা তথ্য। এসব ওদের পাঠ্যবইয়ে লেখা নেই। ওরা জানতে পারে, মালদা জেলাতেই রয়েছে বৌদ্ধ পীঠস্থান জগজীবনপুর। পড়ুয়ারা বিভিন্ন সময় মালদার বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া নবাব, পাল আমলের মুদ্রা দেখে চমকে উঠল।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তুষারকুমার সান্যাল ও ইতিহাসের শিক্ষকরা ছিলেন মূল উদ্যোগী। তাঁদের মধ্যে দীপঙ্করের কথায়, 'আমাদের উদ্দেশ্য, পড়ুয়াদের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা। সিলেবাসের বাইরে বেরিয়ে অজানা তথ্য জানাতেই শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন।' তাঁর সংযোজন, 'মালদা ছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী। বাড়ি তৈরি বা পুকুর খননের সময় বহু প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী উঠে এসেছে। সেসব সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে আরও জানাতে চাই।'

মিউজিয়ামে এসে দ্বাদশ শ্রেণির আহাসান জামিন, জাহাঙ্গীর আলম, তসলিমা খাতুনরা আপ্লুত।

প্রধান শিক্ষকের পরামর্শ, 'এ পৃথিবীতে জানার শেষ নেই। ছোটদের মধ্যে জানার খিদে বাড়াতে হবে। দেশের ইতিহাস, সম্পদ, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে তাদের। বইয়ের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।'

পুতুলনাচ দেখাল সুদিনের স্বপ্ন

সৌকর্য সোম

প্রায় চার হাজার বছর আগে জন্ম নেওয়া এক সংস্কৃতি। কিন্তু তা আজও যে কতটা প্রাসঙ্গিক তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন স্নাতকস্তরের তৃতীয় সিমেস্টারের দীপ সাহা, তাঁর সহপাঠী দীপ মুখোপাধ্যায় ও স্নাতকোত্তরের তৃতীয় সিমেস্টারের আকাশ মণ্ডল। বিশিষ্ট পুতুল-নাট্যশিল্পী তথা বারুইপুর গঙ্গারিডি পাপেট থিয়েটারের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) কর্ণধার ডঃ প্রদীপ সরদার প্রশিক্ষণে সম্প্রতি মালদা কলেজে বাংলা বিভাগের আয়োজনে অন্য ধরনের এক লোকশিল্প কর্মশালা হয়ে গেল। পুতুলের মাধ্যমে কীভাবে আমাদের রোজকার জীবনের নানা সমস্যা খুব সহজে সবার সামনে তুলে ধরা সম্ভব তা সেখানে শামিল প্রায় ১৫০ জন দেখলেন, বুঝলেন আর খুব ভালোভাবে শিখলেনও। ওই কর্মশালায় শামিল তনুশ্রী মিত্রের উপলব্ধি, 'পুতুলনাট্য কেবল একটি বিনোদন-মাধ্যম নয়, এটি মানুষের জীবন, অনুভূতি, সংস্কৃতি ও সমাজকে গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরার এক শক্তিশালী শিল্পরূপ।'

মূলত এই বিষয়টি উপলব্ধির সুবাদেই দীপ সাহা লিখলেন নাটক 'আগামীর জন্য আজ', আকাশ মণ্ডল লিখলেন 'ধ্বংস হোক প্লাস্টিক দানো' আর দীপ মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'নতুন জীবন'। আকাশ বললেন, 'সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিককে বন্দি করে ইকো-ব্রিকসের মাধ্যমে কীভাবে সৌন্দর্যায়নের কাজে ব্যবহার করা যায়, পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা যায় সেটাই আমরা আমাদের এই প্রযোজনাগুলির মাধ্যমে সবার

সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি।'

কর্মশালার শেষ দিন পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক মোট তিনটি পুতুলনাট্য পরিবেশিত হয়। পুতুল সঞ্চালনায় ছিলেন বাংলা বিভাগের পড়ুয়া দীপ মুখোপাধ্যায়, শুভ্রা শর্মা, নুরজাহান, আসিকা, রুমকি ঘোষ, সুমিতা চৌধুরী, কণিকা দাস, পৌলমী সরকার, নৌসিন নোয়ার ও শিউলি মল্লিক। পুতুলনৃত্য সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলান তনুশ্রী মিত্র ও মুসকান খাতুন। বাচিক অভিনয়ে ছিলেন আকাশ মণ্ডল, দীপ মুখার্জি, স্নিগ্ধা সরকার, সনজিৎকুমার পোদ্দার, তনুশ্রী মিত্র, নাজিয়া সুলতানা, দেবায়ন বসাক ও সুবর্ণা চক্রবর্তী। নেপথ্যে আফফান চৌধুরী, পূজা কুণ্ডু ও স্নিগ্ধা সরকার গোটা বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে সামলালেন।

কীভাবে বিভিন্ন ধরনের পাপেট তৈরি করতে হবে, সেগুলিকে নাড়াতে হবে, চরিত্র অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের ব্যবহার, আলো, সংগীত ও দৃশ্যবিন্যাসের সমন্বয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, দলগতভাবে একটি গল্পকে জীবন্ত করে তুলতে হবে তা প্রদীপ শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বোঝালেন। শুভ্রারা সেসব খুঁটিয়ে শিখে নেওয়ায় তিনি খুবই তৃপ্ত, 'দণ্ড পুতুল নির্মাণ ও সঞ্চালনার কৌশল বিষয়ে যতটুকু জানি তা ওদের ভালোভাবে শেখানোর চেষ্টা করেছি।'

বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী বললেন, 'শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। আর এই সুবাদে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হয়ে ওঠার পাশাপাশি পড়ুয়ারা যদি স্বনির্ভর হতে পারে তবে তো সোনায় সোহাগা।'

KOSMODEN Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

বইমেলা লাইভ

চাই আনন্দমঠ

দেশের রাষ্ট্রগান 'বন্দে মাতরম'-এর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে শিরোনামে উঠে এসেছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখা আনন্দমঠ উপন্যাসেরই অংশ বিখ্যাত এই গীতিকবিতা। এবারের উত্তরবঙ্গ বইমেলার মাঠে ঘুরে জানা গেল, দেশাত্মবোধক এই বইয়ের চাহিদা তুঙ্গে। বেশ কয়েকটি প্রকাশনা নিয়ে এসেছে বইটি। তারই অন্যতম এক প্রকাশক জানালেন, ৬ দিনে ইতিমধ্যে বিক্রি হয়েছে ২৫-৩০টি কপি।

জন্মতিথি উপলক্ষ্যে

বৃহস্পতিবার সারদা দেবীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ চোখে পড়ল এবারের উত্তরবঙ্গ বইমেলায়। এক জনপ্রিয় প্রকাশনা সংস্থার স্টলে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে একটি বিশেষ অংশ। সেখানে রাখা হয়েছে সারদা দেবীর ছবি। সঙ্গে রাখা হয়েছে আধ্যাত্মিক ঘরানার একাধিক বই। বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করার পাশাপাশি পাঠকদের নজর কাড়তে অভিনব উদ্যোগ।

'ঈশ্বর' স্মরণে

এবারের উত্তরবঙ্গ বইমেলা থেকে স্মারক গ্রন্থ হিসেবে কিনে আনতেই পারেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় এবং কথামালা। যে কোনও বাঙালির শৈশবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ভাষাশিক্ষার অকৃত্রিম এই বই দুটির প্রাচীনতম সংস্করণ বিকোচ্ছে দেদার। তবে প্রকাশকের আক্ষেপ, ছোটদের চেয়ে বড়দের মধ্যেই এর চাহিদা বেশি।

বুকমার্কে 'ক্লাইভ'

চুম্বক বুকমার্কের পরে এবার সন্ধান মিলল ক্লাইভ বুকমার্কের। হ্যাঁ, ইনি সেই রবার্ট ক্লাইভ। সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাইভ। পলাশির প্রান্তরে শেষ হাসি হাসা ক্লাইভ। আসলে তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত বিশেষ বইয়ের সঙ্গে মিলছে এই স্মারক বুকমার্ক। বাণিজ্যিক চমকও।

তথ্য ও ছবি : শুভদীপ ব্যানার্জি

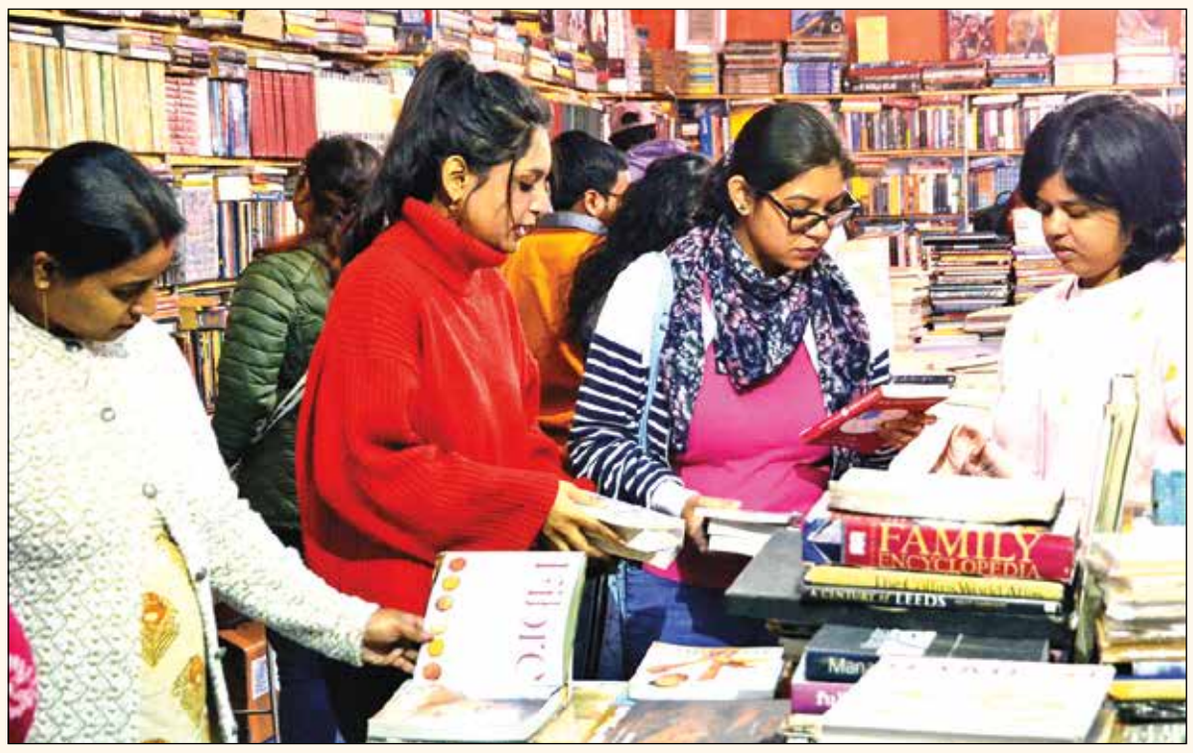

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গ বইমেলার একটি স্টলে নবীন প্রজন্মের পড়ুয়াদের ভিড়। ছবি : সূত্রধর

নবীন প্রজন্মের পড়ুয়াদের দিন টিউশন পড়াতে পড়াতেই কেটে যায়। রাতে ফিরে চলে এগজামের প্রিপারেশন। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেও বেশিরভাগ পরীক্ষা ঠিকমতো হয় না, হলেও রেজাল্ট সময়মতো বেরোয় না। কবে চাকরি পাব এই চিন্তা কুরে-কুরে খায়, গল্পের বই খুলতে গেলে মনে হয় থাক ওই এক ঘণ্টা ক'টা এমসিকিউ প্র্যাকটিস করলে কাজে দেবে। বইমেলায় নবীন প্রজন্মের মনের খোঁজ নিলেন **অনুষ্কা বর্মন**

মন ভালো নেই কাজের পড়ায়

বইমেলা

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়ার শীতের মিঠেকড়া পড়ন্ত বিকেলে গেট দিয়ে বইমেলায় ঢুকতেই ছোট্ট তমোঘ্ন'র বায়না, "আমার 'মাঙ্গা' চাই-ই চাই।" মা সুলেখা সান্যাল তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, 'এগুলো তো পড়ছিস, পরেও পড়বি। চল তোকে আজ একটা উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র কিনে দিই।' 'না, ওসব বোরিং।' নাছোড় তমোঘ্নকে বোঝাতে অপারগ সুলেখা শেষমেশ ঢুকলেন একটি ইংরেজি বুকস্টলে।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। সত্যিই কি তবে 'স্কুলে কেন বেঙ্গলিটা পড়ায় না ইংলিশে'র যুগে বাংলা শিশুসাহিত্য কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে? মেলার প্রায় প্রতিটি কোণ যেন সেই দিককেই ইঙ্গিত করছে। একটি পুরোনো বইয়ের স্টলে ঢুঁ দিতেই চোখ পড়ল দুই বৃদ্ধার দিকে। বয়সের ভারে ব্যথায় ন্যুব্জ শরীর নিয়েও তাঁদের আজও কমেনি বেছে বই কেনার উৎসাহ। তাঁদের মধ্যে অতসী বিশ্বাসকে তাঁর নাতি-নাতনি বাংলা শিশুসাহিত্য পড়ে কি না জিজ্ঞেস করতেই তাঁর উত্তর, 'না না, স্কুলের বই পড়েই পেরে ওঠে না, যা পড়ার চাপ। ওদের আবার এসব বই কী কিনে দেব?'

আচমকা পাশ থেকে স্টলের বিক্রেতা আমজেদ মল্লিক বললেন, 'এখনকার খুদে থেকে কিশোর সবারই পছন্দ অ্যানিমি কমিকস। এমনকি এরা টিনটিনকেও ভুলতে বসেছে। তবে এরা বাংলা বই চিনতে না পারলেও আগাথা কৃষ্টি, শার্লক হোমস, হ্যারি পটার, চার্লস ডিকেন্স, আর্থার কোনান ডয়েল এই ক্লাসিক্যাল বইগুলি কিনতে ভুলছে না।'

হঠাৎ দেখি একটি নামী প্রকাশনীর স্টলে তরুণ প্রজন্মের ভিড়। তাঁদের হাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বই। তাঁদের আলোচনায়, দেখত বইটায় প্র্যাকটিস সেট আছে নাকি? তাঁদের মধ্যে সুমনা রায় বললেন, 'ছোটবেলায় কত গল্পের বই পড়তাম। এখন আর পড়তেই পারি না। দিনের বেলায় টিউশন পড়াতে পড়াতেই কেটে যায়। রাতে ফিরে এসব এগজামের প্রিপারেশন। কতদিন ধরে চেষ্টা করছি, বেশিরভাগ পরীক্ষা ঠিকমতো হয় না, হলেও রেজাল্ট সময়মতো বেরোয় না। কবে চাকরি পাব এই চিন্তা কুরে-কুরে খায়, গল্পের বইটা খুলতে গেলে মনে হয় থাক ওই এক ঘণ্টা ক'টা এমসিকিউ প্র্যাকটিস করলে কাজে দেবে।'

ভাবতে ভাবতে ঘোর কাটতেই দেখি শিলিগুড়ির প্রধাননগরের এক গৃহস্থাগারিকের মেয়ে অদৃজা পাল তাঁর বাবাকে বলছে, 'বাবা, ভ্রমণসঙ্গী কী গো? মৃদু হেসে বাবার উত্তর, 'তোরা যেমন আজকাল সব নেট ঘেঁটে বেড়াতে যাওয়ার জায়গা ঠিক করিস। আমাদের অল্প বয়সে এই বই দেখেই আমরা ঠিক করতাম কোথায় যাব, কোন হোটেলে থাকব। তখন হয়তো সব জায়গায় বেড়াতে যেতে পারতাম না, কিন্তু এই বই পড়েই আমাদের অর্ধেক মানস ভ্রমণ হয়ে যেত।'

অর্ণদীপ ঘোষ নামে এক পঞ্চম শ্রেণির খুদে বলছে, 'আমি বাংলা, ইংরেজি দুটোই পড়ি। তবে ইংরেজি থ্রিলার পড়তেই আমি বেশি কমফোর্টেবল।' ঠাকুমার ঝুলি, টেনিদা-ঘনাদা, পাগলা দাশু পড়া কি না জানতে চাইলে তার উত্তর, 'না, এই বইগুলির নাম এখনও শুনিনি।' অন্যদিকে অষ্টম শ্রেণির এক কিশোরী শ্রেয়াংশী রায় জানাচ্ছে, তার সদ্য পড়া প্রিয় বই লীলা মজুমদারের 'হলদে পাখির পালক।' ওর মা পাশ থেকে বললেন, 'ইংরেজি বই পড়লেও ছোট থেকে ওর বেশি পছন্দ বাংলা সাহিত্য। নিজের মাতৃভাষার এসমস্ত লেখা না পড়া থাকলে জীবন যে এক প্রকার অসম্পূর্ণ সেটা যে ছোট থেকে বুঝতে পেরেছে এটাই ভাগ্য।'

সন্ধ্যা বাড়তেই মেলার অধিকাংশ 'ফুট স্ট্যাম্পে'র জটলা ইংরেজি বুকস্টলগুলির দিকেই। বিখ্যাত দুই বাংলা প্রকাশনীতে তখন 'কোনওখানে জনমানব নাই'। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে কানে এল আরেক বাংলা বইয়ের স্টলের বিক্রেতা প্রতিবেশী আরেক বিক্রেতা অপু নাথকে বলছেন,'বাচ্চা বুড়ো, সবাই দেখছি ইংরেজি বইয়ের দিকে ঝুঁকছে, এবার একটাও ছোটদের বাংলা বই বিক্রি হল না। পরের বছর আর আসব কি না কে জানে।'

শুনতে শুনতেই পা রাখলাম এক বিখ্যাত শিশু-কিশোর প্রকাশনীর দিকে। বিক্রেতা ভোলা দত্তের মুখে কিন্তু হাসির রেশ। সেই হাসি মিশ্রিত খুশিতেই ঝরে পড়ছে, 'আমাদের কিন্তু বাংলা শিশুসাহিত্যের বই ভালো মতো বিক্রি হচ্ছে। এখনও মা- বাবারা বাচ্চাদের কিনে দিচ্ছেন ঠাকুমার ঝুলি, বিক্রম বেতাল, জাতকের গল্প, শিশু ভোলানাথ, সুকান্ত-সুকুমার কাব্য সমগ্র। কোনও ছেলেমেয়ে নিজে থেকে এসে এসব বইয়ের নাম করে খুঁজছে দেখে খুব ভালো লাগছে।' এই কথাগুলি কানে আসতেই এই সন্ধ্যাতেও 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে' মনটা ঝলমল করে স্মিত স্বস্তির হাসিতে মনটা বলে উঠল, যাক তাহলে এখনও 'বাংলা-টাংলা' আমার মতো ব্যতিক্রমীদের জন্য বরাদ্দ আছে।

বইমেলায় গেলে গাড়িতে 'কাঁটা'

পার্ক করব কোথায়, প্রশ্ন শহরবাসীর

রাহুল মজুমদার

ব্যস্ত বিধান রোডে পার্কিং করে রাখা এই সব গাড়ি ঘিরেই বিতর্ক। –সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : স্টেডিয়ামের পাশে রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করে বইমেলায় গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির পরিচিত সংগীতশিল্পী সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়। ফিরে দেখেন তাঁর গাড়ির চাকায় ট্রাফিক পুলিশের কাঁটা (তালা) লাগানো। এরপর খোঁজ করে জানতে পারেন, পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের অন্তর্গত হাসমি চকের ট্রাফিক পুলিশ তাঁর গাড়িতে তালা লাগিয়েছে। অনেক চেষ্টায় তিনি জরিমানা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছেন। কোথায় গাড়ি পার্ক করার জায়গা? এমনটা চললে মানুষ কী করে বইমেলায় আসবেন, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

সত্যজিৎ বলছেন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে কোনও অনুষ্ঠানে গেলে গাড়ি পার্ক করার জায়গা পাই না। মেলার অনুষ্ঠানে গেলে গাড়ি পার্ক করব কোথায়? সরকার থেকে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। এই ভয়ে তো গাড়ির পরিবর্তে হারমোনিয়াম নিয়ে টোটোতে চলতে হচ্ছে।' শিলিগুড়ি ডিসি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, 'সবাই রাস্তাকে পর্কিংয়ের জায়গা হিসেবে ধরে নিয়েছে। এটা হওয়া উচিত নয়। মেলা আয়োজকদেরও তো অন্তত ট্রাফিকের সঙ্গে একবার আলোচনা করা প্রয়োজন। তবে যাতে বিকল্প কিছু ভাবা যায়, সেই বিষয়টি আমি দেখছি।'

শহরে পার্কিংয়ের সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই সমস্যা মেটাতে বাম জমানায় বিধান রোডে একটি সংস্থার সঙ্গে বহুতল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ওই ভবনটির নীচতলায় পার্কিংয়ের কথা বলা হয়েছিল। বিতর্কিত ভবনটির কাজ আজও শেষ হয়নি। মেটেনি বিধান রোডে পার্কিং সমস্যা। বছরের বড় একটা সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণে মেলা থাকে। একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার ধারে গাড়ি, বাইক পার্ক করা হয়। বইমেলায় যাওয়া শহরবাসীর একাংশ রাস্তার ধারেই গাড়ি, বাইক পার্ক করছেন। মেলা থেকে বেরিয়ে তাঁরা দেখছেন গাড়িতে পুলিশ তালা দিয়েছে। হাসমি চকে খোঁজ করতে গিয়ে তাঁদের জরিমানার টাকা গুনতে হচ্ছে। যা নিয়ে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ শহরজুড়ে ফুটপাথ দখলমুক্ত করা, অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে। এই অভিযানেই রাস্তার ধারে রাখা গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা।

গাড়ি পার্ক করার জায়গা যেখানে নেই, সেখানে কেন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে মেলার অনুমতি দেওয়া হয়, প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। পুরনিগম সম্প্রতি নিয়ম করেছে, যেখানে মেলা হবে, সেখানে পর্যাপ্ত গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকলে মেলার অনুমতি মিলবে। কিন্তু স্টেডিয়ামে পার্কিংয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। বৃহস্পতিবার বইমেলায় পার্কিং সমস্যা নিয়ে অনেকেই সরব হন। মিলনপল্লির বাসিন্দা সুচরিতা সরকার দিদির সঙ্গে বই কিনতে মেলায় এসেছিলেন। দুজনের স্কুটার রাখা ছিল বিধান রোডের ধারে। তাঁদের সামনের গাড়িতেই পুলিশের তালা লাগানো ছিল। সুচরিতা বললেন, 'প্রতিবছর এখানে বাইক, গাড়ি রেখে থাকি। এবার গাড়িতে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। এমনটা চললে মানুষ বইমেলায় আসবে কী করে?' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'এমন অনেকে আছেন, যাঁরা সকালে রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে রাতে নেন। পুলিশ ওই গাড়িগুলিকেই ট্র্যাক করছে। মেলায় আসা মানুষদের সমস্যা হলে পুলিশ নিশ্চয় দেখবে।' কবি সুভান দাসের বক্তব্য, 'বইমেলা কমিটি এবং প্রশাসনের আলোচনা করে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। আবার সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে। বড় গাড়ি ভিড় এলাকায় পার্ক করে চলে গেলাম, সেটাও হয় না।'

> কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে কোনও অনুষ্ঠানে গেলে গাড়ি পার্ক করার জায়গা পাই না। মেলার অনুষ্ঠানে গেলে গাড়ি পার্ক করব কোথায়?
>
> **সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়**
> *সংগীতশিল্পী*
>
> প্রতিবছর এখানে বাইক, গাড়ি রেখে থাকি। এবার গাড়িতে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। এমনটা চললে মানুষ বইমেলায় আসবে কী করে?
>
> **সুচরিতা সরকার**
> *মিলনপল্লির বাসিন্দা*
>
> বইমেলা কমিটি এবং প্রশাসনের আলোচনা করে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। আবার গাড়ি ভিড় এলাকায় পার্ক করে চলে গেলাম, সেটাও হয় না।
>
> **কবি সুভান দাস**
> *শিলিগুড়ি*

৪২ নম্বর ওয়ার্ডে জলের সংকট

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। গত কয়েক বছর ধরে এলাকায় এই সমস্যা চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। রাস্তার পাশে যে কল রয়েছে ও মাটির নীচে যে জলের পাইপ রয়েছে সেগুলিতে দিনের নির্দিষ্ট সময় জল আসে। কিন্তু জলের চাপ কম থাকায় এলাকাবাসীকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বাধ্য হয়ে দূরবর্তী এলাকা থেকে জল নিয়ে আসে। কেউ কেউ জল কিনে ব্যবহার করছেন। সকলের পক্ষে এভাবে পানীয় জল কেনা সম্ভব নয়। এই ওয়ার্ডের নেতাজিনগর, শালুগাড়া, প্রকাশনগর, মেচি বস্তি, লিম্বু বস্তি সহ অধিকাংশ এলাকায় এই সমস্যা রয়েছে।

এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শোভা সুব্বা বলেন, 'শালুগাড়াতে একটি নতুন জলের ট্যাংক তৈরির কাজ চলছে। এলাকার বেশ কিছু জায়গায় মাটির নীচে জলের পাইপ বসানো হয়েছে। নতুন পাইপ বসানোর জন্য কিছু জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। খুব দ্রুত এই ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা মিটে যাবে বলে আশা করছি।'

স্থানীয় বাসিন্দা সন্টু বর্মন বলেন, 'মাঝে মাঝে এলাকায় পুরনিগমের পক্ষ থেকে পানীয় জলের ট্যাংক পাঠানো হয়। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। প্রশাসনের উচিত দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা।'

> শালুগাড়াতে একটি নতুন জলের ট্যাংক তৈরির কাজ চলছে। খুব দ্রুত এই ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা মিটে যাবে বলে আশা করছি।
>
> **শোভা সুব্বা** *কাউন্সিলার*

প্রয়াত বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ

ইসলামপুর, ১১ ডিসেম্বর : ইসলামপুরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও সমাজকর্মী দেবাশিস চক্রবর্তী (৬৭) প্রয়াত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোররাতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামপুরের ক্রীড়া জগতে এক উজ্জ্বল নাম ছিলেন দেবাশিস। ক্রিকেট, ফুটবল সহ বিভিন্ন ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তিনি বহু বছর ধরে ইসলামপুর সাব- ডিভিশনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত থেকে ক্রীড়া উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খেলাধুলোর প্রতি তাঁর উৎসাহ ও নিবেদন স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে তাঁকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। শুধু ক্রীড়া জগতেই নয়, সমাজসেবায়ও তিনি ছিলেন সমানভাবে সক্রিয়। সাধারণ মানুষের সমস্যায় পাশে দাঁড়ানো, সামাজিক উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করা এসব ক্ষেত্রেও তিনি পরিচিত মুখ ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ শোকপ্রকাশ করেছেন।

সীমানা প্রাচীর বিপজ্জনক

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : আশ্বাসই সার। বিপজ্জনক অবস্থায় হেলে থাকা ডাম্পিং গ্রাউন্ডের বেহাল সীমানা প্রাচীর রয়েছে আগের অবস্থাতেই। বরং সংস্কারের ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায়, আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চানন রোড থেকে ডন বসকো রোডের সংযোগকারী রাস্তার একধার বরাবর ডাম্পিং গ্রাউন্ডের একপাশের ওই সীমানা প্রাচীরটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে। রাস্তার দিকে হেলে থাকায় যে কোনও সময় বড় বিপদ ঘটতে পারে বলে আশঙ্কিত অনেকেই। চার মাস আগে পুরনিগমের তরফে ওই সীমানা প্রাচীরটি ভেঙে নতুন করে তৈরির কথা বলা হলেও, এখনও সেই কাজ শুরু হয়নি। ফলে পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শুধু হেলে পড়েনি, সীমানা প্রাচীরের একাধিক জায়গায় ফাটল ধরেছে। ফলে নতুন করে প্রাচীর তৈরি প্রয়োজন বলে বক্তব্য স্থানীয়দের। তাঁদের বক্তব্য, নতুন করে প্রাচীর তৈরি করা না হলে কোনও কাজ হবে না। দুর্ঘটনা ঘটলে দায় নিতে হবে পুর প্রশাসনকেই। যদিও দ্রুত কাজ শুরুর আশ্বাস পুনরায় দিয়েছেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

টোটোয় ঝুঁকির যাত্রা ইস্টার্ন বাইপাসে

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : ইস্টার্ন বাইপাসে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটলেও হুঁশ ফিরছে না প্রশাসনের। ম্যাক্সিক্যাবের পেছনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝুলে ঝুলে গন্তব্যে যাচ্ছেন যাত্রীরা। আবার কিছু টোটো নয়জন যাত্রী নিয়ে বাইপাসের উপর দিয়ে চলাচল করছে। একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিক্যাবের ক্ষেত্রেও। এক ম্যাক্সিক্যাবচালক বলেন, 'তেলের দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় গাড়ি চালানো কষ্টকর হয়ে উঠেছে, ফলে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলতে হচ্ছে।'

প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে চেকপোস্ট থেকে ক্রান্তি পর্যন্ত দিনের পর দিন অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে ম্যাক্সিক্যাব চলাচল করছে। প্রতিদিনই ম্যাক্সিক্যাবের পেছনে ঝুলে ঝুলেই গন্তব্যে যাচ্ছেন যাত্রীরা। বাইপাসে একের পর এক অভিযান চালাচ্ছে আশিঘর সাব-ট্রাফিক পুলিশ কিন্তু অতিরিক্ত যাত্রীবাহী গাড়িগুলির ওপর কোনও পদক্ষেপ নেই ট্রাফিক পুলিশের। অন্য গাড়িচালকরা

বাইপাসে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলছে টোটো। –সংবাদচিত্র

অভিযোগ করছেন, 'আমরা গাড়িতে অতিরিক্ত মাল লোড করলে ট্রাফিক পুলিশের খপ্পরে পড়তে হয়। কিন্তু অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে অটোগুলি চলাচল করছে। সেদিকে কোনও নজর নেই ট্রাফিকের।' আশিঘর সাব-ট্রাফিক অফিসার ইনচার্জ তনয় সরকারের বক্তব্য, 'আমরা গাড়িচালক এবং টোটোচালকদের সঙ্গে কথা বলব। গাড়ির যাত্রী ক্ষমতা অনুসারে যাতে চলাচল করে সে বিষয়ে অনুরোধ করা হবে। চালকরা না মানলে ট্রাফিক আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ম্যাক্সিক্যাবের এক যাত্রী অরিত্র সেন বলেন, 'অনেক সময় গাড়ি পাওয়া যায় না। সেজন্য ঝুঁকি নিয়েই চাপাচাপি করে যেতে হয়।' টোটোচালক নীরব সরকার বলেন, 'আমরা নিয়ম মেনেই যাত্রী গাড়িতে বসাই কিন্তু অনেক সময় যাত্রীদের অনুরোধে অতিরিক্ত যাত্রী বসাতে হয়। ম্যাক্সিক্যাবচালক আকাশ বর্মন বলেন, 'তেলের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায় গাড়ি রাস্তায় নামানোই কষ্টকর হয়ে গিয়েছে। তবুও পেটের দায়ে চালাতে হচ্ছে। আবার টোটোর কারণে অনেকটাই যাত্রী কমে গিয়েছে। সেজন্য একটু বাড়তি টাকার জন্য দুই-একজন যাত্রী বেশি বসানো হয়।'

সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি স্কুলে অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিয়ে ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের আশিঘর সাব-ট্রাফিক গার্ড। উপস্থিত ছিলেন আশিঘর সাব-ট্রাফিক গার্ডের এসআই তনয়কুমার সরকার সহ অন্যরা। বাইক বা স্কুটারে করে স্কুলে আসার সময় পড়ুয়াদের হেলমেট পরিয়ে আনতে বলা হয়।

সরকারি প্রাথমিক স্কুলে প্রদর্শনী

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : কোনও পড়ুয়া তৈরি করেছে ওয়াটার পিওরিফায়ার, কেউ তৈরি করেছে এক্সেলেটর, কেউ বা ভলক্যানো, কেউ বা ল্যাপটপ আবার কেউ বা সৌরজগৎ। এসব মডেল তৈরি করেছে খুদে পড়ুয়ারাই। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাইমারি স্কুলে ছিল সায়েন্স মডেল, হ্যান্ডিক্রাফট এবং ড্রয়িং এগজিবিশন। পড়ুয়াদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা, গবেষণার প্রতি আগ্রহ তৈরি এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষেই স্কুলের এই বিশেষ উদ্যোগ। মডেল তৈরির পাশাপাশি হস্তশিল্প এবং হাতে আঁকা ছবির প্রদর্শনীও হয়। পড়ুয়ারা ৬০টিরও বেশি সায়েন্স মডেল তৈরি করেছে। প্রায় ১০০ জন পড়ুয়ার হাতে তৈরি জিনিস ছিল প্রদর্শনীতে। নানান থিমের ওপর ৩০০ জন পড়ুয়ার আঁকা ছবিও প্রদর্শন করা হয়।

স্কুলের প্রদর্শনীতে উৎসাহী পড়ুয়াদের ভিড়। বৃহস্পতিবার।

টিআইসি কাঞ্চন দাস বলেন, 'বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমন সায়েন্স এগজিবিশন নজিরবিহীন। বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমের স্কুলগুলির চেয়ে আমাদের ছাত্ররাও যে কিছু কম নয় তাও প্রমাণিত হয় এই প্রদর্শনী থেকে। প্রায় তিন-চার মাস আগে থেকে এগজিবিশনের পরিকল্পনা চলছিল আমাদের।' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী পরিদর্শক অরিন্দম রায়, এসজেডিএ-এর প্রতিনিধি সঞ্জয় মালাকার, ওয়ার্ড কাউন্সিলার অভয়া বসু।

পৃথিবীর পাঠশালা

পৃথিবীর যমজ, মাত্র ৪০ আলোকবর্ষ দূরে

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এক দারুণ খবর এনেছেন! আমাদের থেকে মাত্র ৪০ আলোকবর্ষ দূরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে পৃথিবীর আকারের এক গ্রহ— নাম গ্লিজ ১২বি। সবচেয়ে উত্তেজনার বিষয় হল, এটি তার তারকার বাসযোগ্য অঞ্চলে আছে! অর্থাৎ, সেখানে তাপমাত্রা এমন হতে পারে যে তরল জল থাকতে পারে, আর হয়তো প্রাণও! জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ দিয়ে বিজ্ঞানীরা এবার এর বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা করে দেখবেন। আমরা কি এবার ভিনগ্রহের 'যমজ ভাই'-এর কাছাকাছি এলাম? এই আবিষ্কার সৌরজগতের বাইরে প্রাণের সন্ধানের জন্য এক বিশাল পদক্ষেপ।

টুনা মাছের জীবন, থামলেই ফিনিশ

টুনা মাছের জীবনটা এক অদ্ভুত নিয়মের ফাঁদে বাঁধা: এদেরকে একটানা সাঁতার কাটতেই হবে, নাহলে মরে যাবে! কারণ কী জানেন? তারা অন্য মাছের মতো ফুলকা দিয়ে জল পাম্প করতে পারে না। তাদের মুখ খুলে এগিয়ে যেতে হয়, যাতে সাঁতারের ফোর্সে জল ফুলকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অক্সিজেন দিতে পারে। যদি তারা থামে, তবে জলের প্রবাহ বন্ধ, আর তারা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়! এদের আবার ভেসে থাকার জন্য সুইম ব্লাডারও নেই। টুনা মাছের জীবন যেন স্পিড এবং সারভাইভালের এক নিখুঁত উদাহরণ।

সিলিন্ডার নিয়ে মঞ্চে, বাবার সম্মান

ব্রাজিলের লরেঞ্জো মনফার্দিনি তার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নেওয়ার সময় যা করলেন, তাতে সবার চোখ ভিজে গেল! তিনি মঞ্চে তার ডিপ্লোমা নিতে এলেন একটা গ্যাস সিলিন্ডার কাঁধে নিয়ে! এই সিলিন্ডার তার বাবার প্রতীক, যিনি ২৬ বছর ধরে ঘরে ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে দিয়েছেন, আর সেই কষ্টের রোজগারে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছেন। লরেঞ্জো তার বাবার প্রতি বিনয় আর কৃতজ্ঞতা জানাতেই এমনটা করলেন। তার এই কাণ্ড প্রমাণ করল, বাবার কঠোর পরিশ্রম আর ত্যাগের কাছে ডিগ্রি কেবল একটি কাগজমাত্র।

টাকা নয়, খামারে কাজ আর বিশ্বভ্রমণ

যাঁরা ঘুরতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য দারুণ খবর! WWOOF(World Wide Opportunities on Organic Farms) একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আপনি জৈব খামারগুলোতে কাজ করবেন আর তার বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা পেয়ে যাবেন— কোনও টাকা খরচ ছাড়াই! ১৯৭১ সালে শুরু হওয়া এই প্রোগ্রামটি এখন ১৩০টিরও বেশি দেশে চালু আছে। দিনে চার থেকে ছয় ঘণ্টা কাজ করলেই হল— বাকি সময়টা ঘুরে বেড়ান, আর স্থানীয় সংস্কৃতি উপভোগ করুন। এটা কেবল চাষবাস নয়, বরং শেখা, ভ্রমণ আর নতুন বন্ধু বানানোর এক চমৎকার সুযোগ।

WWOOF FoWO Federation of WWOOF Organisations

বাদের তালিকা নিয়ে বিএলও-দের সঙ্গে মতবিরোধ

সই-এ না তৃণমূল বিএলএ-দের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : এনুমারেশন ফর্মের কাজ শেষে প্রত্যেক বুথ লেভেল অফিসারকে (বিএলও) রাজনৈতিক দলগুলির বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) নিয়ে বৈঠক করতে বলা হয়েছে। সেই বৈঠকে সংশ্লিষ্ট বুথের বর্তমান চিত্র অর্থাৎ বিভিন্ন কারণে বাদ যাওয়া ভোটারদের তালিকা তুলে ধরে সেখানে বিএলএ-দের সই নিতে বলা হয়েছে। অন্য রাজনৈতিক দলের বিএলএ সই করলেও রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের বিএলএ-রা সেখানে সই করছেন না। আর তা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থার নির্দেশ, বিএলও-দের ডাকা বৈঠকে অংশ নিলেও বিএলএ-রা সই করবেন না। সেই নির্দেশ মেনেই নথিতে কেউ সই করছেন না। তবে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলএ-১ পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'এই বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।' সূত্রের খবর, বিএলও-দের সঙ্গে বাদের তালিকা নিয়ে মতবিরোধের জেরেই সই করতে চাইছেন না তৃণমূলের বিএলএ-রা।

এরাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) কাজ প্রায় শেষ লগ্নে। রাজ্যের প্রায় সব বুথের ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়ে গিয়েছে। আর এই ফর্ম জমা দেওয়ার পরেই নির্বাচন কমিশন চার পাতার একটি তালিকা বিএলও-দের হাতে দিচ্ছে। যেখানে সংশ্লিষ্ট বুথের মৃত, স্থানান্তরিত, নিখোঁজ এবং দু'জায়গায় নাম থাকা ভোটারদের নামের তালিকা রয়েছে। সেই তালিকায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বিএলএ-দের সই করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ফর্মে প্রতিটি দলের বিএলএ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও, বিএলও সুপারভাইজারের সই করার জন্যও নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে।

> **কোথায় সমস্যা**
>
> ■ এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার পরেই নির্বাচন কমিশন চার পাতার একটি তালিকা বিএলও-দের হাতে দিচ্ছে
>
> ■ সেই তালিকায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বিএলএ-দের সই করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন
>
> ■ তাতে সই করছেন না তৃণমূলের বিএলএ-রা

শিলিগুড়িতেও সেইমতো বিএলও-রা বুথে বুথে বৈঠক করছেন। সেখানে রাজ্যের শাসক, বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের বিএলএ অংশ নিচ্ছেন। অন্যরা সেই ফর্মে সই করলেও তৃণমূলের বিএলএ-রা সই করছেন না। বিএলও-রা বলছেন, 'আমরাও সেই ফর্মই জমা করে দিচ্ছি।'

কিন্তু তৃণমূলের বিএলএ-রা কেন সই করছেন না?

তৃণমূলের শহর এবং গ্রামের একাধিক বিএলএ জানিয়েছেন, জেলা নেতৃত্ব তাঁদের নির্দেশ দিয়েছে। দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক এই নির্দেশ দিয়েছে বলে দলের এক শিক্ষক নেতা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্টও করেছেন।

তবে, শিলিগুড়ির তৃণমূলের একাধিক বিএলএ দাবি করেছেন, তাঁরা সবসময় বিএলও-দের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত তথ্য তাঁদের কাছেও রয়েছে। বিএলও'র ডাকা বৈঠকে কমিশনের দেওয়া হিসাবের সঙ্গে তাঁদের হিসাব মিলে যাচ্ছে। তাহলে কেন সই করা যাবে না, তা বুঝতে পারছেন না অনেকেই। কিন্তু দলের নির্দেশ তো অমান্য করা যাবে না। তাই সই করেননি তৃণমূলের বিএলএ-রা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, শুনানির সময় বাদ যাওয়া ভোটারদের নাম তালিকায় পুনরায় যুক্ত করার জন্য জোরালো দাবি জানাবে তৃণমূল। বিভিন্ন নথিপত্র পেশ করে ভোটারের নাম তোলার চেষ্টাও করবে রাজ্যের শাসকদল। আর সেই রাস্তা খোলা রাখতেই বিএলএ-দের নির্বাচন কমিশনের নথিতে সই করতে দেওয়া হয়নি।

মাধ্যমিকের আগে জেলায় প্রস্তুতি বৈঠক

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ ডিসেম্বর : মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে জেলা প্রশাসন, সেন্টার সেক্রেটারি ও সেন্টার ইনচার্জদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা সদরের নিউটাউন গার্লস স্কুলে প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এদিন বৈঠকে জেলার মাধ্যমিক আহ্বায়ক শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, যুগ্ম আহ্বায়ক শৌভিক দে সরকার সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। রেজিস্ট্রেশনের তথ্য প্রকাশ করে পর্ষদের সভাপতি জানান, গত বছরের তুলনায় এবার জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পাঁচ হাজার বৃদ্ধি পাবে। গত বছর জেলায় প্রায় ১৭,৫৭৬ জন পরীক্ষার্থী ছিল। তবে এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এখনও প্রকাশিত না হওয়ায় কতজন পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে, নির্দিষ্ট করে বলা যায়নি।

জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে বন, পাহাড়ি এলাকা ও বেহাল রাস্তা নিয়ে চিন্তিত প্রশাসন। এ বছর জেলায় মাধ্যমিকের ১৮টি সেন্টার ও ৭০টি ভেনুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত প্রায় ৪১ কিলোমিটার ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। এই রাস্তার গা ঘেঁষে অনেক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া বক্সা, জয়ন্তী এলাকার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের একটা বড় অংশের পরীক্ষাকেন্দ্র পড়ে আলিপুরদুয়ার শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায়। প্রায় ৩০ কিলোমিটার বা তারও বেশি বনাঞ্চলের পথ অতিক্রম করে কেন্দ্রে পৌঁছোতে হিমসিম খেতে হয় তাদের। চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষার্থীদের অনেককেই পরীক্ষা শুরুর বেশ খানিকক্ষণ পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছোতে দেখা গিয়েছিল। তবে এই বিষয়ে বন দপ্তরের বিশেষ যানবাহন ছাড়াও এনবিএসটিসি-র পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান পর্ষদ ও শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা। পরীক্ষাকেন্দ্রে বিদ্যুতের সরবরাহ ঠিক রাখা ছাড়াও অগ্নিনির্বাপণে বিশেষ নজরদারি চালাবে দমকল অফিস। এছাড়া একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয় বৃহস্পতিবারের বৈঠকে।বৈঠক শেষে পর্ষদের টেস্ট পেপার উন্মোচন করে পর্ষদ সভাপতি বলেন, 'অন্য বছরের তুলনায় অনেক আগে টেস্ট পেপার পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হল।' আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে ক্যাম্প করে ১২ এবং ১৩ ডিসেম্বর জেলার অন্য স্কুলগুলির জন্য টেস্ট পেপার বিতরণ করা হবে বলে জানান তিনি।

আরামে আম্মু।।

জম্মুর 'জাম্বো জু'তে বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

দাদার লাঠির ঘায়ে মৃত্যু

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১১ ডিসেম্বর : জমিতে দিনমজুরি করে কষ্টের উপার্জিত টাকায় শখ করে একটি মোবাইল ফোন কিনেছিলেন দাদা। আবদার করায় ভাইকে সেই মোবাইলটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। আর তাতেই বিপত্তি। মোবাইলটি বাজি রেখে জুয়া খেলে তা হেরে যান ভাই। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় দুই ভাইয়ের মধ্যে তুমুল বচসা। আর তাতেই ভাইকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন দাদা। কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় সুশীল ওরাওঁ (২৫) নামে ওই তরুণের।

পুলিশি হেপাজতে ধৃত।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল ফরেস্ট বস্তি এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়েছে। ঘটনায় বুধবার রাতেই ছেলের বিরুদ্ধে বক্সিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বৃদ্ধা মা। এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, 'তদন্তের সূত্রে দাদা সুভাষ ওরাওঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।' বৃহস্পতিবার ধৃতকে তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতে পেশ করলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

স্থানীয় সূত্রে খবর, স্বামী মারা যাওয়ার পর দুই ছেলে সুশীল ওরাওঁ এবং সুভাষ ওরাওঁকে নিয়ে সংসার চালাতেন মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রসিকবিল ফরেস্ট বস্তির বাসিন্দা বৃদ্ধা ফাগুনি ওরাওঁ। প্রতিবেশীদের দাবি, অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে রোজগারের টাকায় শখ করে একটি মোবাইল ফোন কিনেছিলেন দাদা সুভাষ। দিন তিনেক আগে ভাইয়ের আবদারে সেই মোবাইল ফোনটি ভাইকে ব্যবহার করতে দিয়ে কাজে গিয়েছিলেন দাদা।

কী ঘটেছিল সোমবার রাতে?

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে খবর, জুয়ায় বাজি রেখে সেই মোবাইল ফোনটি হেরে যান ভাই। তা জানতে পেরে দুই ভাইয়ের তুমুল অশান্তি শুরু হয়। অভিযোগ, লাঠি নিয়ে হাতাহাতির সময় সুভাষ তাঁর ভাইয়ের মাথায় লাঠি দিয়ে জোরে আঘাত করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সুশীল। স্থানীয়দের উদ্যোগে তাঁকে প্রথমে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাঁকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। বুধবার সন্ধ্যায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মুহূর্তে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার। মা ফাগুনি ওরাওঁ বলেছেন, 'আমি দুই ছেলেকে বড় করেছি কত কষ্টে। স্বামী মারা যাওয়ার পর ওরাই তো ছিল আমার ভরসা। কিন্তু সেই দুজনের ঝগড়ার শেষ পরিণতি যে এমন হবে, কল্পনাও করিনি। আজ এক ছেলে মরে গেল, আরেকজন জেলে, আমি এখন কার ভরসায় বাঁচব?'

সাজানো হচ্ছে অবজার্ভেশন ওয়ার্ড

জলপাইগুড়ি মেডিকেলে পরিকাঠামোয় জোর

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : বেসরকারি হাসপাতালের ধাঁচেই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে অবজার্ভেশন ওয়ার্ডের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি বুঝে অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে রেখে ছুটি দেওয়া হবে। প্রয়োজন ছাড়া সব রোগীকে আর ভর্তি নয়। রোগী পরিষেবার মান উন্নত করতে অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে সর্বক্ষণের জন্য চিকিৎসক রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। খুব শীঘ্রই অবজার্ভেশন ওয়ার্ডের পরিকাঠামো উন্নত করা হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'সুপারস্পেশালিটি বিভাগে আমাদের অবজার্ভেশন ওয়ার্ড রয়েছে। আমরা চাইছি তার পরিকাঠামো আরও উন্নত করে আরও ভালো পরিষেবা দিতে। তাতে আমাদের পরিষেবার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মের পরিবর্তন করতে হবে। বিশেষ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যাঁরা হাসপাতালে আসেন তাঁদের এই অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে রেখে প্রাথমিক চিকিৎসা সেরে ফেলতে চাইছি। সেক্ষেত্রে আমরা আশা করছি অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারব।'

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে সুপারস্পেশালিটি বিভাগের জরুরি বিভাগের ঠিক পাশেই অবজার্ভেশন ওয়ার্ড। সেখানে বেশ কয়েকটি বেড রয়েছে। এছাড়াও মনিটর থেকে শুরু করে অক্সিজেন দেওয়া সহ যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। তবে যে উদ্দেশ্যে এই অবজার্ভেশন ওয়ার্ডটি করা হয়েছিল সেটি সফল হয়নি বলে অভিযোগ। এবার অবজার্ভেশন ওয়ার্ডের পরিষেবাগত পরিকাঠামো তৈরি হবে বেসরকারি হাসপাতালের ধাঁচে। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি ঘটনায় দেখা গিয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কেউ

> হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যাঁরা হাসপাতালে আসেন তাঁদের এই অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে রেখে প্রাথমিক চিকিৎসা সেরে ফেলতে চাইছি। সেক্ষেত্রে আমরা আশা করছি অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারব।
>
> **ডাঃ কল্যাণ খান**
> *এমএসভিপি, জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ*

হাসপাতালে আসার পর জরুরি বিভাগ থেকে তাঁকে ওয়ার্ডে ভর্তি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা রোগীকে নিয়ে ওয়ার্ডে যাওয়ার পথে বা লিফটের ভেতরেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ আর ঝুঁকি নিতে চাইছে না। এই রোগীদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসক দেখার পরেই জরুরিকালীন চিকিৎসা পরিষেবা দিতে অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হবে। সেখানে প্রাথমিক স্তরে তাঁর যাবতীয় চিকিৎসা করার পর রোগী সংকট-পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠলে তাঁকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। এই ধরনের রোগীদের পর্যবেক্ষণের জন্য অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে একজন চিকিৎসক থাকবেন।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রতিদিন বেশকিছু রোগীকে জরুরি বিভাগ থেকে সরাসরি ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সেই রোগী ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়ার ঘণ্টা দুয়েক বাদেই চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে বাড়ি যাওয়ার মতো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন। সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর ওই রোগী আর হাসপাতালে ভর্তি থাকতে চাইছেন না। চিকিৎসক ছুটি দিতে না চাইলেও রোগী সুস্থ বোধ করায় বন্ডে স্বাক্ষর করে নিজেই বাড়ি চলে যাচ্ছেন। কেন রোগী হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি যেতে চাইছেন? স্বাস্থ্য ভবনের এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। এই ধরনের রোগীদেরও জরুরি বিভাগে আসার পর অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা করে সুস্থ হওয়ার পর ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। তাতে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডের ওপর চাপও যেমন কিছুটা কমবে, একইভাবে যাঁদের প্রয়োজন রয়েছে সেই রোগীদের ক্ষেত্রে বেড পেতে সুবিধে হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

৩৫ হাজারি চেয়ার

প্রথম পাতার পর

মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির ঘরের খোলনলচে আগেই পালটে ফেলা হয়েছে। কলকাতা থেকে চারটি ট্রাকে করে একটি দামি আসবাবপত্র নির্মাণ সংস্থার চেয়ার, টেবিল মহকুমা পরিষদে এসে পৌঁছায়। সেখানেই মহকুমা পরিষদের কর্মীরা ওই সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে চেয়ার, টেবিলের দাম নিয়ে আলোচনা জুড়ে দেন। সেখানে মহকুমা পরিষদের এক কর্মী বলেন, '৩৫ হাজারের পাশাপাশি এমন বেশ কিছু চেয়ার রয়েছে, যার দাম প্রায় ৪২ হাজার টাকা। ৯৫টি চেয়ার কনফারেন্স রুমে রাখা হবে।'

দাম শুনে অবশ্য কর্মীদের মধ্যে অনেকের চক্ষু চড়কগাছ। এদিন দোতলার মিটিং রুমে নতুন চেয়ার ঢোকানোর জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, মিটিং রুমে বা কনফারেন্স রুমে যে চেয়ারগুলি রয়েছে, সেগুলিকে আপাতত কোথায় রাখা হবে। কেননা এমনিতে মহকুমা পরিষদের অফিসে জায়গার অভাব। তাছাড়া সেইসব কাঠের ও প্লাস্টিকের চেয়ার খুবই ভালো অবস্থায় রয়েছে। সেখানে এক কর্মী জানান, চেয়ারগুলিকে নিলাম করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি অধ্যাপক তাপস সরকার বলেন, 'কাটমানির জন্যই এত দামি চেয়ার কেনা হয়েছে। গ্রামগঞ্জের রাস্তাগুলি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। মাটিগাড়াতে যা নিয়ে রাস্তা অবরোধ হয়েছে। যে টাকা চেয়ার কেনায় খরচ হয়েছে, তা দিয়ে রাস্তা সংস্কার হয়ে যেত। এমন টাকা হয়তো সমস্ত জেলা পরিষদে দেওয়া হয়েছে। আসলে এই চেয়ার কেনার আগেই হয়তো কাটমানির বিষয়টি সেটিং হয়ে গিয়েছে। এত দামি চেয়ারের কোনও প্রয়োজনীয়তাই নেই।'

দেহের পাশে

প্রথম পাতার পর

দুপুরে পরিবারের সদস্যরা এলে পুষ্পাকে বের করে নিয়ে যান বলে দাবি করা হয়েছে। দেহ নিয়ে যাওয়ার সময় যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না হয়, সেজন্য পুলিশ উপস্থিত ছিল। গোটি বিষয়টি ফাঁড়িতে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, 'রোগী অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসে ভুগছিলেন। খুবই সংকটজনক অবস্থায় রোগী যে রয়েছেন, তা আগেই আত্মীয়দের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসকরা সমস্ত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রোগীর মৃত্যুর পরই তাঁর পরিবারের এক মহিলা আমাদের এক মহিলা চিকিৎসককে চড় মারেন। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ দেরি করে আসে। তবে ওই মহিলাকে আটকে রাখার বিষয়টি জানা নেই।'

মহিলা চিকিৎসককে যখন দায়িত্বরত অবস্থায় চড় মারা হল, তাহলে কেন মেডিকেল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত মহিলার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করল না? সেই প্রশ্নের জবাবে সুপার বলেন, 'মৃতার আত্মীয় চিকিৎসককে চড় মারার পর ক্ষমা চেয়েছেন। সেই কারণে ওই মহিলা চিকিৎসক বড় মনের পরিচয় দিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেননি। অভিযোগ করার যে দরকার নেই, তা আমার কাছে এসে তিনি জানিয়েছেন।'

দাদা আর বাবুদের মানে বদল বাংলায়

প্রথম পাতার পর

কী চমৎকার দাদাগিরি দেখাচ্ছেন এঁরা। দাদাগিরি শব্দটা ব্যবহার করা হত দারুণ ইতিবাচক অর্থে। এখন নেতা, মেজো নেতা, সেজো নেতা, ছোট নেতাদের দৌলতে দাদাগিরি হয়ে উঠেছে চূড়ান্ত অপসংস্কৃতির অঙ্গ। ধরে নেওয়া হচ্ছে, দাদাগিরি দেখায় এক শ্রেণির মস্তানরা। দাদাগিরি তাদেরই অঙ্গ। অমুকদা, তমুকদা অনেক সময় বলা হয় ব্যঙ্গার্থেই।

দাদাগিরির মতো বাবুয়ানি কথাটাও তো ব্যবহার করা হয় কটাক্ষ অর্থে। দাদাগিরি ও বাবুয়ানি, শব্দ দুটো কোথাও এক হয়ে যায়। মোদির 'বঙ্কিমদা' এবং অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নরেন্দ্র বাজপেয়ী' যেমন হাসির খোরাকে এক হয়ে যায়।

দাদা মানে কী, অক্সফোর্ড বা ওয়েবস্টারের অভিধানে ঘাঁটলে দেখব, প্রথমেই রয়েছে এক আন্তর্জাতিক ছবি আঁকার যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের কথা। আন্দোলন ও আন্দোলন সমর্থকদের ক্ষেত্রে দাদাইজম কিংবা দাদাইস্ট কথাটা চলে আসে। সৌরভ বা ভক্তদের ক্ষেত্রেও এই দুটো শব্দ ব্যবহার করা যায় না?

দাদা আবার ডাকা হত সর্বকালের অন্যতম নিষ্ঠুর শাসক উগান্ডার ইদি আমিনকে। বাঙালির দাদারা ইদানীং যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। বিশেষ করে নির্বাচন ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেললে।

আর আমরা ভোটাররা ধরে নিয়েছি, এইসব দাদাদের দেখতেই হবে আমাদের। এদের লেজ ধরেই পেরোতে হবে বৈতরণি। এটা আমাদের, মানে 'বঙ্কিমদা' বা 'বঙ্কিমবাবু'র উত্তরসূরিদের ভাগ্যে লেখা আছে!

বেনজির তোপ মমতার

প্রথম পাতার পর

কিচ্ছু করতে পারবে না।' এসআইআর প্রসঙ্গে প্রথম দিন থেকেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই দোষারোপ করে চলেছেন মমতা। এমনকি, তাঁর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে।

তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, শা'র অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। এরাজ্যে দেড় কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। মমতা কৃষ্ণনগরে বলেন, 'বাংলাকে আমি হাতের তালুর মধ্যে রাখি। কারণ, আমি রাজ্যটাকে চিনি। দিল্লি থেকে ওদের লোক পাঠিয়েছে। ওদের বলা হয়েছে দেড় কোটি নাম বাদ দিতে। একটা নাম বাতিল হলেও আমি ধর্না দিয়ে বসে থাকব। মনে রাখবেন, ২০২৯ সালের আগেই বিজেপি সরকারের পতন হবে।'

দু'দিন আগে কোচবিহারে এসে সীমান্তে বিএসএফের 'যথেচ্ছাচারের' মোকাবিলায় মহিলাদের সামনে এগিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কৃষ্ণনগরে তিনি এসআইআর-এ কারও নাম বাদ গেলে মহিলাদের 'বাড়ির রান্নার সরঞ্জাম' নিয়ে আন্দোলনের প্রথমের সারিতে থাকার ডাক দেন বৃহস্পতিবার। মমতা বলেন, 'ওরা বলছে তাড়িয়ে দেবে? তাড়িয়ে দেখাও। এসআইআর করে মা-বোনেদের অধিকার কাড়বে? তারপর দিল্লির পুলিশ এনে ভয় দেখাবে?'

মহিলাদের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করেন, 'কি মা-বোনেরা বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো? যেগুলো দিয়ে রান্না করেন?' মুখ্যমন্ত্রীর কথায় সভায় উপস্থিত মহিলারা সমস্বরে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ আছে। নাম কাটলে ছেড়ে দেব না। সেই শক্তি আছে।' এরপর তিনি পরামর্শ দেন, 'মেয়েরা সামনে থেকে লড়াই করবে। ছেলেরা পিছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই, মা-বোনেদের শক্তি বেশি, না বিজেপির শক্তি বেশি। ভোট এখনও ঘোষণা হয়নি। তোমরা জেলা শাসকদের ভয় দেখাচ্ছ? মানুষকে বন্ডেড লেবার বানাতে চাইছ? মনে রাখবেন, আঘাত করলে প্রত্যাঘাত হবে।'

কলকাতা ময়দানে গত রবিবার লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের কর্মসূচির সময় এক চিকেন প্যাটিস বিক্রেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি ওদের সবক'টাকে গ্রেপ্তার করেছি। এটা বাংলা, উত্তরপ্রদেশ নয়।' যদিও ধৃত তিনজনেরই বৃহস্পতিবার জামিন মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে।

রেলগেট বন্ধ

ইসলামপুর, ১১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে প্রায় আধ ঘণ্টা শান্তিনগর রেলগেট বন্ধ থাকার ফলে বিপাকে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। রেলগেটে এসে আপ লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে একটি মালগাড়ি। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে মালগাড়িটি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকায় সমস্যা তৈরি হয়। রেলগেটের দুই প্রান্তে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

আলুয়াবাড়ি রোড রেলস্টেশনের ম্যানেজার অজিতকুমার সিং বলেন, 'আজ মেইন লাইনে ট্রেন থাকায় মালগাড়িটিকে ওই এলাকায় দাঁড় করাতে হয়েছিল। তাতে রেলগেটে সমস্যা হয়েছে।'

বাড়ি ভাঙচুর

প্রথম পাতার পর

সারারাত বচসা চলে এনিয়ে। সেই সময় একবার কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে, আর একবার গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন স্ত্রী। তবে তাঁকে আটকে দেন স্বামী। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ তারিখ ভোরে গাছের পোকা মারার বিষ খান ওই মহিলা। তড়িঘড়ি তাঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী ও মহিলার পরিবারের লোকজন। ভাঙচুর চালানো হয় স্বামীর প্রেমিকার তালাবন্ধ বাড়িতে। ভেতরে ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেও প্রথমটায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারেনি। স্থানীয় মহিলাদের রুখতে কোনও মহিলা পুলিশও ছিলেন না। ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পুলিশের সামনেই গোটা বাড়ি তছনছ করা হয়। যদিও অভিযুক্ত প্রেমিকাকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেয়। পরে ঘটনাস্থলে আসে আরও পুলিশবাহিনী, মহিলা পুলিশ, র‍্যাফ। কিছুক্ষণ বাদে ভক্তিনগর থানার পুলিশও এসে পৌঁছায়। কোনওমতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা স্মৃতি সাহা বলেন, 'ওই প্রেমিকার চরম শাস্তি চাই আমরা।' তবে, অভিযুক্ত প্রেমিকার পরিবারের সদস্যরা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর মেয়ে বলেন, 'আমার মায়ের নামে বদনাম করা হচ্ছে। যারা আমাদের বাড়ি ভেঙেছে তাদের সবার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাব।' ঘটনার পর পরিবারের সদস্যদের ভক্তিনগর থানায় নিয়ে আসা হয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'পুলিশের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হচ্ছে। যাঁদের বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, তাঁদের তরফেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যাঁরা ভাঙচুর করেছেন তাঁদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।'

দিল্লির প্রাথমিক দলে বিরাট

‘পারিশ্রমিক’ কমতে চলেছে রোকোর

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর : টি২০-র পর টেস্টকে গুডবাই জানিয়েছেন।

ওডিআই ফর্ম্যাটেই টিকে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার। পঞ্চাশ-পঞ্চাশ টক্করে দুইজনেই দুরন্ত ফর্মে থাকলেও সূত্রের খবর, বিরাটদের পারিশ্রমিক কমতে চলেছে। শুধুমাত্র একটি ফর্ম্যাটে খেলার ফলে সর্বোচ্চ ‘এ প্লাস’ গ্রেড থেকে বাদ পড়তে চলেছেন রোকো।

বর্তমান বার্ষিক চুক্তির তালিকায় মোট চারজন সর্বোচ্চ ‘এ প্লাস’ ক্যাটিগোরিতে আছেন। বিরাট, রোহিত ছাড়া বাকি দুইজন হলেন জসপ্রীত বুমরাহ, রবীন্দ্র জাদেজা। জাদেজাও টি২০ ফর্ম্যাটকে বিদায় জানালেও রোকোর মতো তাঁকেও সর্বোচ্চ গ্রেডে রাখা হয়েছে। সূত্রের দাবি, পরবর্তী বার্ষিক চুক্তিতে যে ভাবনায় বদল আসতে চলেছে।

আগামী ২২ ডিসেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা রয়েছে। যেখানে বার্ষিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে। চূড়ান্ত তালিকাও তৈরি হওয়ার কথা। খবর, প্রাথমিক ভাবনায় সর্বোচ্চ গ্রেড থেকে বিরাট-রোহিতকে ‘এ’ গ্রেডে নামিয়ে আনা হবে।

‘এ প্লাস’ গ্রেডে বার্ষিক চুক্তির অঙ্ক ৭ কোটি টাকা। ‘এ’ গ্রেডে ৫ কোটি। ‘বি’ ও ‘সি’ গ্রেডে যথাক্রমে ৩ ও ১ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে বিরাট-রোহিতকে যদি সর্বোচ্চ থেকে ‘এ’ গ্রেডে নামানো হয়, তাহলে দুইজনের পারিশ্রমিক ২ কোটি টাকা কমতে চলেছে। টেস্ট ও ওডিআই ফর্ম্যাটে অধিনায়ক শুভমান গিলের সর্বোচ্চ গ্রেডে স্থান পাওয়া একপ্রকার নিশ্চিত। এছাড়া নতুন চুক্তিতে উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা অভিষেক শর্মা, বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানাদের।

বার্ষিক সভার অ্যাজেন্ডায় রয়েছে মহিলা ক্রিকেটারদের বার্ষিক চুক্তির বিষয়। বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, বিশ্বজয়ী মহিলা দলের পারিশ্রমিক অনেকটাই বাড়বে নতুন বার্ষিক চুক্তিতে। আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারিদের পারিশ্রমিকের বর্তমান কাঠামোতেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা।

এদিকে, বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য বৃহস্পতিবার ঘোষিত দিল্লির প্রাথমিক দলে বিরাট কোহলির নাম। আছেন ঋষভ পন্থও। বিরাটের বিজয় হাজারে ট্রফি খেলা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে। বোর্ডের তরফে বিরাটের খেলা নিয়ে ইতিবাচক ঘোষণা হলেও ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে কোহলি ঘনিষ্ঠদের কথায়। তবে দিল্লি নির্বাচক কমিটি দাবি করেছে, বিরাটকে পাওয়া যাবে। খেলার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন।

দিল্লি এলিট গ্রুপ ‘ডি’-তে রয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে। তারপর গুজরাট ম্যাচ। দুই ম্যাচই বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে খেলবে তারা। আইপিএলের সুবাদে যা কোহলির দ্বিতীয় হোমগ্রাউন্ড। গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে নবনির্মিত আলুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

সিটির কাছে হেরে আরও চাপে রিয়াল

মাদ্রিদ, ১১ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মঞ্চেও চাকা ঘুরল না। ঘরের মাঠে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে ম্যাচ হেরে আরও চাপে রিয়াল মাদ্রিদ।

প্রথম দলের ৮ ফুটবলারকে ছাড়াই দল সাজাতে হয়েছিল রিয়াল কোচ জাভি অলন্সোকে। তবুও ২৮ মিনিটে রডরিগোর গোল স্বস্তি এনে দেয় শিবিরে। যদিও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৩৫ মিনিটে সিটিকে সমতায় ফেরান নিকো ও’রিলি। এরপর ৪৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের লক্ষ্যভেদে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় পেপ গুয়ার্দিওলার দল। দ্বিতীয়ার্ধে বহু চেষ্টা করেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি মাদ্রিদ জায়েন্টরা। শেষপর্যন্ত ২-১ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে সিটি।

> রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবে এটা খুবই সাধারণ বিষয়। সমর্থকরাই আমাদের শক্তি। তারা কেন বিদ্রুপ করছে তা অবশ্যই ভাবতে হবে। সমস্যার সমাধানও খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরই। আমার কাছে সবার আগে রিয়াল মাদ্রিদ।
>
> **– জাভি অলন্সো**
> রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকদের বিদ্রুপ প্রসঙ্গ

ঘরের মাঠে হেরে মুখ ঢাকলেন রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহাম।

দলের খারাপ পারফরমেন্সের জেরে রিয়াল কোচ অলন্সোর ওপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে। যদিও রডরিগো, জুড বেলিংহামে মতো কয়েকজন ফুটবলার কোচের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। সিটির কাছে হারের পর রডরিগো বলেছেন, ‘জানি কাঙ্ক্ষিত ফল পাচ্ছি না আমরা। সময়টা কঠিন। তবে কোচ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।’ সেই রেশ ধরেই বেলিংহাম বলেছেন, ‘আলোচনার মাধ্যমে সাজঘরেই সমস্যার সমাধান করতে হবে আমাদের। দেখতে হবে কোথায় ভুল হচ্ছে।’

এদিন স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যাচ শেষে রিয়াল সমর্থকদের থেকে বিদ্রুপ ধেয়ে আসে অলন্সোর দিকে। তা নিয়ে রিয়াল কোচের স্পষ্ট জবাব, ‘রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবে এটা খুবই সাধারণ বিষয়। সমর্থকরাই আমাদের শক্তি। তারা কেন বিদ্রুপ করছে তা অবশ্যই ভাবতে হবে। সমস্যার সমাধানও খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরই। আমার কাছে সবার আগে রিয়াল মাদ্রিদ।’

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দিনের অন্য ম্যাচে ক্লাব ব্রাগাকে ৩-০ গোলে হারাল আর্সেনাল। গানারদের হয়ে জোড়া গোল করেন নোনি মাদুয়েকে। অপর একটি গোল গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির। আটকে গিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা।

ম্যাচ জয়ের পর উল্লাস ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মাদের।

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ১-২ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
ক্লাব ব্রাগা ০-৩ আর্সেনাল
অ্যাথলেটিক বিলবাও ০-০ প্যারিস সাঁ জাঁ
বেনফিকা ২-০ নাপোলি
বেয়ার লেভারকুসেন ২-২ নিউক্যাসল ইউনাইটেড
জুভেন্তাস ২-০ পাফোস এফসি
কারাবাগ এফকে ২-৪ আয়াখস আমস্টারডাম
ভিয়ারিয়াল ২-৩ এফসি কোপেনহেগেন
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ২-২ বোডো/গ্লিমট

বৃহস্পতিবার ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টি২০-র আগে দুই বিশ্বজয়ী হরমনপ্রীত কাউর ও যুবরাজ সিংয়ের সামনে তাঁদের নামে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুর স্টেডিয়ামে স্ট্যান্ড উদ্বোধন করা হল।

ম্যাচ শুরুর আগে প্রাক্তন সতীর্থ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আড্ডায় মাতলেন যুবরাজ।

১০০ টাকায় বিশ্বকাপের টিকিট!

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর : দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে দুই মাসেরও কম সময় বাকি। বৃহস্পতিবার শুরু হল মহারণের প্রথম পর্যায়ের টিকিট বিক্রি। বিশ্বকাপের দশম সংস্করণে টিকিটের দাম সাধারণের নাগালের মধ্যে রাখা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় মূল্যে ১০০ টাকা এবং শ্রীলঙ্কান রুপিতে ১০০০। কুড়ি লক্ষেরও বেশি টিকিট বিক্রি করা হবে। আইসিসি-র লক্ষ্য টিকিটের দাম যত বেশি সম্ভব কম রেখে বিশ্বকাপ সর্বজনীন করে তোলা। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার সিইও সংযোগ গুপ্তা বলেছেন, ‘প্রথম পর্যায়ের টিকিট বিক্রি আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার- যে কোনও ভৌগোলিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার ক্রিকেটপ্রেমীরা যেন ক্রিকেটের সেরা প্রতিযোগিতার স্বাদ নিতে পারেন।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘দর্শকদের সাশ্রয়ের কথা ভেবে টিকিটের দাম ভারতীয় মূল্যে ১০০ এবং শ্রীলঙ্কার মূল্যে ১০০০ রাখা হয়েছে। আমরা চাইছি দর্শকরা দূর থেকে নয়, বরং স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে ক্রিকেটের বিশ্বব্যাপী এই উদযাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুক।’

> প্রথম পর্যায়ের টিকিট বিক্রি আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার- যে কোনও ভৌগোলিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার ক্রিকেটপ্রেমীরা যেন ক্রিকেটের সেরা প্রতিযোগিতার স্বাদ নিতে পারেন।
>
> **সংযোগ গুপ্তা**
> *(আইসিসি-র সিইও)*

৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ২০ দলের প্রতিযোগিতা চলবে ৮ মার্চ পর্যন্ত। ভারতীয় সময়ে খেলা শুরু হবে সকাল ১১টা, দুপুর ৩টা এবং সন্ধ্যা ৭টায়। প্রথমদিন মুম্বইয়ে ভারত নামবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

ডেভন কনওয়েকে ফিরিয়ে কাভেম হজের সঙ্গে জাস্টিন গ্রিভস।

সুবিধাজনক অবস্থায় কিউয়িরা

ওয়েলিংটন, ১১ ডিসেম্বর : জমে উঠেছে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

বৃহস্পতিবার ম্যাচের দ্বিতীয়দিনে বিনা উইকেটে ২৪ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে কিউয়িরা। মিচেল হে (৬১) ও ডেভন কনওয়ের (৬০) সৌজন্যে ২৭৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয় তাদের। অ্যান্ডারসন ফিলিপ ৩ উইকেট নেন। একটি উইকেট পেয়েছেন জাস্টিন গ্রিভস। প্রথম ইনিংস ২০৫ রানেই শেষ হয়েছিল ক্যারিবিয়ানদের। ৭৩ রানের লিড পায় নিউজিল্যান্ড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২ উইকেটে ৩২ রান তুলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্রিজে ব্র্যান্ডন কিং (১৫) ও কাভেম হজ (৩)। এখনও ৪১ রানে এগিয়ে কিউয়িরা। শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দ্রুত অল আউট করাই লক্ষ্য তাদের। দ্বিতীয়দিনের শেষে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও ব্লেইর টিকনারের চোট বড় ধাক্কা দিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে। টেস্টের প্রথমদিনেই চোট পান তিনি। জানা গিয়েছে, এই টেস্টে টিকনারের পক্ষে বোলিং বা ফিল্ডিং করার সম্ভাবনা নেই। এদিন দ্বিতীয়দিনে চোটের কারণে ব্যাট করতেও নামেননি টিকনার।

কঠিন সময়ে হাল ছাড়েননি শেফালি

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : তিনি সদ্য সমাপ্ত মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন। অথচ বিশ্বকাপের দলেই ছিলেন না শেফালি ভার্মা। আচমকা প্রতীকা রাওয়ালের চোটের জন্য সেমিফাইনালে দলে ঢোকেন। তারপর বাকিটা ইতিহাস।

বিশ্বকাপ জেতাটা শেফালির স্বপ্ন ছিল। কিন্তু দলে ডাক না পেয়ে ভেঙে পড়েছিলেন। পরে সুযোগ মিলতেই তাঁর সদ্ব্যবহার করতে দেরি করেননি শেফালি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘জীবনে উত্থান-পতন আসবেই। সেটাকে মেনে নিতে হবে। বিশ্বকাপের দলে ডাক না পাওয়ার সময় আমার কাছে খুব কঠিন ছিল।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘তবে আমি হাল ছাড়িনি। কঠিন পরিশ্রম করে গিয়েছি। সেই পরিশ্রমের প্রতিদান হিসেবে ঈশ্বর আমাকে সুযোগটা দিয়েছিলেন। ফাইনাল ম্যাচে সেরার পুরস্কার পেয়েছি।’

বিশ্বকাপ জেতার পর এখানেই থেমে থাকতে চাননা শেফালি। ট্রফি জেতাকে অভ্যাসে পরিণত করতে চান তিনি। শেফালি বলেছেন, ‘বিশ্বকাপ জেতা সবার স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তবে ট্রফি জেতাটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। ভবিষ্যতে আবারও বিশ্বসেরা হতে চাই।’

বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে বিশ্বকাপজয়ী শেফালি ভার্মা।

টি২০ বিশ্বকাপ খেলা স্বপ্ন

গম্ভীরদের বার্তা যশস্বীর

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : গত টি২০ বিশ্বকাপ দলে ছিলেন।

দলও চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু একটা ম্যাচও খেলার সুযোগ পাননি। ছিটকে গিয়েছেন ভারতীয় টি২০ দল থেকেও। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি টি২০ সিরিজে ডাক পাননি। যদিও কুড়ির বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন দেখা ছাড়েননি যশস্বী জয়সওয়াল। গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশ্যে এদিন সেই বার্তা দিয়ে রাখলেন।

‘রোহিতভাইয়ের বকুনিতে ভালোবাসা থাকে’

২০২৩ সালে টি২০ অভিষেকের পর ২২ ইনিংসে ৭২৩ রান করেছেন একটি সেঞ্চুরি, পাঁচটি হাফ সেঞ্চুরি সহ। স্ট্রাইক রেট ১৬৪.৩১। প্রশংসনীয় পরিসংখ্যান। যদিও অভিষেক শর্মার উত্থান এবং টিম ম্যানেজমেন্টের টি২০ ভাবনায় শুভমান গিল ঢুকে পড়ায় যশস্বীর সম্ভাবনা কমেছে। তবে স্বপ্ন দেখা ছাড়তে নারাজ শেষ ওডিআই ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকানো যশস্বী।

এদিন এক অনুষ্ঠানে নিজের মনের ইচ্ছে প্রকাশ করে যশস্বী বলেছেন, ‘টি২০ বিশ্বকাপ খেলার আমার স্বপ্ন। তবে নির্বাচন আমার হাতে নেই। ফোকাস তাই নিজের খেলাতে রাখছি। অপেক্ষায় আছি সেই সময়ের জন্য।’ ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে টি২০ বিশ্বকাপ। মাঝে আর ৯টি টি২০ ম্যাচ খেলবে ভারত। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন বিশ্বকাপে ঢুকে পড়া কার্যত অসম্ভব। ফলে যশস্বীর স্বপ্নপূরণের প্রতীক্ষা দীর্ঘ হতে চলেছে।

দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ারও স্বপ্ন দেখেন। যশস্বীর বিশ্বাস একদিন ভারতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার দায়িত্ব পাবেন। এক প্রশ্নের জবাবে সাফ কথা, ‘দায়িত্ব নিতে সবসময় প্রস্তুত। যদি সুযোগ পাই, অবশ্য ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিতে ভালো লাগবে।’

রোকো-ইস্যুতে সিনিয়ার দুই সদস্যের পাশেও দাঁড়ালেন। বিশ্বাস, রোহিতভাইয়ের সঙ্গেই ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে ওপেন করতে নামবেন। কুলদীপ যাদব, তিলক ভার্মাদের রাস্তায় হেঁটে যশস্বীও জানিয়ে দিলেন, ’২৭-এর বিশ্বকাপে রোকোকে চাই। আর পাশে রোহিত-বিরাট কোহলি থাকলে অনেক নিশ্চিন্তে খেলতে পারেন।

যশস্বী বলেছেন, ‘রোহিতভাই, বিরাটভাই দলে থাকলে বাড়তি অনুপ্রেরণা পাই। সবসময় খেলা নিয়ে কথা হয়। ওরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। দলকে জেতানোর সেসব শুনে উজ্জীবিত হই। কেরিয়ারের শুরুর দিকে ওরা যে ভুলগুলি করেছে, তা যেন আমরা না করি, সেই পরামর্শ পাই। ওরা পাশে থাকা মানে ভরসা। না থাকলে ভয় লাগে।’

ওডিআই সিরিজের নির্ণায়ক শেষ ম্যাচের প্রসঙ্গ টেনে যশস্বী আরও বলেছেন, ‘তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে আমাকে আশ্বস্ত করে রোহিতভাই বলেছিল, বুঝেশুনে খেল। চাপ নিস না। আমি ঝুঁকি নিচ্ছি। একথা ক’জন বলতে পারে। পরে বিরাটভাইও ক্রিজে এসে বলে, ছোট ছোট লক্ষ্য নিয়ে এগো। দুজনেই দলকে জিতিয়ে ফিরব। এমন দুজনের সঙ্গে খেলা ভাগ্যের।’

রোহিতের থেকে বকুনিও কম শুনতে হয় না। যশস্বীর কথায়, যে শাসনের মধ্যে ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে। বরং রোহিতভাই না বকলেই অস্বস্তি হয়! কিছু ভুল হল কিনা চিন্তায় পড়ে যান। প্রশ্ন জাগে, রোহিতভাই কিছু নিয়ে অসন্তুষ্ট হল নাকি? সবসময় তাই মুখিয়ে থাকেন রোহিতভাইয়ের কখন বকুনি দেবেন!

নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে যশস্বী জয়সওয়াল। বৃহস্পতিবার।

বিপণনকারী আকর্ষণে সংবিধান সংশোধনের পরামর্শ ক্লাবজোটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : এবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চরমপত্র দিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবজোট। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের মহাসচিবকেও সিসি করা হয়েছে এই চিঠি। পরে আবার এই চিঠির উত্তর দেন সহ মহাসচিব এম সত্যনারায়ণন। একইদিনে ফেডারেশনের অন্তঃকলহও প্রকাশ্যে এল সত্যনারায়ণনকে দেওয়া কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ পাল ও অন্য সদস্যদের পত্রবোমায়।

মাঠে বল গড়াবে কবে বা আদৌ গড়াবে কিনা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই সন্দেহ তৈরি হয়েছে। তবে তাতে থেমে থাকছে না চিঠি এবং পালটা চিঠি। বুধবার সত্যনারায়ণন পাঠানো চিঠির পালটা হিসাবে এদিন ক্লাবজোট পরিষ্কার পরামর্শ দিয়েছে, দ্রুত সংবিধানে বদল আনুক এআইএফএফ। একইসঙ্গে ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছ নেতৃত্বের দাবিও জানানো হয়েছে এই চিঠিতে। ক্লাব এবং ফেডারেশনের যৌথভাবে লিগ শুরু করার সম্ভাবনার কথা ছিল ফেডারেশনের সহ সচিবের চিঠিতে। ক্লাবজোটের এদিনের চিঠিতে শুরুতেই অভিযোগ করা হয়েছে ফেডারেশন তাদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ১.২১, ১.৫৪ এবং ৬৩ নম্বর ধারার বদল প্রয়োজন বলে ক্লাবগুলি চিঠি দেয় আগেই। যেখানে বলা হচ্ছে একটি আর্থিক বছর ধরা হয় ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু ফেডারেশনের কোনও বিপণন সঙ্গী নেই, তাই নতুন করে চুক্তির সময়ে নতুন মরশুম হিসাবে এই স্বাধীনতাটা দেওয়া উচিত। বাকি দুটি ধারায় লিগের মালিকানা পুরোপুরি ফেডারেশনকে দেওয়া হয়েছে। যার বদল প্রয়োজন বলে ক্লাবজোট মনে করছে। এদিনের চিঠিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অন্যতম ডিরেক্টর বিনয় চোপড়া লেখেন, ‘ক্লাবদের দেওয়া রাস্তা অনুসরণ করে, যেটা সারা পৃথিবীতে হয় সেভাবে এআইএফএফের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে সব ক্লাবই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একইসঙ্গে স্পনসর, বিনিয়োগকারী ও দীর্ঘমেয়াদি বিপণন সঙ্গীদের আকর্ষণ করতে পারে এমন ব্যবস্থাই থাকা উচিত। বিপণনের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হওয়া বিষয়গুলি সংবিধান সংশোধন না করলে লিগের সম্ভাবনা কখনোই সম্ভব নয়। দীর্ঘকাল বজায় রাখার মতো কোনও লিগ পরিকাঠামো তৈরি করা সম্ভব হবে না যদি না সঠিক মনোভাব থাকে।’ ক্লাবজোটের পক্ষে এদিনের চিঠিতে দুটি বিকল্প বিষয় দেওয়া হয়- এক, আগামী ২০ ডিসেম্বর ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংবিধান সংশোধন করে এই আর্থিক বাধাগুলি দূর করা হোক বিপণনের ক্ষেত্রে। দুই, তারপর সরকার এবং ক্লাবদের সাহায্যে ফেডারেশন স্বচ্ছতার সঙ্গে সঠিক বিপণন সঙ্গী খুঁজে বার করুক। সত্যানারায়ণনের লেখা চিঠিতে বৈঠকে বসার যে কথা বলা হয় তাতে তাঁরা রাজি বলে বিনয় লেখেন। তবে তা ফেলে না রেখে সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এমন আশ্বাস পেলেই। একইসঙ্গে এই চিঠিতে রীতিমতো ব্যঙ্গের সঙ্গে বলা হয়েছে, ক্লাব সবরকম সাহায্য করতেই রাজি কিন্তু ভারতীয় ফুটবলে এখন প্রয়োজন দ্রুততার সঙ্গে কাজ করার মতো দক্ষতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো নেতৃত্ব।

কোষাধ্যক্ষের চিঠিতে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ

এই চিঠির খুবই ছোট উত্তর দিয়ে সত্যানারায়ণন লেখেন, এখন দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। এক, সুপ্রিম কোর্টের শেষ রায়দান পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং দুই, একজোট হয়ে পরিবর্ত সমাধানের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছানো। তবে যে প্রস্তাবই ক্লাবদের পক্ষ থেকে আসুক না কেন, তা ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং সাধারণ সভায় পাশ করাতেই হবে। এই প্রসঙ্গেই এদিন একটি চিঠি দিয়েছেন ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ পাল। তিনি সত্যনারায়ণনকে রীতিমতো বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দায়ী করেছেন। কার্যনির্বাহী কমিটিতে যেসব সদস্য ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকছেন তাঁদের বক্তব্য মিনিটসে বদলে দেওয়া হচ্ছে এবং ড্রাফট মিনিটস তাঁদের পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি উদাহরণ হিসাবে গত ১ অগাস্ট খালিদ জামিলকে নিয়োগ সংক্রান্ত সভার উল্লেখ করেন। এসবকে তিনি এআইএফএফ সচিবালয়ের অপদার্থতা বলে ব্যাখ্যা করেন।

ডি কক ঝড়ে বেলাইন গম্ভীর ব্রিগেড

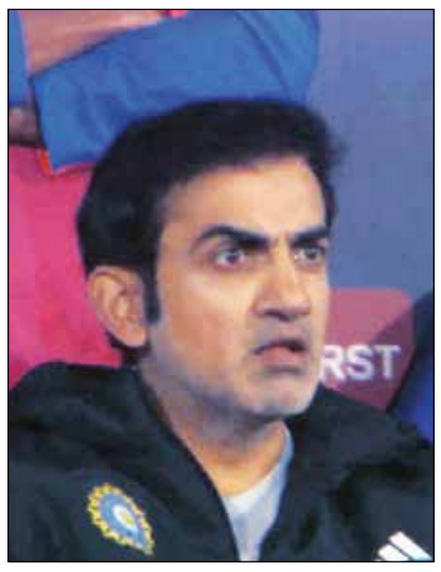

বিধ্বংসী ব্যাটিং কুইন্টন ডি ককের। অর্শদীপ এক ওভারে ৭টি ওয়াইড দেওয়ায় ক্ষুব্ধ গৌতম গম্ভীর। বৃহস্পতিবার।

ব্যাটে-বলে ভরাডুবি ভারতের

দক্ষিণ আফ্রিকা-২১৩/৪
ভারত-১৬২
(দক্ষিণ আফ্রিকা ৫১ রানে জয়ী)

নিউ চণ্ডীগড়, ১১ ডিসেম্বর : ম্যাচ তখনও শুরু হয়নি।

সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিলদের সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার হাডলে উপস্থিত যুবরাজ সিং! চণ্ডীগড়ের ঘরের ছেলে। নবনির্মিত মুল্লানপুর স্টেডিয়ামে তাঁর নামে এদিনই আস্ত একটা স্ট্যান্ডের নামকরণ করা রয়েছে। সূর্যদের উৎসাহ জোগাতে সোজা হাডলে।

যুবি-পাজিকে পেয়ে শুভমান, অভিষেক শর্মার উচ্ছ্বাস দেখার মতো। সূর্যকে জড়িয়ে ধরলেন যুবি। প্রাক্তন সতীর্থ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে খুনশুটিও। পেপটকও দিলেন। সব মিলিয়ে 'ফিল গুড' ফ্যাক্টর।

উদ্দীপনা বাড়িয়ে টসে জয় সূর্যর। যদিও বাইশ গজের টক্করে ফুরফুরে মেজাজের বিন্দুমাত্র প্রতিফলন দেখা যায়নি। ব্যাটে-বলে চূড়ান্ত ভরাডুবিতে লজ্জার হার, অসহায় আত্মসমর্পণ। ২১৪ রানের জয়লক্ষ্যে ১৬২-তেই থমকে গিয়ে ৫১ রানে হার। কটক জয়ের অ্যাডভান্টেজ হাতছাড়া।

টিম ইন্ডিয়াকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় কুইন্টন ডি ককের ঝোড়ো শুরু। ভারতের বিরুদ্ধে রান করতে ভালোবাসেন। কটকে ব্যর্থ হলেও এদিন সুদে-আসলে আক্ষেপ মেটালেন। শুরু থেকেই টপ গিয়ারে। পায়ের কাছাকাছি বল পেলেই অনের দিকে উড়িয়ে দিলেন। বেশিরভাগই গ্যালারিতে। ডি কক (৪৬ বলে ৯০) স্পেশালে ইনিংস ব্রেকেই কার্যত ম্যাচে কবজা জমানো। ২১৩-র পুঁজি নিয়ে বাকি কাজ সারতে ভুলচুক করেনি প্রোটিয়া বোলাররা।

বেচারা অর্শদীপ সিং (৫৪/০)। ডি ককের প্রহারের সামনে শুরু থেকে খেই হারালেন। এক ওভারে সাতটি ওয়াইড দিয়ে লজ্জা আরও বাড়ালেন। রেহাই পাননি জসপ্রীত বুমরাহ (৪৫/০), হার্দিক পান্ডিয়াও (৩৪/০)।

যা কাজে লাগিয়ে শেষদিকে ঝড়ের গতি বাড়িয়ে দেন ডোনোভান ফেরেইরা (১৬ বলে ৩০) ও ডেভিড মিলার (১২ বলে ২০)। ভারতের কাজ কঠিন করে ২১৪-র জয়লক্ষ্য ছুড়ে দেয়। এত রানতাড়া করে কখনও জেতেনি ভারত। এদিন মুল্লানপুর স্টেডিয়ামেও অঘটন ঘটাতে পারেননি সূর্যরা।

রাতের দিকে শিশির। পিচ ব্যাটিংয়ের অনুকূল হবে। যদিও কোনও ফ্যাক্টর কাজে লাগেনি। উলটে বিশাল রানের চাপে আগাগোড়া খোড়াল ইনিংস। প্রথম ২ ওভারেই ডাগআউটে চণ্ডীগড়ের দুই ঘরের ছেলে শুভমান (০) ও অভিষেক (১৭)।

গত কয়েক সিরিজে ছন্দে নেই শুভমান। এদিন গোল্ডেন ডাক। অভিষেক আউট মার্কো জানসেনের দুরন্ত বলে শটে ব্রেক লাগাতে গিয়ে। চাপ আরও বাড়িয়ে দেন সূর্যকুমার (৫)। কঠিন পরিস্থিতিতে স্কাইয়ের 'কেয়ার ফ্রি' ক্রিকেট অতীতে বাজিমাত করেছেন। অধিনায়ক হওয়ার পর যদিও উধাও সেই জাদু।

২১৪ রানের টার্গেটে পৌঁছোতে ভালো শুরু দরকার ছিল। সেখানে ৪ ওভারের মধ্যে ৩২/৩! তিন নম্বরে নেমে বড় স্কোরের সুযোগ হাতছাড়া করেন অক্ষর প্যাটেল (২১)। ১০ ওভারে ৮১/৪। বাকি দশে দরকার ১৩৩ রান। প্রয়োজন ছিল একটা হার্দিক স্পেশালের। কটকে ম্যাচের রং বদলে দিয়েছিলেন। এদিন ২০ রানের ইনিংসে সেই ছন্দটা সারাক্ষণ হাতড়ে বেড়ালেন।

জিতেশ শর্মার ক্যামিও ইনিংস থামে ২৭-এ। শিবম দুবে (১) কেন দলে, যৌক্তিকতা খুঁজে পেলেন না অনেকে। সামগ্রিক ব্যাটিং ব্যর্থতার মাঝে লড়াই বলতে তিলক ভার্মার ৩৪ বলে ৬২। কিন্তু 'জয়তিলক' আঁকতে তা যথেষ্ট ছিল না। শেষপর্যন্ত ১৬২-তে আটকে যায় মেন ইন ব্লু। ৫১ রানে ভারত-বধে সিরিজে সমতা ফেরায় আইডেন মার্করাম ব্রিগেড।

এর আগে প্রোটিয়া ইনিংসজুড়ে ডি কক-স্পেশাল। নিজের প্রথম বলে রেজা হেনড্রিক্সকে (৮) ফিরিয়ে বরুণ চক্রবর্তী (২/২৯) ধাক্কা দিলেও যা চাপা পড়ে যায়। সাত-সাতটি ছক্কায় গম্ভীরদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেন ডি কক।

২৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি পূরণ। মার্করামকে (২৯) নিয়ে ৮৩ রানের জুটি ডি ককের। ১০ ওভারে ৯০/১, ১৫-তে ১৫৬/২। শেষপর্যন্ত জিতেশ শর্মার দুরন্ত প্রয়াসে থামে ডি কক ঝড় (৪৬ বলে ৯০)। অফের দিকে হালকা ঠেলে ১ রান নিতে চেয়েছিলেন। যদিও বল চলে যায় পিছনে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় যে বল ধরে নিমেষে উইকেট ভেঙে দেন জিতেশ।

অক্ষর-তিলকের যুগলবন্দিতে পরের ওভারে আউট ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (১৪)। জোড়া ধাক্কায় সাময়িক স্বস্তি। ১৭ ওভারে ১৬৪/৪। মনে হচ্ছিল দুশোর আগেই থামানো যাবে প্রতিপক্ষকে। কিন্তু শেষ তিন ওভারে বুমরাহ-অর্শদীপের ছন্নছাড়া বোলিং প্রত্যাশায় জল ঢালে। একের পর এক ফুলটস, ওয়াইড- বুমরাহদের যে উপহার কাজে লাগিয়ে ফেরেইরা, মিলাররা ২১৩/৪ স্কোরে পৌঁছে দেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে। শেষপর্যন্ত যা ব্যবধান গড়ে দেয়।

অর্ধশতরান করলেও দলকে জেতাতে ব্যর্থ হলেন তিলক ভার্মা।

জানসেনদের থেকে শিক্ষা নিতে চান সূর্য

নিউ চণ্ডীগড়, ১১ ডিসেম্বর : রাত বাড়লেই শিশিরের উপদ্রব।

সমস্যা এড়াতে টসে জিতে আগে বোলিং। যদিও সূর্যকুমার যাদবের সেই সিদ্ধান্ত বুমেরাং অর্শদীপ সিং, জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়ার হতশ্রী বোলিংয়ে। অথচ, এর পাশে রাতে শিশির সমস্যার মাঝে মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডি, ওটনিল বার্টম্যানদের দুরন্ত পারফরমেন্স।

ম্যাচ শেষে এদিন দুই দলের বোলিংয়ের মধ্যে যে ব্যবধানের কথা স্বীকারও করে নিলেন সূর্য। ভারত অধিনায়কের অকপট স্বীকারোক্তি, প্রোটিয়া বোলিং থেকেও শেখার আছে। চেষ্টা করবেন, বাকি সিরিজে সেই শিক্ষা, আজকের ম্যাচের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে।

'ব্যাটিং ব্যর্থতার দায় আমারও'

বুমরাহ-অর্শদীপ একনাগাড়ে ফুলটস, ওয়াইডের ডালি উপহার দিয়েছেন ব্যাটারদের, এরপর বোধহয় আর কিছু বলারও ছিল না সূর্যের। মানছেন কুইন্টন ডি ককদের মারের মুখে প্ল্যান 'বি' কাজে লাগানো প্রয়োজন ছিল। যদিও সেখানেও ব্যর্থতা। সতীর্থদের পাশে দাঁড়ালেও, যা আড়াল করছেন না ভারত অধিনায়ক।

ব্যাটিং ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধেও নিলেন। সূর্য বলেছেন, 'আমি এবং শুভমান গিল ভালো শুরু দিতে পারিনি। আর অভিষেক শর্মা সবসময় খেলে দেবে, এটা হয় না। আজ ওর অফ-ডে ছিল। বাকিদের উচিত ছিল যা পূরণ করা। সঠিকভাবে এগোতে পারলে এই রান তাড়া করা সম্ভব ছিল। ব্যাটিং ব্যর্থতার দায় আমার। ক্রিজে টিকে থাকা দরকার ছিল। অক্ষর প্যাটেল ভালো খেলছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ইনিংসটাকে লম্বা করতে পারেনি। আবারও বলছি, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করব। আপাতত চোখ পরের ম্যাচে।'

লিওনেল মেসির 'গোট কনসার্ট' অনুষ্ঠানের টিকিট হাতে ভক্তরা। - ডি মণ্ডল

কলকাতায় মেসির মঞ্চে শাহরুখও

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : শুক্রবার মধ্যরাতে কলকাতায় পা রাখছেন লিওনেল মেসি। শনিবার আর্জেন্টাইন মহাতারকার আগমন ঘিরে উন্মাদনার জোয়ারে ভাসবে তিলোত্তমা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী থাকবেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খানও।

কলকাতায় মেসির মঞ্চে শাহরুখ থাকবেন বলে জল্পনা চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। বৃহস্পতিবার এই খবর নিশ্চিত করলেন স্বয়ং কিং খান। সমাজমাধ্যমে শাহরুখ লেখেন, 'এইবারের কলকাতা সফরে নাইটদের (কলকাতা নাইট রাইডার্স) নিয়ে কোনও পরিকল্পনা নেই। দিনটা পুরোপুরি মেসির হতে চলেছে। দেখা হচ্ছে ১৩ তারিখ সল্টলেক স্টেডিয়ামে।' আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের সঙ্গে একমঞ্চে 'বলিউড বাদশা'-র উপস্থিতি বড়দিনের আগে বড় পাওনা বঙ্গবাসীর জন্য। কিং খান ছাড়াও মেসির 'গোট কনসার্টে' প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অনুশীলনে কড়া নজর নতুন কোচ সের্জিও লোবেরার।

ম্যাচের সেরা হয়ে প্রতীক লামা।

জিতল সরোজিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বৃহস্পতিবার আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ১-০ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাবকে। ৪২ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোল করেন রিনচেন তামাং। ম্যাচের সেরা হয়ে সরোজিনীর প্রতীক লামা পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। বৃহস্পতিবার নামবে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও এসএসবি।

সাফে পাক যুদ্ধে জয়ী ইস্টবেঙ্গল

কাঠমান্ডু, ১১ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের ক্লাবকে হারিয়ে নেপালের মাটিতে তেরঙা ওড়াল ইস্টবেঙ্গলের প্রমীলাবাহিনী।

মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে টানা দ্বিতীয় জয়। করাচি সিটি এফসিকে ২-০ গোলে হারাল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গল। দুইয়ের বেশি গোল করতে না পারলেও এদিন গোটা ম্যাচজুড়ে দাপট ছিল লাল-হলুদের। ৫ মিনিটে সুলঞ্জনা রাউলের করা অনবদ্য গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়ান রেস্টি নানজিরি।

এই জয়ের সুবাদে ফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেল অ্যান্থনির ইস্টবেঙ্গল। দিনের অন্য ম্যাচে ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড লেডিস এফসির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে নেপাল আর্মড ফোর্স। ফলে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকার পাশাপাশি বাকি চার দলের থেকে গোল পার্থক্যেও এগিয়ে মহিলা মশাল ব্রিগেড। রাউন্ড-রবিন পর্বের শেষে পাঁচ দলের মধ্যে শীর্ষে থাকা দুই দল খেলবে সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। সেখানে এই পর্বে ইস্টবেঙ্গলের বাকি আরও দুটি ম্যাচ। তার মধ্যে একটা জিতলেই ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলতে পারবে লাল-হলুদ মেয়েরা। তা না হলেও ইস্টবেঙ্গলের ফাইনালে খেলার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতির নিরিখে একথা বলাই যায়।

ফাইনালের পথে লাল-হলুদ

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে সুলঞ্জনা রাউল।

মোহনবাগানে শুরু সের্জিও লোবেরার জমানা

লিওকে নিয়ে খোঁজ নিলেন দিমি-কামিন্সরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর : 'মেসি কি এসে গিয়েছে?'

অনুশীলন শেষে ট্রেনিং গ্রাউন্ডের বাইরে দাঁড়ানো সাংবাদিকদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অজি বিশ্বকাপার জেসন কামিন্স। শুধু তিনিই নন, একই প্রশ্ন বাগানের অন্য ফুটবলারদের মুখে।

আইএসএল কবে শুরু হবে কেউ জানে না। আপাতত কলকাতায় আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসির আগমন নিয়ে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে, তাতেই গা ভাসিয়েছেন বাগান ফুটবলাররাও।

বৃহস্পতিবার থেকে মোহনবাগানে শুরু হল সের্জিও লোবেরার জমানা। দায়িত্ব পাওয়ার পর এদিনই প্রথম অনুশীলনে দেখা গেল বাগানের নয়া স্প্যানিশ কোচ লোবেরাকে। প্রথম দিন ঘণ্টা দেড়েকের কড়া অনুশীলন করালেন তিনি। মরশুমের শুরু থেকে মোহনবাগানের ফিটনেস নিয়ে সমস্যা রয়েছে, সেই বিষয়ে আগেই খোঁজখবর নিয়েছেন লোবেরা। সম্ভবত সেই কারণে এদিন বেশিরভাগ সময় ফিজিক্যাল ট্রেনিং করালেন তিনি। অনুশীলন শেষে সব ফুটবলারকে ডেকে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক করতেও দেখা গিয়েছে লোবেরাকে। ব্যক্তিগত কারণে ছুটি নেওয়ায় বৃহস্পতিবার অনুশীলনে আসেননি লিস্টন কোলাসো ও সাহাল আব্দুল সামাদ। এছাড়া জ্বর হওয়ায় অনুশীলনে দেখা যায়নি আপুইয়াকে।

এদিকে, বাগান ফুটবলাররা কিন্তু অনুশীলন শেষে মেসিকে নিয়ে রীতিমতো খোঁজখবর নিয়েছেন। কামিন্সরা যে হোটেলে থাকেন সেই হোটেলেই থাকবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এই সংবাদ শোনার পর দিমি মজা করেই বলেছেন, 'আমার মেসির সঙ্গে রুম শেয়ার করার সুযোগ হবে।' তবে বাগান ফুটবলাররা মেসিকে নিয়ে আগ্রহ দেখালেও নিরুত্তাপ ছিলেন সের্জিও লোবেরা। ২০১২ সালে বার্সেলোনার সহকারী কোচ থাকার সময় আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে কোচিং করানোর সুযোগ হয়েছে। তবে নিজের প্রাক্তন ছাত্রের কলকাতা আগমন নিয়ে কিছু বলতে চাননি বাগানের নয়া হেডস্যার।

স্মরণে

ডায়নামিকা রায় সরকার

জন্ম : ২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৮ ইং
প্রয়াণ : ১২ই ডিসেম্বর ২০২২ ইং

এই দিনে তুমি আমাদের সবাইকে ছেড়ে অত্যন্ত অসহায় ভাবে চিরঘুমে পাড়ি দিয়েছ। তুমি ঈশ্বরের চরণে মহাশক্তিতে আছ। আমরা প্রতিনিয়ত তোমাকে স্মরণ করছি।

ভাগ্যহত - ক্রীশঙ্ক সরকার (পুত্র)
শরৎ চন্দ্র সরকার (স্বামী),
শোকাহত পরিবারবর্গ
শান্তিনিকেতন, শুশ্রুতনগর, শিলিগুড়ি।

বড় জয় ফ্রেন্ডসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ১১০ রানে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে ফ্রেন্ডস ৯ উইকেটে ১৭২ রান তোলে। শুভঙ্কর দাস ৪৭ ও শুভঙ্কর পুরকায়স্থ ৩৩ রান করেন। অনুজ রায় ২৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে দেশবন্ধু ৬২ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা হৃষীকেশ সরকার ৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অন্যদিকে সিয়াম কলেজের মাঠে নবীন সংঘ ও বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের ম্যাচ মাঝপথে স্থগিত হয়ে গিয়েছে। নবীন ৩৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭৫ রান তোলার পর বল নিয়ে সমস্যা হওয়ায় আম্পায়াররা ম্যাচ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন।

ম্যাচের সেরা হৃষীকেশ সরকার।

প্রথম ডিভিশনে ৬ উইকেট রাজদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার এনআরআই ৯০ রানে নরেন্দ্রনাথ ক্লাবকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে টসে জিতে এনআরআই ৩৯.৫ ওভারে ১৯৪ রানে অল আউট হয়। রাজদীপ বারুই ৪৫ ও কৌশল অগ্রহরি ৩৭ রান করেন। শিবা শর্মা ১৭ ও রণবীর কুমার যাদব ২৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে নরেন্দ্রনাথ ২৯.৩ ওভারে ১০৪ রানে গুটিয়ে যায়। বিশাল রায় ৩০ রান করেন। ম্যাচের সেরা রাজদীপ ৭ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট। শুক্রবার খেলবে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ও ওয়াইএমএ।

বিদায় শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটে বিদায় নিল শিলিগুড়ি। বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে তারা ৮ উইকেটে উত্তর ২৪ পরগনার বিরুদ্ধে হেরেছে। বসুন্ধরা মাঠে টসে হেরে শিলিগুড়ি ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩২ রান তোলে। শিঞ্জিনী সরকার ৪৯ ও রত্না বর্মন ২৫ রান করে। মৌলি ঘোষ ২৩ ও শ্রেষ্ঠা দাস ২৮ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে উত্তর ২৪ পরগনা ৩১ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৬ রান তুলে নেয়।

টেকনোর তাইকোনডো শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর : টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ির আন্তঃ স্কুল তাইকোনডো শুক্রবার শুরু হবে। প্রতিযোগিতাটি দুইদিন চলবে।